NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৭ ১৬ বছরে এই প্রথমবার আগাম এসেছে আষাঢ় আকাশ ছেয়ে...

ভারতে ফের পাক চর সন্দেহে গ্রেপ্তার এক ৭

কলকাতা ২৬ মে ২০২৫ ১১ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২ সোমবার অষ্টাদশ বর্ষ ৩৪৩ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 26.05.2025, Vol.18, Issue No. 343, 8 Pages, Price 3.00

ভাটপাড়ায় তিরঙা যাত্রায় বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী ও অর্জুন সিং।
ছবি: অদিতি সাহা

মন কি বাতে অপারেশন সিঁদুরের জয়গান মোদীর

নয়াদিল্লি, ২৫ মে: শত্রু দেশের সন্ত্রাসবাদকে তছনছ করে দিয়ে রবিবার প্রথমবার মন কি বাত অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এদিন ভাষণ দেওয়ার পাশাপাশি মোদী ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীর অভিযানে পাকিস্তান ও পাক অধিকৃত কাশ্মীরে ধ্বংস হওয়া জঙ্গি ঘাঁটিগুলির ছবিও প্রকাশ করেন।

উল্লেখ্য, গত ২২ এপ্রিল জম্মু ও কাশ্মীরের পহেলগাঁওয়ে ভয়াবহ জঙ্গি হামলার পর ৭ মে ভারত অপারেশন সিঁদুর কার্যকর করে। ভারতীয় সেনার হামলার ধ্বংস হয় লস্কর-ই-তইবা, জইশ-ই-মহম্মদ এবং হিজবুল মুজাহিদিনের একাধিক ঘাঁটি। মোদী এদিন বলেন, 'অপারেশন সিঁদুর আমাদের দৃঢ়তা, সাহস এবং বদলে যাওয়া ভারতের প্রতিচ্ছবি। এটি সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ভারতকে নতুন শক্তি ও আত্মবিশ্বাস এনে দিয়েছে।' তাঁর মতে, এই অভিযান ভারতীয় প্রতিরক্ষা বাহিনীর পরিকল্পনা ও কৌশলের অন্যতম নিদর্শন। সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে ভারতের 'জিরো টলারেন্স' নীতিকে আরও একবার প্রতিষ্ঠিত করেছে এই অপারেশন।

হিন্দু বিবাহিত মহিলাদের কপালে সিঁদুর মুছে দেওয়ার ঘটনা থেকেই ভারতীয় সেনার অভিযানের নাম দেওয়া হয়েছিল অপারেশন সিঁদুর। মোদী বলেন, সিঁদুর ভারতের সংকল্প ও প্রতিশোধের প্রতীক। প্রসঙ্গত, পাকিস্তান ও পাক অধিকৃত শিবিরের মোট ৯টি জঙ্গি শিবিরে মিসাইল হামলা চালিয়েছিল ভারত। পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীরের কোটলিতে গুলপুর ও আব্বাস শিবির এবং ভিম্বারে বারনালা শিবিরের ধ্বংস হওয়া ছবি দেখান প্রধানমন্ত্রী। লস্কর জঙ্গিদের অন্যতম শক্ত ঘাঁটি ছিল এগুলি। ধ্বংস করা হয় পাকিস্তানের ভাওয়ালপুরে মারকাজ সুবহান শিবির। যা

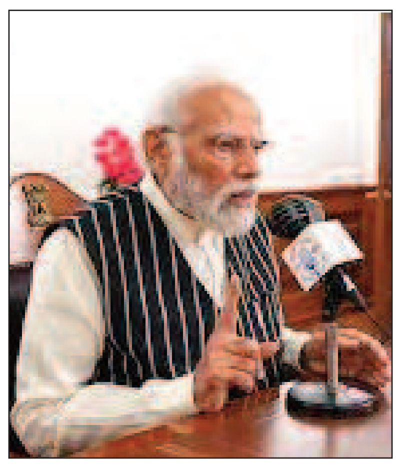

জইশ-ই-মহম্মদের ঘাঁটি বলে পরিচিত। একইসঙ্গে ধ্বংস করা হয় লস্করের মারকাজ তাইবা (মুরিদকে), যা ২০০৮ সালের মুম্বই হামলার মতো একাধিক ঘটনার সঙ্গে জড়িত ছিল।

অপারেশন সিঁদুর কেবল একটি সামরিক মিশন নয়, বরং 'পরিবর্তনশীল ভারতের মুখ' যা বিশ্ব মঞ্চে দেশের সংকল্প, সাহস এবং ক্রমবর্ধমান শক্তির প্রতিফলন। মাসের শেষ রবিবার 'মন কি বাত' অনুষ্ঠানে এমনই বলেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দিতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'আজ সমগ্র দেশ সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ, ক্রোধ এবং দৃঢ়তায় ভরা।'

মোদী অপারেশন সিঁদুরকে সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে বিশ্বব্যাপী লড়াইয়ের একটি মোড় হিসেবে অবিহিত করেছেন। এই অভিযানকে ভারতের ক্রমবর্ধমান শক্তি এবং উদ্দেশ্যের স্পষ্টতার প্রতীক হিসেবে বর্ণনা করেছেন। প্রধানমন্ত্রীর কথায়, 'অপারেশন সিঁদুর সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে বিশ্বব্যাপী লড়াইয়ে নতুন আত্মবিশ্বাস এবং শক্তি সঞ্চার করেছে।'

সীমান্তের ওপারে গিয়ে জঙ্গিদের ঘাঁটি ধ্বংস করেছে ভারতীয় বাহিনী। সেই নির্ভুল আক্রমণকে প্রধানমন্ত্রী অসাধারণ বলে অবিহিত করেছেন।

> **অপারেশন সিঁদুর আমাদের দৃঢ়তা, সাহস এবং বদলে যাওয়া ভারতের প্রতিচ্ছবি। এটি সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ভারতকে নতুন শক্তি ও আত্মবিশ্বাস এনে দিয়েছে।**
> —নরেন্দ্র মোদী

মোদী জোর দিয়ে বলেছেন যে, অপারেশনটি এককালীন সামরিক পদক্ষেপ ছিল না, বরং একটি পরিবর্তনশীল এবং দৃঢ় ভারতের প্রতিফলন ছিল। মোদীর দাবি, 'অপারেশন সিঁদুর আমাদের সংকল্প, সাহস এবং পরিবর্তিত ভারতের প্রতিচ্ছবি। এই অভিযানের প্রভাব সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। ব্যাখ্যা করেছেন কী ভাবে অপরেশন সিঁদুর অভিযান গোটা দেশকে গভীর ভাবে অনুরণিত করেছে।

অপারেশনের সাফল্যের পর সশস্ত্র বাহিনীর প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে একাধিক উদ্যোগের কথা তুলে ধরে মোদি বলেন, 'অনেক শহরে, যুবকরা নাগরিক প্রতিরক্ষার জন্য স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে কাজ করেছে, কবিতা লিখেছে, সংকল্পের গান গেয়েছে এবং শিশুরা শক্তিশালী বার্তা বহনকারী ছবি তৈরি করেছে। কাটিহার এবং কুশিনগরের মতো শহরে একাধিক পরিবার অভিযানের সম্মানে তাঁদের নবজাতকদের নাম রেখেছে সিঁদুর।'

সিন্ধু-যুদ্ধে সঙ্কটে মানল পাকিস্তান

নয়াদিল্লি, ২৫ মে: ভারতের সিন্ধু জলবন্টন চুক্তি স্থগিতের সিদ্ধান্ত নিয়ে রাষ্ট্রপুঞ্জে নালিশ পাকিস্তানের। পাকিস্তানের সংবাদমাধ্যম ডন সূত্রে খবর, পাকিস্তানের তরফে জানানো হয়েছে, এর ফলে ২৪ কোটি পাকিস্তানির অস্তিত্বের সঙ্কট হতে পারে। ভারতের সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে বিষয়টি নজরে রাখতে বলেছেন ইসলামাবাদের প্রতিনিধি। বড় সঙ্কট তৈরি হওয়ার আগে পদক্ষেপের আর্জিও জানানো হয়েছে।

পহেলগাঁওয়ে গত ২২ এপ্রিল পর্যটকদের ওপর জঙ্গি হামলার ঘটনার পর পাকিস্তানের বিরুদ্ধে একাধিক পদক্ষেপ করেছে ভারত। তখনই স্থগিত করে দেওয়া হয়েছে সিন্ধু চুক্তি। ১৯৬০ সালের এই চুক্তি অনুযায়ী সিন্ধু নদ এবং তার পাঁচটি উপনদীর জল ভারত এবং পাকিস্তানের মধ্যে বণ্টিত হয়। চুক্তি স্থগিত হয়ে যাওয়ার ফলে পাকিস্তানমুখী নদীগুলির জল ছাড়া, বাঁধ দেওয়া ইত্যাদিতে শর্ত লঙ্ঘিত হচ্ছে বলে অভিযোগ। রাষ্ট্রপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদের একটি বৈঠকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত তথা ডেপুটি স্থায়ী প্রতিনিধি উসমান জাদুন এ বিষয়ে কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

সিন্ধু চুক্তি স্থগিতের প্রসঙ্গে পাক প্রতিনিধি বলেন, 'ভারতের চুক্তি স্থগিতের সিদ্ধান্ত মানবাধিকার আইন এবং যাবতীয় আন্তর্জাতিক আইনের বিরোধী। আমরা ভারতের এই বেআইনি ঘোষণার তীব্র বিরোধিতা করছি। ভারত যেন কঠোর ভাবে চুক্তির শর্ত মেনে চলে। কোনও ভাবেই যেন ওই সমস্ত নদীর জল বন্ধ বা গতিপথ পরিবর্তন করা না হয়। ২৪ কোটি পাকিস্তানি এই নদীর ওপর নির্ভরশীল। এমন পদক্ষেপ আমরা মেনে নেব না।'

সিন্ধু চুক্তি নিয়ে ভারতের রাজনৈতিক নেতৃত্বের বিভিন্ন মন্তব্য 'উদ্বেগজনক' বলে রাষ্ট্রপুঞ্জে জানিয়েছে পাকিস্তান। তাদের দাবি, জলকে ভারত 'অস্ত্র' হিসাবে ব্যবহার করছে। ভারতের নেতাদের কিছু বক্তব্যও ভাষণের সময় তুলে ধরেন পাক প্রতিনিধি। বলেন, 'একটা দেশ জলকে অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করছে। এটা দুর্ভাগ্যজনক। রাষ্ট্রপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদের উচিত এই ধরনের আন্তর্জাতিক আইনলঙ্ঘনের ঘটনাগুলি চিহ্নিত করা, যা কোনও অঞ্চলের শান্তি বিঘ্নিত করে এবং মানবিক সঙ্কট তৈরি করে।' ভারতের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রপুঞ্জের ফোরামকে ব্যবহার করে আন্তর্জাতিক ঐকমত্যের আবেদন জানিয়েছে পাকিস্তান।

সিন্ধু এবং তার পাঁচটি উপনদীর মধ্যে বিপাশা, ইরাবতী এবং শতদ্রুর জল ভারত ব্যবহার করে। সিন্ধু, বিতস্তা এবং চন্দ্রভাগার জল ব্যবহার করে পাকিস্তান। সে দেশের কৃষিকাজের ৮০ শতাংশ এই নদীর জলের ওপরেই নির্ভরশীল। ভারত পহেলগাঁও হামলার পরেই সিন্ধু চুক্তি স্থগিত করেছিল। 'অপারেশন সিঁদুর'-এর পর দুই দেশের মধ্যে সীমান্তে সংঘর্ষ হয়। গত ১০ মে সংঘর্ষবিরতিতে সম্মত হয় ভারত এবং পাকিস্তান। তবে তার পরেও সিন্ধু চুক্তি স্থগিতই রাখা হয়েছে। ভারত জানিয়ে দিয়েছে, যত দিন না পাকিস্তান সন্ত্রাসবাদে মদত দেওয়া বন্ধ করবে, তত দিন চুক্তি স্থগিত থাকবে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছেন, 'জল এবং রক্ত পাশাপাশি বইতে পারে না।' এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধেই এবার রাষ্ট্রপুঞ্জে নালিশ ঠুকল পাকিস্তান।

অযোধ্যায় হনুমান গড়ী মন্দিরে বিরাট কোহলি ও অনুষ্কা শর্মা।

দিন ঘোষণা

■ পশ্চিমবঙ্গ-সহ চার রাজ্যের পাঁচটি বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচন আগামী মাসেই। দিন ঘোষণা করল নির্বাচন কমিশন। পশ্চিমবঙ্গে উপনির্বাচন হবে নদিয়ার কালীগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রে। গত ফেব্রুয়ারিতে সেখানকার তৃণমূল বিধায়ক নাসিরুদ্দিন আহমেদ প্রয়াত হন। এ ছাড়াও উপনির্বাচন রয়েছে গুজরাটের দু'টি কেন্দ্র, কেরল এবং পঞ্জাবের একটি করে কেন্দ্রে। ভোটগণনা হবে ২৩ জুন। রবিবার এই পাঁচ কেন্দ্রে উপনির্বাচনের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে নির্বাচন কমিশন।

মুখে লাগাম

■ মুখে লাগাম টানার পরামর্শ মোদীর। রবিবার এনডিএ শাসিত রাজ্যগুলির মুখ্যমন্ত্রী এবং উপমুখ্যমন্ত্রীদের সঙ্গে বৈঠকে এমনই পরামর্শ দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। একাধিক সূত্র উদ্ধৃত করে সংবাদমাধ্যমগুলি জানিয়েছে, বৈঠকে মোদী পরামর্শ দেওয়ার ভঙ্গিতেই জানিয়েছেন, যে কোনও জায়গাতেই যে কোনও বিষয় নিয়ে মন্তব্য করা যাবে না।

ধৃত চর

■ পাকিস্তানের হয়ে চরবৃত্তির অভিযোগে গুজরাটের কচ্ছ থেকে শনিবারই গ্রেপ্তার করা হয় সহদেব সিং গিল নামে এক ব্যক্তিকে। তার ঠিক কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই একই অভিযোগে রাজস্থানের ডিগ থেকে গ্রেপ্তার করা হল আরও এক ব্যক্তিকে। ধৃতের নাম কাশিম। কাশিমকে গ্রেপ্তার করে রাজ্যের অপরাধদমন শাখা এবং গোয়েন্দারা।

ছেলেকে বহিষ্কার

■ বড় ছেলে তেজপ্রতাপ যাদবকে নিজের দল থেকে তাড়িয়ে দিলেন আরজেডি প্রধান লালুপ্রসাদ যাদব। দল নয়, পরিবার থেকেও তাঁকে বিতাড়িত করলেন তিনি। তেজপ্রতাপকে 'দায়িত্বজ্ঞানহীন আচরণ' এবং 'পারিবারিক মূল্যবোধ ক্ষুণ্ণ' করার অভিযোগ তুলে দল এবং পরিবার থেকে বহিষ্কার করলেন আরজেডি প্রধান। আগামী ছ'বছর আরজেডির সঙ্গে তাঁর কোনও সম্পর্ক থাকবে না।

'তিরঙ্গা যাত্রা'য় সেনাকে সেলাম

পুলিশকে নিশানা শুভেন্দু-অর্জুনের

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: পুলিশকে বাদ দিলে তৃণমূল 'বিগ জিরো'। ভাটপাড়ায় 'তিরঙ্গা যাত্রা'য় যোগ দিয়ে এমনটাই বললেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। রবিবার বিকেলে জগদ্দলের অকল্যান্ড জুটমিল মাঠ থেকে শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বে শুরু হয় এই 'তিরঙ্গা যাত্রা'। ঘোষপাড়া রোড ধরে ভাটপাড়া মোড়ে গিয়ে এই যাত্রা শেষ হয়। উল্লেখ্য, দেশের সেনার বীরত্বকে কুর্নিশ জানিয়ে জাতীয়তাবাদী নাগরিকরা 'তিরঙ্গা যাত্রা'য় সামিল হয়েছিলেন।

মুর্শিদাবাদের দৌলতাবাদে সমবায় সমিতির নির্বাচনে গন্ডগোল থামাতে গিয়ে পুলিশ আক্রান্ত হয়েছে। এই প্রসঙ্গে শুভেন্দু অধিকারী বলেন, 'পুলিশ তো মার খাবেই। ওখানে পুলিশকে তৃণমূল মেরেছে। কারণ, তৃণমূলের লোকেরা মোথাবাড়িতে যেদিন বলেছিল হিন্দুদের শেষ করে দেবে, সেদিন তারা বলেছিল, এই পুলিশ তাদের কিছু বলবে না। এই পুলিশ তাদের গুলিও করবে না।' প্রসঙ্গত, ভোটার তালিকায় কারচুপির অভিযোগে সাসপেন্ড হয়েছেন কাকদ্বীপ মহকুমার সহকারী সিস্টেম ম্যানেজার অরুণ গড়াই। এই প্রসঙ্গে বিরোধী দলনেতা বলেন, অরুণ গড়াইয়ের কেস কেন্দ্রীয় এজেন্সির হাতে দিয়ে দেওয়া উচিত। এতে শুধু ডিস্ট্রিক্ট ম্যানেজার নয়, কাকদ্বীপের মহকুমা শাসক মধুসূদন মণ্ডল, দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলাশাসক সুমিত গুপ্ত- এঁরা সকলেই জড়িত।

অপর দিকে, তিরঙ্গা যাত্রায় পা মিলিয়ে ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং বলেন, 'দেশের সেনার

এরপর দুয়ের পাতায়

ঘুষ নিতে গিয়ে হাতেনাতে ধৃত মুর্শিদাবাদ মেডিক্যালের ডাক্তার

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: ঘুষ নিতে গিয়ে হাতেনাতে ধরা পড়লেন এক চিকিৎসক। শনিবার ওই চিকিৎসক সহ আরও দু'জনের নামে অভিযোগ দায়ের হয়েছে। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নামে সিবিআই। তদন্তে নেমে কলকাতায় তাঁকে ঘুষ নিতে গিয়ে হাতেনাতে গ্রেপ্তার করে সিবিআই। গ্রেপ্তারের পরেই তাঁকে নিউটাউনে সিবিআই দপ্তরে নিয়ে যাওয়া হয়।

সেখানে তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদের পর শেষমেষ গ্রেপ্তার করে সিবিআই। রবিবার তাঁকে ব্যাংকশাল আদালতে পেশ করে সিবিআই। তাঁকে হেপাজতে নিয়ে ঘটনার তদন্ত করতে চাইছে সিবিআই। ওই চিকিৎসকের গ্রেপ্তারের পর বিষয়টি প্রকাশ্যে আসতেই চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে গোটা বর্ধমান শহরজুড়ে। এরপরেই সিবিআই হানা দেয় শহর বর্ধমানের নামি চিকিৎসক তপন কুমার জানার বাসভবনে।

সিবিআই সূত্রে জানা গিয়েছে, বর্ধমান শহরের মিঠাপুকুরের হাতিশালা এলাকার বাসিন্দা চিকিৎসক তপন কুমার জানার বিরুদ্ধে অভিযোগ জাতীয় মেডিক্যাল কাউন্সিলের পক্ষ থেকে মূল্যায়নের সময় একটি বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজের কাছ থেকে ১০ লক্ষ টাকা ঘুষ নেওয়ার। এই টাকা সহ আরও ৪৪.৬ লক্ষ টাকা তাঁর বাড়িতে সিবিআইয়ের তল্লাশিতে উদ্ধার করা হয়।

জানা গিয়েছে, শনিবার রাত ১১টা নাগাদ সিবিআইয়ের ৮ জনের একটি দল শহর বর্ধমানের মিঠাপুকুর হাতিশাল এলাকায় অভিযান চালায়। রবিবার সকাল ৮টা পর্যন্ত চলে এই অভিযান। যদিও চিকিৎসক বাড়িতে ছিলেন না তাঁর স্ত্রী ছিলেন বাড়িতে। এদিন সকালে চিকিৎসকের বাড়ি থেকে হিরে, সোনার গয়না মূল্যবান রত্ন উদ্ধার করে সিবিআই। পাশাপাশি কম্পিউটারের হার্ডডিস্ক

এরপর দুয়ের পাতায়

কালীঘাটে ধৃত বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী

নিজস্ব প্রতিবেদন: কলকাতার কালীঘাটে এক বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, ওই ব্যক্তি প্রায় দু'বছর ধরে ভারতে কোনও বৈধ পাসপোর্ট বা ভিসা ছাড়াই বসবাস করছিলেন। এক পথ দুর্ঘটনার জেরেই তাঁর আসল পরিচয় ফাঁস হয়ে যায়।

পুলিশ সূত্রে খবর, গত ১৮ মে সকাল সাড়ে ৬টা নাগাদ সদানন্দ রোডে গাড়ি চালিয়ে নেতাজিনগর থানার এএসআই সুষেণ দাসকে ধাক্কা মারেন আজাদ শেখ নামের ওই ব্যক্তি। ঘটনায় গুরুতর জখম হন পুলিশকর্মী। তাঁর বাঁ পা ভেঙে যায়, মুখ ও হাতের কব্জিতেও আঘাত লাগে। তাঁকে প্রথমে এসএসকেএম হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়, পরে স্থানান্তরিত করা হয় অন্য এক বেসরকারি হাসপাতালে।

পুলিশের প্রাথমিক অনুমান ছিল, আজাদ উত্তর ২৪ পরগনার বাসিন্দা। কিন্তু তাঁর দেখানো নথিপত্র যাচাই করতে গিয়ে পুলিশের সন্দেহ বাড়ে। অধিকাংশ নথি জাল বলে প্রমাণিত

জাপানকে ছাপিয়ে চতুর্থ বৃহত্তম অর্থনীতির দেশ ভারত

নয়াদিল্লি, ২৫ মে: জাপানকে ছাপিয়ে ভারত এখন বিশ্বের চতুর্থ বৃহত্তম অর্থনীতির দেশে পরিণত হয়েছে। দেশের মোট জিডিপির চার ট্রিলিয়ন ডলার ছুঁয়ে ফেলেছে। বিরাট সাফল্যের এই ঘোষণা করেছে নীতি আয়োগের সিইও বিভিআর সুব্রহ্মণ্যম।

নীতি আয়োগের দশম গভর্নিং কাউন্সিলের বৈঠকের পর সাংবাদিক বৈঠকে সুব্রহ্মণ্যম জানান, সামগ্রিক ভূ-রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক পরিবেশ ভারতের পক্ষে অনুকূল। আইএমএফের তথ্য উদ্ধৃত করে তিনি বলেছেন, 'ভারত এখন চার ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলারের অর্থনীতির দেশ। আজ ভারত জাপানের চেয়েও এগিয়ে।'

এই ঘোষণার সঙ্গেই ভারতীয় অর্থনীতি নিয়ে বড় ভবিষ্যদ্বাণী করে সুব্রহ্মণ্যম বলেছেন, 'অর্থনীতির বিচারে এখন ভারতের চেয়ে এগিয়ে রয়েছে কেবলমাত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, চিন এবং জার্মানি। আমরা যদি পরিকল্পনা এবং চিন্তাভাবনা মেনে চলি, তা হলে আড়াই-তিন বছরের মধ্যে আমরা বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতির দেশে পরিণত হব।' আইএমএফের তথ্য অনুযায়ী, সবথেকে বৃহত্তম অর্থনীতি আমেরিকার, ৩০ লক্ষ কোটি ডলারের। এরপর রয়েছে চিন, তাদের

ঘোষণা নীতি আয়োগের সিইও-র

অর্থনীতি ১৯.২৩ লক্ষ কোটি ডলারের। তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতির দেশ হল জার্মানি, ৪.৭৮ লক্ষ কোটি ডলারের। চতুর্থ স্থানে রয়েছে ভারত ও চিন, দুই দেশেরই অর্থনীতি ৪.১৯ লক্ষ কোটি ডলারের। পঞ্চম স্থানে রয়েছে ব্রিটেন, তাদের ৩.৮৪ লক্ষ কোটি ডলারের অর্থনীতি। ফ্রান্স রয়েছে ষষ্ঠ স্থানে, তাদের ৩.২১ লক্ষ কোটি ডলারের অর্থনীতি।

দেশজুড়ে চালু হওয়া বিভিন্ন আর্থিক সংস্কার, মেক ইন ইন্ডিয়া প্রকল্প ভারতীয় অর্থনীতিতে এগিয়ে যেতে সহায়তা যেমন করেছে। তেমনই আন্তর্জাতিক অর্থনীতির বর্তমান পরিস্থিতিও ভারতের পক্ষে গিয়েছে। এসবের জন্যই ভারতীয় অর্থনীতিতে সাফল্য এসেছে। সম্প্রতি মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প হুঁশিয়ারি দিয়েছেন যে, যেসব আইফোন অ্যাপল কোম্পানি আমেরিয়ায় বিক্রি করবে সেগুলি মার্কিন মুলুকেই তৈরি হতে হবে। ভারতে তৈরি হয়ে সেদেশে বিক্রিয় জন্য গেলে অ্যাপেলের আইফোনে ২৫ শতাংশ শুল্ক আরোপ করা হবে। এই নিয়ে এক প্রশ্নের জবাবে, নীতি আয়োগের সিইও বি ভি আর সুব্রহ্মণ্যম বলেন, 'ট্যারিফ কী হবে, তা অনিশ্চিত। বর্তমান পরিস্থিতি বিচার করলে আমাদের এখানে আইফোন তৈরি করা সস্তা হবে।'

এছাড়া সুব্রহ্মণ্যম জানিয়েছেন, অগস্টে দ্বিতীয় দফার সরকারি সম্পত্তি বিক্রির কর্মসূচি শুরু হবে, ফলে কিছু সরকারি সম্পত্তি বেসরকারি হাতে তুলে দিয়ে রাজস্ব আদায় বাড়ানো হবে। উল্লেখ্য, গোটা পৃথিবীজুড়ে আর্থিক মন্দায় জেরবার বহু দেশ, হিমশিম অবস্থা তাদের। তার মাঝেই বিশ্ববাজারে আরও পোক্ত হল ভারতের অবস্থান।

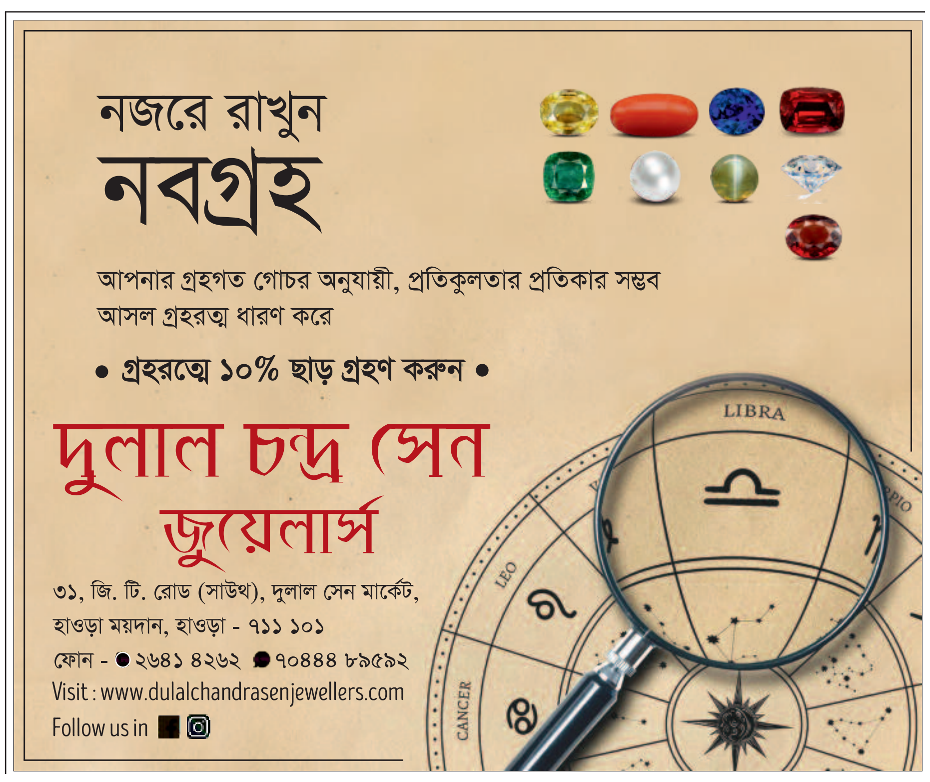

কালীগঞ্জকে সামশেরগঞ্জ-ধুলিয়ান বানানোর চেষ্টা, তৃণমূলকে কটাক্ষ বিরোধী দলনেতার

নিজস্ব প্রতিবেদন: ২০২৬ সালের ভোটের প্রস্তুতির আগেই উপনির্বাচনের নির্ঘণ্ট প্রকাশ। আগামী ১৯ জুন পশ্চিমবঙ্গ-সহ মোট পাঁচ রাজ্যে উপনির্বাচন। রাজ্যে একমাত্র আসন নদিয়ার কালীগঞ্জ, যেখানে ফেব্রুয়ারিতে প্রয়াত হন তৃণমূল বিধায়ক নাসিরুদ্দিন আহমেদ। সেই শূন্য আসনে উপনির্বাচনের প্রাক্কালে উত্তপ্ত রাজনৈতিক বাতাবরণ। এই পরিস্থিতিতে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী কার্যত নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্তেই প্রশ্ন তুলেছেন। তাঁর বক্তব্য, 'আর আট মাস পরেই তো বিধানসভা ভোটের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ হবে। তখনই নির্বাচন করালে সময় ও অর্থ দুটোই বাঁচত।' যদিও পাশাপাশি তিনি স্পষ্ট করে দিয়েছেন, 'রাজ্যে উপনির্বাচন কীভাবে হয়, তা রাজ্যের মানুষ জানেন।' কালীগঞ্জের ভোটব্যাঙ্ক নিয়েও মুখ খুলেছেন তিনি। শুভেন্দুর দাবি, 'ওই কেন্দ্রে ৫৬ শতাংশ মুসলিম ভোটার। তাঁরা জানেন কোথায় ভোট দিলে সামশেরগঞ্জ-ধুলিয়ান বানাতে পারবেন। আমরা সনাতনী ভোটারদের একত্র করার চেষ্টা করব।' তবে রাজনৈতিক মহলের একাংশের মতে, এই মন্তব্যে পরোক্ষে সাম্প্রদায়িক মেরুকরণের ইঙ্গিত দিয়েছেন শুভেন্দু। যদিও তাঁর দাবি, 'এই উপনির্বাচন নিয়ে তেমন কোনও আগ্রহ নেই।' গুজরাট, কেরল ও পঞ্জাবের একাধিক কেন্দ্রে একই দিনে উপনির্বাচন হলেও, রাজনৈতিক ফোকাস আপাতত কালীগঞ্জেই। তিন মাস ধরে চলা আলোচনার অবসান ঘটিয়ে এবার জোরকদমে প্রচার শুরু করতে চলেছে দলগুলি। বিশেষজ্ঞদের মতে, এই উপনির্বাচন ২০২৬-এর মহারণের মহড়াও হয়ে উঠতে পারে।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

আমমোক্তারনামা

আমি অজনবি সেখ, পিতা মাইনুল ইসলাম সাং রামবাগ পূর্ব, পো: ও থানা ভগবানগোলা, জেলা মুর্শিদাবাদ এর পক্ষে নিম্ন তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি গত ইং ০৭.১২.২৩ তারিখে ভগবানগোলা এ.ডি.এস.আর অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ২২০৮৮ নং আমমোক্তারনামা নাসিমা বিবি স্বামী জামিরুদ্দিন সরকার, সাং রামবাগ পূর্ব, পো: ও থানা ভগবানগোলা, জেলা মুর্শিদাবাদ মহাশয়াকে আমমোক্তার নিযুক্ত করেন। উক্ত বর্ণিত সম্পত্তি ইং ২১.০৮.২০২৪ তারিখে ১৬৬৬৪/২৪ বিক্রয় কবলা দলিল মূলে রাকেশ সরকার, পিতা মারহুম আফরোজ সরকার সাং রামবাগ পূর্ব, পো: ও থানা ভগবানগোলা, জেলা মুর্শিদাবাদ মহাশয় ক্রয় করেন। ভবিষ্যতে উক্ত দলিল গ্রহীতা জমিটির নাম পত্তন করিবেন। উক্ত বিষয়ে কাহারো কোন আপত্তি থাকলে আগামী ১৫ দিনের মধ্যে ভগবানগোলা-১ B.L & L.R.O অফিসে যোগাযোগ করুন। তপসিল সম্পত্তির পরিচয়:- জেলা মুর্শিদাবাদ, মৌজা ৩৩ নং পূর্ব কাশীপুর, সাবেক খতিয়ান নম্বর ৮২, ১৩৬, হাল খতিয়ান নং ৮৮৮, সাবেক ও হাল দাগ নং ৩২, রকম বাগান বর্তমান ভিটি যোগ্য, পরিমাণ ৪৭ শতক মধ্যে ২.৭০০ শতক

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার,
সর্বাণী চ্যাটার্জি,
ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১,
ফোন- ৯৪৩৩১৬৮৯১৮

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ২৬শে মে। ১১ই জ্যৈষ্ঠ। সোম বার। সকাল ১১/৯ মিঃ থেকে অমাবস্যা। শ্রী শ্রী মহাকালী যোড়শী ফল হারিনি পুজো।। জন্মে মেষ রাশি। অষ্টোত্তরী শুক্র , বিংশোত্তরী ও শুক্র র মহাদশা মৃতে দোষ নেই।

মেষ রাশি : অতীতের কোন বন্ধু বা বান্ধবী দ্বারা উপকৃত হবেন। দেবদেবীর ঐশ্বরিক কৃপা পাওয়া যাবে। ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধি। যারা সেলস পারসন, তাদের নতুন যোগাযোগ বৃদ্ধি। স্কুল কলেজে শিক্ষকতা করেন যারা, তাদের শুভ যোগ। জমি বাড়ি বাস্তুতে শুভ। গৃহ মন্দিরে সাতটি প্রদীপ জ্বালুন, এক মনে দেবাদিদেব মহাদেবের ছবি কল্পনা করুন, নিশ্চয়ই শুভ হবে।

বৃষ রাশি : একরাশ দুশ্চিন্তা থাকবে। যে বান্ধব আজ আপনার পাশে দাঁড়াবে বলেছিলেন, তিনি সহযোগিতা করবেন না। সকালে পরিবারে বাজার করা। দোকান করা। এইসব নিয়ে ছোট ছোট বিতর্ক বড় তর্কের আকার ধারণ করবে। প্রেমে অশান্তিদায়ক অবস্থান। ছাত্র-ছাত্রীদের অশুভদায়ক। সতর্ক থাকা শুভ। বাড়ির গৃহ মন্দিরে সাতটি প্রদীপ জ্বেলে, ভগবান শিবের ধ্যান করুন নিশ্চয়ই ভালো হবে।

মিথুন রাশি : দুপুর বারোটা পর্যন্ত শুভ। তারপরে বিবাদ বিতর্কের সম্ভাবনা প্রবল। প্রেমের বিষয়ে কোনো গুপ্ত কথা প্রকাশ্যে আসতে পারে। যা নিয়ে পরে, কলহ বিবাদ বৃদ্ধি হবে। সেল্স রিপ্রেসেন্টেটিভ যারা, তাদের যোগাযোগে বাধা। রেল বা পোস্ট অফিস সংক্রান্ত বিভাগে যারা চাকরি করেন, তাদের বিতর্ক। বিদ্যার্থীদের দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি। সতর্ক থাকা ভালো। গৃহ মন্দিরে কপূর আরতি করুন মা কালীর ছবিতে। শুভ হবে।

কর্কট রাশি : পরিবারে আনন্দ বৃদ্ধি। মন্দিরে দান প্রদানে শুভ। পুরাতন বান্ধব বাড়িতে আসার সম্ভাবনা। আপনার কোন নিমন্ত্রণে যাওয়ার কথা। দোকান বাণিজ্য যারা করেন তাদের অর্থপ্রাপ্তি। ম্যানুফ্যাকচারিং বাণিজ্য যারা করেন, তাদের নতুন যোগাযোগ। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। প্রেমে ও শুভ। বাড়ির গৃহ মন্দিরে, সাতটি প্রদীপ জ্বালুন, আগামী তে ভোগ দান করুন সর্ব বিপদ নাশ হবে। আজ, ১১ টি প্রদীপ জ্বালুন গৃহ মন্দিরে।

সিংহ রাশি : বহুদিনের কোনো ভাবনা, আজ শুভ হয়ে ব্যবসা বৃদ্ধির সহায়তা করবে। পরিচিত যে জন আপনাকে ব্যবসায় সহযোগিতা করবে বলেছিলেন, তিনি আজ আসছেন। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। ভ্রমণে আনন্দবৃদ্ধি। গৃহ মন্দিরে প্রদীপ জ্বালুন। কোপূর দিয়ে আরতী করুন মহাকালীর শক্তিকে পুজো করুন শুভ হবে। আগামী অমাবস্যা তে আপনার পছন্দের একটি ভোগ, গৃহ মন্দিরে নিবেদন করুন। শুভ হবে।

কন্যা রাশি : পরিবারে বিবাদ বিতর্ক তৈরি হবে। ভুল বোঝাবুঝির দ্বারা নিজ সম্মান খুন্ন হবে। নারীর বুদ্ধির দ্বারা, অর্থ ক্ষতির সম্ভাবনা প্রবল। আজ গৃহতে প্রদীপ জালুন কপূর জালুন, নিশ্চিত শুভ হবে। ব্যবসা বৃদ্ধির যে সম্ভাবনা ছিল তা একটু বাধা পড়বে। যারা লেখালেখি করেন, তাদের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষর অশুভ নজর থাকবে।

তুলা রাশি : পরিবারের শান্তির বার্তা। প্রেমে অতীব শুভ। বিবাহের বিষয়ের কথা পাকা হতে পারে। কর্মে নতুন উদ্যোগ ব্যবসা-বাণিজ্য অর্থপ্রাপ্তির সম্ভাবনা প্রবল। যে প্রতিবেশীকে কাজের দায়িত্ব দিয়েছিলেন তিনি পালন করার জন্য, সৌভাগ্যবৃদ্ধি হবে। বান্ধব যোগ শুভ।। আপনার পছন্দের ভোগ দিয়ে মহাকালীর সামনে নিবেদন করুন শুভ হবে।

বৃশ্চিক রাশি : পরিবারে শান্তির বাতাবরণ থাকবে। প্রেমিক যুগল সফলতা পাবেন, তবে অতি ব্যয় থেকে সতর্ক থাকা ভালো। যারা উচ্চবিদ্যা যোগে পড়াশোনা করেন, তাদের মানসিক চাপ বৃদ্ধি হবে।কর্মের অনুসন্ধান যারা করছেন তারা আগামী প্রতি অমাবস্যা তে যোগে কালিকা পুজো মায়ের চরণে ভোগ নিবেদন করুন।

ধনু রাশি : প্রতিবেশীর দ্বারা আনন্দবৃদ্ধি। স্বজন বান্ধব দারা ছোট ভ্রমণের সম্ভাবনা। ব্যবসা-বাণিজ্যে শুভ বিশেষত যারা টেকনিক্যাল এবং মেকানিক্যাল কাজ করেন, তাদের জন্য অতীব শুভ। আজ বাণিজ্যে অর্থ লগ্নি করতে পারেন। বাণিজ্য প্রসারে বিজ্ঞাপন বাবদ বা বিশেষ কোন খাতে লগ্নি করতে পারেন। বান্ধবী দ্বারা উপকৃত হবেন। সমাজের সম্মান বৃদ্ধি যোগ। তবে ব্যয় বেশি হবে। প্রতি অমাবস্যা তে মহাকালির সামনে ভোগ নিবেদন করুন পঞ্চ প্রদীপ দিয়ে আরতি করুন শুভ হবে।

মকর রাশি : আজ গ্রহ সংস্থান যা আছে তাতে ছোট ঘটনা কে, কেন্দ্র করে বিবাদ বিতর্ক তৈরি হবে। নিজেকে সংশোধন করলে শুভ হবে। ধৈর্য রাখা, মাথা ঠান্ডা রাখা, অন্যের কথা বেশি শোনা, তাহলে শান্তির বাতাবরণ। প্রতি অমাবস্যা তিথি তে মহাকালী র সামনে ভোগ নিবেদন করুন, মহাকালী দেবী আশীর্বাদ প্রাপ্ত করবেন।

কুম্ভ রাশি : সতর্ক থাকা ভালো। পরিবারে অশান্তির কালো মেঘ। স্বামী-স্ত্রীর দ্বন্দ্ব ভুল বোঝাবুঝি। বিতর্ক তৈরি হবে। দেবী মহাকালীর পুজো, গোটা নারিকেল দান। পঞ্চ প্রদীপ আরতী করুন। কপূর আরতি করুন। মহাদেবের সামনে। ছাত্র-ছাত্রীদের সতর্ক থাকতে হবে যে কোন সময় মনে নৈরাশ্য হতাশা হওয়ার পূর্ণ সম্ভাবনা।

মীন রাশি : আজ পুরাতন বান্ধব ও বান্ধবীর দ্বারা শুভ উপদেশ পাবেন, যা ব্যবসা-বাণিজ্যের কাজে লাগবে। বাণিজ্য অর্থপ্রাপ্তির সম্ভাবনা পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। এই তিথিতে গোটা ফল দান করুন। শুভ হবে প্রেমিক যুগল বিবাহের কথা পাকা করতে পারেন। ছোট ভ্রমণ হওয়ার সম্ভাবনা এবং সন্তানের বিষয়ে যে জটিলতা ছিল তা মিটে যাওয়ার সম্ভাবনা।

**(আজ শ্রীশ্রী মা যোড়শী ফল হারিনি কালিকা পুজো।
বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের শুভ ভুমিষ্ঠ দিবস)**

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

স্যামসাং আনল 'সলভ ফর টুমরো-২৫' প্রতিযোগিতা

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভারতের বৃহত্তম ইলেকট্রনিক্স ব্র্যান্ড স্যামসাং 'সলভ ফর টুমরো' ইনিশিয়েটিভের চতুর্থ সংস্করণ সামনে এনেছে। এর মাধ্যমে এক দেশব্যাপী প্রতিযোগিতার দ্বারা শিক্ষার্থীদের অনুপ্রাণিত করে লেভারেজিং টেকনোলজির মাধ্যমে সমাজের নানা গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার সমাধান খোঁজার চেষ্টা করা হবে। স্যামসাং 'সলভ ফর টুমরো ২০২৫' নিজেদের প্রকল্পগুলিতে শীর্ষ চার বিজয়ী দলকে ১ কোটি টাকা প্রদান করবে। এর পাশাপাশি থাকবে হ্যান্ডস-অন প্রোটো-টাইপিং, বিনিয়োগকারীদের সংযোগ এবং স্যামসাং লিডার ও আইআইটি দিল্লির মতো বিশেষজ্ঞদের থেকে সুপরামর্শ। ছয় মাস বিস্তৃত এই প্রোগ্রামে ১৪-২২ বছর বয়সী শিক্ষার্থীরা ব্যক্তি বা দল হিসাবে আবেদন করতে পারবেন। এই বছর অংশগ্রহণকারীদের জন্য চারটি মূল থিম থাকবে। সেগুলি হল একটি নিরাপদ, স্মার্ট এবং অন্তর্ভুক্ত ভারতের জন্য এআই, ভারতে স্বাস্থ্য, স্বাস্থ্যবিধি এবং সুস্থতার ভবিষ্যৎ খেলাধুলার মাধ্যমে সামাজিক পরিবর্তন এবং শিক্ষা ও ভালো ভবিষ্যতের জন্য প্রযুক্তি এবং প্রযুক্তির মাধ্যমে পরিবেশগত স্থায়িত্ব অর্জন।

মঙ্গলা হাটে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড

নিজস্ব প্রতিবেদন: রবিবার সকালে হাওড়া থানার পাশে অবস্থিত মঙ্গলা হাটের একটি বহুতলে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড ঘটে। 'মডার্ন হাট' নামে ওই তিনতলা ভবনের উপরের তলায় হঠাৎ করে আগুন লেগে যায়। হাটে থাকা ব্যবসায়ীরা প্রথমে ঘন ধোঁয়া দেখতে পান এবং সঙ্গে সঙ্গে খবর দেন হাওড়া থানায়। পরে দমকলের পাঁচটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। এলাকাটি অত্যন্ত ঘনবসতিপূর্ণ এবং হাট চত্বরজুড়ে প্রায় ২০০-রও বেশি ছোট দোকান ও গোডাউন রয়েছে। ফলে মুহূর্তের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে স্থানীয় বাসিন্দা ও ব্যবসায়ীদের মধ্যে। প্রাথমিকভাবে দমকল সূত্রে জানা গিয়েছে, শর্ট সার্কিট থেকেই আগুন লাগার সম্ভাবনা প্রবল। যদিও সঠিক কারণ জানতে ঘটনাস্থলে তদন্ত শুরু করেছেন দমকল আধিকারিকেরা। প্রায় দেড় ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রণে আসে। এই অগ্নিকাণ্ডে কেউ হতাহত না হলেও, কয়েকটি দোকানে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কা করা হচ্ছে। নিরাপত্তার স্বার্থে গোটা এলাকায় বাড়ানো হয়েছে নজরদারি।

ঘুষ নিতে গিয়ে হাতেনাতে ধৃত মুর্শিদাবাদ মেডিক্যালের ডাক্তার

প্রথম পাতার পর

ও কিছু কাগজপত্র নিয়ে যায় সিবিআই দল। শনিবার রাতে বর্ধমান থানার পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করে এই অভিযান চালায় সিবিআই। রাতভর চলে অভিযান।

সূত্র মারফত জানা গিয়েছে, কিডনি পাচারের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন ওই চিকিৎসক। সম্প্রতি অশোকনগরের একটি কিডনি পাচার চক্রের গ্রেপ্তারের পরেই তদন্তে নেমে এই চিকিৎসকের নাম উঠে আসে। ওই চিকিৎসকের বিরুদ্ধে ঘুষ নেওয়ারও অভিযোগ উঠেছে। বর্তমানে তিনি মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজের চিকিৎসক। তাঁর বিরুদ্ধে কর্নাটকের মেডিক্যাল কলেজকে সুবিধা পাইয়ে দেওয়ার অভিযোগও রয়েছে। ন্যাশনাল মেডিক্যাল কমিশনের মূল্যায়নকারী হিসেবে তিনি নিযুক্ত ছিলেন। একই সঙ্গে রাজ্যের মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজের তিনি অ্যানাটমিক বিভাগের এইচওডি পদে নিযুক্ত রয়েছেন।

ওই চিকিৎসকের বাড়িতে সিবিআই তল্লাশি চলাকালীন রবিবার সকালে সূর্যের আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গেই এলাকার মানুষ তাঁর বাড়ির সামনে ভিড় জমান। তাঁর এই গ্রেপ্তারের ফলে হতবাক এলাকার বাসিন্দারা। প্রতিবেশীরা জানিয়েছেন, রবিবার রাতেই বেশ কিছু গাড়ি তাঁর বাড়ির সামনে দাঁড়ায়। তারপর তাঁর বাড়িতে অনেককেই প্রবেশ করতে দেখা যায়। তবে তাঁদের আর রাতে বের হতে দেখা যায়নি। সকাল হতেই তাঁরা সকলেই জানতে পারেন, যাঁরা ওই চিকিৎসকের বাড়িতে ঢুকেছেন, তাঁরা সিবিআই দপ্তরের আধিকারিক। এরপরেই যত বেলা বাড়ে ততই এই অভিযানের বিষয়ে জানতে পারেন এলাকার মানুষ।

কাকদ্বীপের ডিএম ও এসডিওর বিরুদ্ধে সিবিআই তদন্তের দাবি শুভেন্দুর

নিজস্ব প্রতিবেদন: 'বাংলাদেশি, রোহিঙ্গাদের ভোটার তালিকায় রাখা হচ্ছে, হিন্দুদের নাম কাটা হচ্ছে', বস্ফোরক অভিযোগ বিরোধী দলনেতার। নন্দীগ্রামে প্রধানমন্ত্রীর 'মন কি বাত' সম্প্রচার অনুষ্ঠান থেকেই ফের রাজ্য সরকারকে নিশানা করলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। রবিবার দুপুরে সেখানে দাঁড়িয়ে ভুয়ো ভোটার ও ভোটার তালিকা থেকে হিন্দুদের নাম বাদ যাওয়ার অভিযোগ তুলে সরাসরি মুখ্যমন্ত্রীর প্রশাসনের দিকে আঙুল তোলেন তিনি। এই ভুয়ো ভোটার কাণ্ডে রাজ্য সরকারের এসডিও, ডিএমরা যুক্ত। তিনি কাকদ্বীপের প্রসঙ্গ টেনে এনে বলেন, 'বিশেষ করে আমরা কাকদ্বীপে যে ডকুমেন্ট দিয়েছিলাম, কাকদ্বীপের এসডিও মধুসূদন মণ্ডল এবং ২৪ পরগনার ডিএম সুমিত গুপ্তর বিরুদ্ধে, এরা যুক্ত। ওই কেসে সিবিআই তদন্তের দাবি জানাচ্ছি।' এরপর আরও বিস্ফোরক দাবি করেন শুভেন্দু। বলেন, 'আপনি যদি ১০ হাজার টাকা দেন, তারা ভোটার লিস্টে নাম তুলছে। তারা বাংলাদেশের বিশেষ সম্প্রদায়ের জন্য একটা নাম তুলছে, হিন্দু ভোটারের নাম কেটে দিচ্ছে। সব পরিযায়ী হিন্দু শ্রমিকদের বিরুদ্ধে ৩৫ হাজার কমপ্লেন ছিল। তাদের মধ্যে ২৮ হাজার হিন্দু বলেছেন, তাঁরা পশ্চিমবঙ্গে ভোট দেবে। তাঁদের নাম বাদ দেওয়া হয় নি। নির্বাচন কমিশন বাকি ৭ হাজার হিন্দুর নাম কাটার ব্যবস্থা করেছে।' তিনি আরও বলেন, 'আপনি বলছেন অবৈধ ইপিক কার্ড আর আধার কার্ড। সবই রোহিঙ্গা মুসলমানদের দিয়ে ভর্তি করা হয়েছে। হিন্দুদের নাম ওরা তোলে না। হিন্দুদের নাম কাটা হচ্ছে, আর রোহিঙ্গাদের নাম রাখার ব্যবস্থা করা হচ্ছে।' এরপরে শুভেন্দু জানান, 'আমরা বহুদিন ধরে এই বিষয়গুলো নিয়ে বলছি। নন্দীগ্রামে ৭-৮টা কমপ্লেন ছিল। ওরা বলেছে আমরা নন্দীগ্রামে এসে ভোট দেব। ৪টি নাম কেটে দিয়েছে।' সবশেষে বিরোধী দলনেতা জানান, 'সরকারকে চাকরি প্রার্থীরা গতকাল ডেডলাইন দিয়েছে। এখনও কোনো উত্তর আসেনি। আপনাদের জানাই, গতকাল অর্থ দপ্তরের ফিন্যান্স সেক্রেটারি প্রভাত মিশ্র রাজ্যের সব ট্রেজারিতে নির্দেশিকা দিয়েছেন, কোনও বিল যেন ফিন্যান্স দপ্তরকে না জানিয়ে পাশ না করানো হয়। আগে ট্রেজারি ৫০ লক্ষ টাকা অবধি বিল ছাড়তে পারতো, এখন তা দশ লক্ষ করা হয়েছে। এই সরকারের লালবাতি জ্বলে গেছে।'

মহামিলন মঠে শ্রী রাম নাম লিখন মিউজিয়ামের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন

নিজস্ব প্রতিবেদন: ২৫০ কোটি শ্রী রাম নাম লিখনের উপর ভারতবর্ষের প্রথম মিউজিয়ামের ভিত্তিপ্রস্তর হল মহামিলন মঠে। অনন্তশ্রী ভগবান সীতারাম দাস ওঙ্কারনাথ দেব সনাতন ধর্মের অন্যতম স্তম্ভ স্বরূপ। প্রত্যেক শিষ্যকে দীক্ষা দানের পর গুরু প্রণামী হিসাবে নিতেন ৪ লক্ষ শ্রী রাম লেখার প্রতিশ্রুতি। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সেটি লিখে সারা পৃথিবীর কোটি কোটি সীতারাম ভক্ত পাঠান মহামিলন মঠে। আজও সেই পরম্পরা একই ভাবে পালিত হচ্ছে তাঁর উত্তর সাধক কিংকর বিঠ্ঠল রামানুজ মহারাজের মাধ্যমে। শ্রী ভগবান ওঙ্কারনাথ দেব প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন মন্দিরে সযত্নে রক্ষিত হয় ১২৫ কোটি শ্রী রাম খাতা। এবার মহামিলন মঠ উদ্যোগ নিয়েছেন সেই খাতা নিয়ে একটি মিউজিয়াম তৈরীর। একইসঙ্গে সেখানে ভারতের বৈদিক সাহিত্য ও গবেষণালয় তৈরির। সম্প্রতি মহামিলন মঠে ভিত্তিপ্রস্তর হল এই মিউজিয়ামের। উদ্বোধন করেন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রী উজ্জ্বল বিশ্বাস। ওঙ্কারনাথ মিশনের পক্ষ থেকে জানানো হয়, ইন্ডিয়ান মিউজিয়ামে থাকবে নানা দুষ্প্রাপ্য সংগ্রহের সঙ্গে গান্ধার থেকে চোল সাম্রাজ্যের অপূর্ব শিল্প কীর্তির রেপ্লিকা।

স্বাস্থ্য সেবায় ব্রতী বাগুইহাটির গুডেস হাসপাতাল

নিজস্ব প্রতিবেদন: মনের জোর আর সাহসকে সঙ্গী করে সমস্ত প্রতিকূলতাকে জয় করে অনেকের কাছেই দৃষ্টান্ত হয়ে উঠেছেন বাগুইহাটি গুডেস হাসপাতালের কর্ণধার সোমা চক্রবর্তী। এক যুগের বেশি সময় আগে হওয়া এক দুর্ঘটনা সোমার জীবনকে আমূল বদলে দিয়েছে। সমাজের জন্য ভালো কিছু করার এক অদম্য ইচ্ছা বরাবর ছিল তাঁর। একাধিক নামী সংস্থায় উচ্চ পদে কাজ করার পর সোমা নিজের দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়েই আজ স্বাস্থ্যসেবা ক্ষেত্রে একজন অগ্রণী ব্যক্তিত্ব হয়ে উঠেছেন। ২০২১ সালের মধ্যে সোমা এই গুডেস হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করেন। কোভিড-১৯ অতিমারীর মধ্যেও তিনি অভাবীদের জন্য জরুরি সেবা প্রদান করে হাসপাতালের দরজা খুলে দিয়েছিলেন। তিন বছরেরও কম সময়ের মধ্যে সোমা গুডেস হাসপাতালকে আধুনিক আইসিইউ, মডুলার ওটি, ডায়লিসিস ইউনিট এবং অত্যন্ত দক্ষ পেশাদারদের একটি দল দিয়ে সজ্জিত ৫৪ শয্যা বিশিষ্ট মাল্টি-স্পেশ্যালিটি সুবিধায় রূপান্তরিত করেছেন। তাঁর হাসপাতাল মূলত সাশ্রয়ী মূল্যের স্বাস্থ্যসেবার গুরুত্বপূর্ণ চাহিদা পূরণ করছে। বহু মানুষকে সুস্থ জীবনে ফিরিয়ে আনার সেবার কাজে অটল সংকল্প নিয়ে এগিয়ে চলেছেন সোমা চক্রবর্তী।

কাঁচা আম আর নারকেলেই বাজিমাত, শিব শঙ্করের চপের জাদুতে মাতোয়ারা শিবপুর

রাজীব মুখোপাধ্যায় ● হাওড়া

কাঁচা আম আর নারকেল দিয়ে তৈরি অভিনব চপ। ১৬ রকম নিরামিষ আইটেম। তেল ছেঁকে ঝুড়িতে উঠতে না উঠতেই সব নিমেষে শেষ। কড়া আঁচে ভাজা কাঁচা আমের সুগন্ধে সন্ধ্যা হলেই ভিড় জমে শিবপুরের বাগেরডাঙার এক প্রাচীন তেলে-ভাজার দোকানে। চপ, বেগুনী, সিঙ্গারার ফাঁকে এক অভিনব সংযোজন 'আমের চপ'!

হ্যাঁ, ঠিকই শুনছেন। কাঁচা আম দিয়ে তৈরি নিরামিষ চপ। যা একদিকে যেমন স্বাদের অভিনবত্বে চমকে দিচ্ছে, তেমনই ধর্মভাবনার নিঃশব্দ অথচ দৃঢ় এক প্রকাশও হয়ে উঠেছে। এই অভিনব আমের চপ বানিয়ে আজ এলাকায় 'স্টার' হয়ে উঠেছেন শিব শঙ্কর জানা। হাওড়ার শিবপুরের বাগেরডাঙার প্রাচীন পাড়ায় ছোট্ট এই তেলেভাজার দোকানের বয়স চল্লিশ বছরেরও বেশি। এক সময়ে এই দোকান চালাতেন শিব শঙ্কর বাবুর বাবা। তখন ছিল সাধারণ সমস্ত তেলেভাজা। সেই ঐতিহ্যকেই ভিন্ন স্বাদের ছোঁয়ায় নতুন রূপ দিয়েছেন শিব শঙ্কর। নিজে দোকান চালাচ্ছেন ২০ বছরেরও বেশি সময় ধরে। জানালেন, 'একইরকম তেলেভাজা আর কত! ভাবলাম, কিছু আলাদা করি। তখনই মাথায় এল কাঁচা আম আর নারকেলের চপের ভাবনা।' ভাবনা যে ভুল ছিল না, তা আজ প্রমাণিত। সন্ধ্যা নামতেই দোকানে ভিড় উপচে পড়ে। খদ্দেরেরা বলেন, 'সারা বছর আম পাওয়া না গেলেও, শিব শঙ্কর বাবুর দোকানে কাঁচা আমের চপ মেলে, অসাধারণ স্বাদ! সঙ্গে নারকেলের চপও চমৎকার।' সবচেয়ে বড় কথা, এই দোকানের প্রতিটি পদই নিরামিষ। পেঁয়াজ-রসুন ছাড়াই ১৬ রকমের চপ তৈরি করেন শিব শঙ্কর। তাঁর ভাষায়, 'আমার বাড়ির সবাই নিরামিষাশি। তেলেভাজার মধ্যেও ভক্তিভাব রাখা যায়। আমি কৃষ্ণ ও কালীভক্ত, তাই দোকান খোলার আগে পূজা করি। কখনও নাম সংকীর্তনে যেতে হয়, পালা গানের অনুষ্ঠানেও ডাক পড়ে। তখন দোকান বন্ধ রাখতে হয়।' ভক্তির ছোঁয়া শুধু কথায় নয়, তাঁর পোশাকেও স্পষ্ট। কপালে তিলক, গায়ে ধুতি-পাঞ্জাবি পরে দোকান সামলান তিনি। খাবারে যেমন অভিনবত্ব, মানুষের প্রতি ব্যবহারেও রয়েছে আন্তরিকতা। প্রতিদিন বিকেল হলেই দোকানে শুরু হয় 'ভক্তি ও স্বাদের মেলবন্ধন'। শিব শঙ্কর বাবুর দোকানই আজ তাঁর পরিবারের একমাত্র ভরসা। চাহিদা থাকা সত্ত্বেও তিনি বলেন, 'আমি খুব বেশি বানাই না। মন ভরে না, ভগবানের নামেই বেশি মন টানে।' শুধু আমের চপ নয়, তাঁর তৈরি ১৬ রকমের নিরামিষ তেলেভাজা এলাকার মানুষের সন্ধ্যার নিত্যসঙ্গী। তার মধ্যে বিশেষ জনপ্রিয় কাঁচা আম ও নারকেলের চপ। খদ্দেরদের কথায়, 'দোকান বন্ধ থাকলে মিস করি। এমন স্বাদ আর কোথাও মেলে না।' বাগেরডাঙার গলি থেকে উৎসারিত এই নিরামিষ স্বাদের অভিনব প্রয়াস যেন এক ছুতোয় বাঙালির খাদ্যাভ্যাস, ধর্মবিশ্বাস ও শিকড়ের টানকে বাঁধা দিয়েছে। আমের চপ হোক বা নারকেলের চপ, শিব শঙ্কর বাবুর দোকান যেন সন্ধ্যার ভক্তিময় এক স্বাদযাত্রা।

শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্সের অক্ষয় তৃতীয়ার বিজয়ীদের নাম ঘোষণা

নিজস্ব প্রতিবেদন: সম্প্রতি শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্সের ত্রিপুরা এবং কলকাতা শাখার শোরুমে উদযাপিত হয়েছিল 'শুভ অক্ষয় তৃতীয়া উৎসব'। এই বিশেষ অফারে গ্রাহকরা প্রত্যেক কেনাকাটার সঙ্গে যে কুপন পেয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে থেকেই ২৫ মে কলকাতায় লাকি ড্র-এর মাধ্যমে মেগা ড্র-এর বিজয়ীদের বেছে নেওয়া হয়। সেই উপলক্ষে বিশিষ্ট ক্রিকেটার সম্বরণ বন্দ্যোপাধ্যায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। উপস্থিত ছিলেন সংস্থার ডিরেক্টর অর্পিতা ও রূপক সাহা। এদিন তারাই গ্রাহকদের জন্য মেগা লাকি ড্র-এর পুরস্কার ৩টি স্কুটি-র লাকি ড্র কুপনগুলি বেছে নেন। ৩ জন ভাগ্যবান বিজয়ী গ্রাহকদের হাতে তাঁদের পুরস্কারগুলি আগামী দিনে এক বিশেষ উপস্থাপনার মাধ্যমে তুলে দেওয়া হবে। এই অনুষ্ঠানে এসে সম্বরণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'এখানে এসে শুভ অক্ষয় তৃতীয়া উৎসব-এর লাকি ড্র কুপন বাছাই করে আর ভাগ্যবান গ্রাহকদের নাম ঘোষণা করতে পেরে সত্যিই খুব খুশি হয়েছি।' সঙ্গে তিনি বিজয়ীদের শুভেচ্ছা আর অভিনন্দন জানান। একই সঙ্গে শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স-কেও এতো সুন্দর এক আয়োজন করার জন্য আন্তরিক শুভেচ্ছা জানান। শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স এর ডিরেক্টর রূপক সাহা বলেন, 'শুভ অক্ষয় তৃতীয়া উৎসব অসামান্য সাফল্য পেয়েছে। আমাদের সকল প্রিয় গ্রাহকদের ও রাজ্যবাসীকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই আমাদের এই আয়োজনে পাশে থাকার জন্য।' সংস্থার আরেক ডিরেক্টর অর্পিতা সাহা বলেন, 'এবছর অক্ষয় তৃতীয়ায় হিরে ও সোনার নতুন নতুন কালেকশনে আমাদের প্রত্যেক শোরুম সেজে উঠেছিল। আর গ্রাহক বন্ধুরা পাশে থাকাতে সেই সাজ আরও উজ্জল হয়ে উঠেছিল'। শুভেচ্ছা বিনিময় ও সকলকে অভিনন্দন জানানোর মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠান শেষ হয়।

পুলিশকে নিশানা শুভেন্দু-অর্জুনের

প্রথম পাতার পর

পরাক্রমকে সম্মান জানিয়ে গোটা দেশ জুড়ে তিরঙ্গা যাত্রার ডাক দেওয়া হয়েছে। দেশের সেনাবাহিনীর পাশে থাকার জন্য বাংলায় প্রতিটি বিধানসভায়, এমনকী, মণ্ডল স্তরে তিরঙ্গা যাত্রা করা হচ্ছে।' মুর্শিদাবাদের দৌলতাবাদে সমবায় সমিতির নির্বাচনে পুলিশ আক্রান্ত হওয়ার ঘটনা নিয়ে তিনি বলেন, 'বাংলায় পুলিশের মেরুদণ্ড পুরো ভেঙে গিয়েছে। এই জন্য ওরা মার খাচ্ছে।' বর্ণাঢ্য 'তিরঙ্গা যাত্রা'য় এদিন হাজির ছিলেন ভাটপাড়ার বিধায়ক পবনকুমার সিং, প্রাক্তন বিধায়ক তাপস রায়, ব্যারাকপুর জেলার সভাপতি মনোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিশিষ্ট আইনজীবী কৌস্তুভ বাগচী, বিজেপি নেতা প্রিয়াঙ্গু পাণ্ডে, প্রাক্তন কাউন্সিলর নির্মল দাস ও সোহনপ্রসাদ চৌধুরী, সুদীপ্ত দাস প্রমুখ।

কালীপূজার মুখে শিকার রুখতে সক্রিয় 'ফিউচার ফর নেচার ফাউন্ডেশন': ফলহারিণী কালীপূজা যতই ঘনিয়ে আসছে, ততই সতর্ক হচ্ছেন পরিবেশপ্রেমীরা। প্রতিবছরের মতো এবারও হাওড়া জেলার জলাভূমি ও সংলগ্ন এলাকাগুলিতে বেআইনি শিকার প্রতিরোধে সক্রিয় হয়েছে 'ফিউচার ফর নেচার ফাউন্ডেশন'। এই সময়ে ঐতিহ্য মেনে বহু শিকারি, বিশেষত ভিন রাজ্য ও পার্শ্ববর্তী জেলা থেকে বল্লম, টাঙ্গি, তীর-ধনুক নিয়ে বনের পশু শিকারে নামে।

একদিন

আমার শহর

কলকাতা, ২৬ মে ২০২৫, ১১ জ্যৈষ্ঠ, সোমবার

চাকরির ভবিষ্যৎ সুপ্রিম কোর্টের হাতেই
স্পষ্ট বক্তব্য অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের

নিজস্ব প্রতিবেদন: চাকরিহারাদের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে শুধুমাত্র সুপ্রিম কোর্টের উপর, রবিবার এমনই মন্তব্য করলেন তমলুকের বিজেপি সাংসদ অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। এদিন বেলায় চাকরিহারাদের একটি প্রতিনিধি দল তাঁর বাড়িতে গিয়ে দেখা করেন। দীর্ঘ আলোচনায় সাংসদ জানান, 'রাজ্য সরকারের দুর্নীতির কারণেই যোগ্য প্রার্থীরা চাকরি হারিয়েছেন। এখন সুপ্রিম কোর্ট চাইলে রিভিউ নিতে পারেন, শুনানিও হতে পারে। তবে সরকার কিছুই করবে না।' তিনি আরও বলেন, 'চাকরিহারারা যদি আদালতকে বোঝাতে সক্ষম হন যে তাঁদের চাকরি অন্যায়ভাবে কেড়ে

সংগৃহীত

নেওয়া হয়েছে, তাহলে সুপ্রিম কোর্ট কিছু করতে পারে। কিন্তু রাজ্য সরকার নিজের দোষ ঢাকতে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করছে।'

প্রসঙ্গত, এসএসসি দুর্নীতির জেরে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে রাজ্যে প্রায় ২৬ হাজার শিক্ষক-অশিক্ষক কর্মীর চাকরি বাতিল হয়েছে। নবান্ন জানিয়েছে, আইনি পথে বিষয়টির মীমাংসা হবে। সুপ্রিম কোর্ট ইতিমধ্যেই নির্দেশ দিয়েছে, যোগ্য প্রার্থীরা ডিসেম্বর পর্যন্ত স্কুলে যেতে পারবেন এবং বেতন পাবেন। তবে অযোগ্যরা কাজেও যোগ দিতে পারবেন না, বেতনও মিলবে না। রাজ্য অশিক্ষাকর্মীদের আর্থিক সহায়তার কথাও ঘোষণা করেছে।

'আলোচনার বিষয় উল্লেখ করে চিঠি দিন', চাকরিহারাদের বললেন ব্রাত্য

নিজস্ব প্রতিবেদন: আলোচনায় বসতে চাইলে নির্দিষ্ট করে চিঠি দিন, পরামর্শ শিক্ষামন্ত্রীর। এসএসসি-র মাধ্যমে নিয়োগপ্রাপ্ত চাকরিহারাদের তরফে ফের আলোচনার প্রস্তাব। কিন্তু 'ঠিক ফরম্যাটে' চিঠি না আসায় আপাতত অসন্তুষ্ট শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। রবিবার তিনি জানান, 'একটা চিঠি পেয়েছি ঠিকই। কিন্তু কেন আলোচনায় বসতে চাইছেন, সেটা তাতে লেখা নেই।'

সুপ্রিম কোর্টের রায়ের পর রাজ্য সরকারের রিভিউ পিটিশনের বিষয়বস্তু, নতুন নিয়োগ প্রক্রিয়ার অগ্রগতি এবং রিভিউ খারিজ হলে বিকল্প কী হতে পারে, এই তিনটি প্রশ্নে আলোচনার জন্য গত মঙ্গলবার মুখ্যমন্ত্রী ও শিক্ষামন্ত্রীকে চিঠি দিয়েছিল 'যোগ্য শিক্ষক-শিক্ষিকা অধিকার মঞ্চ'। তবে সেই চিঠিতে

আলোচনার উদ্দেশ্য স্পষ্টভাবে লেখা নেই বলেই দাবি ব্রাত্যের। তিনি বলেন, 'আরও দু-আড়াই হাজার শিক্ষক সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করছেন। কেউ আইনি লড়াইয়ের দিকে তাকিয়ে, কেউ কোনও চিঠিই দেননি। আমি সব পক্ষের প্রতিই সহানুভূতিশীল।' শিক্ষামন্ত্রীর পরামর্শ, 'যদি আলোচনা চান, তাহলে নির্দিষ্ট করে চিঠি দিন। আগামীকাল দপ্তর থেকে যোগাযোগ করা হবে।'

ধর্মতলা বাসস্ট্যান্ড থেকে ১২০ রাউন্ড কার্তুজ-সহ ধৃত যুবক

নিজস্ব প্রতিবেদন: কলকাতার জনবহুল ধর্মতলা বাসস্ট্যান্ডে এসটিএফের অভিযান। শনিবার দুপুরে সন্দেহভাজন এক যুবককে পাকড়াও করে তাঁর ব্যাগে তল্লাশি চালায় বিশেষ টাস্ক ফোর্স। প্লাস্টিকের প্যাকেটের ভিতরে মিলেছে প্রায় ১২০ রাউন্ড কার্তুজ। গ্রেপ্তার করা হয়েছে কেতুগ্রামের বাসিন্দা রামকৃষ্ণ মাঝিকে।

এসটিএফ সূত্রের খবর, আগাম গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে এলাকায় আগে থেকেই মোতায়েন ছিলেন এসটিএফের একাধিক আধিকারিক। আচরণে সন্দেহ হওয়ায় রামকৃষ্ণকে চিহ্নিত করেন তাঁরা। জানা গিয়েছে, একটি বাসে করে ধর্মতলায় এসে নামেন রামকৃষ্ণ। পিঠে ব্যাগ নিয়ে স্ট্যান্ডে ঘোরাঘুরি করছিলেন তিনি। তল্লাশিতে ওই ব্যাগ থেকেই উদ্ধার হয় বিপুল পরিমাণ কার্তুজ। পাশাপাশি তাঁর কাছ থেকে মেচেদাগামী বাসের টিকিটও পাওয়া গিয়েছে। ফলে অনুমান, কার্তুজগুলি কোথাও পৌঁছে দেওয়ার উদ্দেশ্যেই তিনি কলকাতায় এসেছিলেন।

ধৃতকে ময়দান থানায় নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। তদন্তকারীরা খতিয়ে দেখছেন, এই কার্তুজ বহনের পিছনে কোনও বড় ধরনের নাশকতার ছক ছিল কি না। এছাড়াও, রামকৃষ্ণ কোনও আন্তঃরাজ্য অস্ত্র পাচার চক্রের সঙ্গে যুক্ত কি না, তা জানার চেষ্টা চলছে। উল্লেখ্য, কিছুদিন আগেই শিয়ালদা কলেজের কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছিল বিপুল অস্ত্রভাণ্ডার। ফের জনবহুল এলাকা থেকে বিপজ্জনক কার্তুজ উদ্ধারে প্রশ্ন উঠছে মহানগরের নিরাপত্তা ঘিরে।

সংক্রমণ বৃদ্ধি, নতুন করে বঙ্গে করোনায় আক্রান্ত ৪, মোট ১১

নিজস্ব প্রতিবেদন: গত ২৪ ঘণ্টায় ফের উদ্বেগ বাড়াল করোনা সংক্রমণ। রাজ্যে নতুন করে কোভিডে আক্রান্ত হয়েছেন ৪ জন। ফলে মোট আক্রান্তের সংখ্যা গিয়ে দাঁড়িয়েছে ১১-তে। স্বাস্থ্য দপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, আক্রান্তরা বেলেঘাটা আইডি, এনআরএস-সহ একাধিক সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতালের আইসোলেশন ওয়ার্ডে ভর্তি রয়েছেন। তাঁদের প্রত্যেককেই রাখা হয়েছে চিকিৎসকদের কড়া নজরে।

শনিবার পর্যন্ত আক্রান্তের সংখ্যা ছিল ৭। তাঁদের মধ্যে দু'জন দক্ষিণ ২৪ পরগনার মগরাহাট এলাকার। রবিবার আরও ৪ জনের দেহে মিলেছে করোনা ভাইরাসের নতুন ভ্যারিয়েন্ট। আরটিপিসিআর পরীক্ষাতেই ধরা পড়েছে সংক্রমণ। বিশেষজ্ঞদের মত, পরিস্থিতি বিবেচনায় পুরনো কোভিড বিধি আবার চালু হতে পারে। জনবহুল এলাকায় মাস্ক ব্যবহার, বয়স্ক ও শ্বাসকষ্টে আক্রান্তদের জন্য অতিরিক্ত

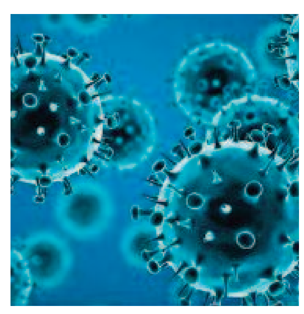

সতর্কতা নেওয়ার পরামর্শ দিচ্ছেন চিকিৎসকরা। যদিও এখনও রাজ্যের পরিস্থিতি অতটা ভয়াবহ নয় বলেই মনে করছে প্রশাসন। তবু সংক্রমণ রুখতে প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে। কেন্দ্রীয়ভাবে দিল্লি ও কেরলে কোভিড বিধি ইতিমধ্যে কার্যকর হয়েছে। বাংলাতেও সচেতনতা বৃদ্ধির বার্তা দিচ্ছেন বিশেষজ্ঞরা। তাঁদের মতে, করোনা এখন আমাদের জীবনে আর পাঁচটা অসুখের মতোই স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে। সতর্কতা ছাড়া আতঙ্কের প্রয়োজন নেই।

ভুয়ো জন্ম শংসাপত্রে পাসপোর্ট তৈরির চেষ্টা, ধৃত বিএড পড়ুয়া

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভুয়ো জন্ম শংসাপত্র দিয়ে পাসপোর্ট তৈরির চেষ্টা করতে গিয়ে পুলিশের জালে ধরা পড়ল এক বিএড পড়ুয়া। ধৃতের নাম বাদল সাহানি, বাড়ি কলকাতার ইকবালপুরে। কলকাতা পুলিশের সিকিউরিটি কন্ট্রোল ইউনিট রবিবার তাঁকে গ্রেপ্তার করেছে।

সূত্রের খবর, বাদল চলতি বছরের ১০ মার্চ পাসপোর্টের জন্য আবেদন করেছিলেন। আবেদনপত্রে জমা দেওয়া জন্ম শংসাপত্রটি ইস্যু হয় দক্ষিণ ২৪ পরগনার গোসাবার পাঠানখালি এলাকা থেকে। নথি খতিয়ে দেখে কর্তৃপক্ষের সন্দেহ হয়। পরে তদন্তে নেমে পুলিশ নিশ্চিত হয়, জন্ম শংসাপত্রটি ভুয়ো। এরপর বাদলকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ডেকে পাঠানো হয়। তার জবাবে একাধিক অসঙ্গতি ধরা পড়ে। এরপরই তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। জানা গিয়েছে, বাদল বিএড কোর্সে ভর্তি হওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। এই অবস্থাতেই সে ভুয়ো নথি দিয়ে পাসপোর্ট পেতে চায়। রবিবার তাকে আদালতে পেশ করা হলে বিচারক ৩ জুন পর্যন্ত পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেন। পুলিশ জানিয়েছে, আগেও একাধিক জাল পাসপোর্ট চক্রের হদিশ মিলেছে। সেই চক্রের কোনও যোগ রয়েছে কি না, বাদলের মাধ্যমে এবার তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

ঘনিষ্ঠ মুহূর্তের ছবি ভাইরালের হুমকি, ধৃত ফটোগ্রাফার প্রেমিক

নিজস্ব প্রতিবেদন: সম্পর্কে পরিণতি আনতে বিয়ের প্রস্তাব দেওয়া মাত্রই ঘনিষ্ঠ মুহূর্তের ছবি স্যোশালে ছড়িয়ে দেওয়ার হুমকি! এমন অভিযোগের ভিত্তিতে দক্ষিণ কলকাতার হালতু এলাকার এক ফটোগ্রাফারকে গ্রেপ্তার করল নরেন্দ্রপুর থানার পুলিশ। জানা গিয়েছে, অভিযুক্ত যুবক বিবাহিত, অথচ সম্পর্ক গোপন করে অভিযোগকারী যুবতীর সঙ্গে আলাদা বাড়ি ভাড়া নিয়ে সহবাস করতেন। প্রেমের সম্পর্কের সূত্রপাত স্যোশাল মিডিয়ায় আলাপ থেকে, পরে তা গাঢ় হয়। অভিযোগ, বিয়ের কথা বলায় ওই যুবতীকে ব্ল্যাকমেল করতে শুরু করেন অভিযুক্ত প্রেমিক। অন্তরঙ্গ মুহূর্তের ছবি ভাইরাল করে দেওয়ার ভয় দেখিয়ে ২ লক্ষ টাকা আদায়ও করেন। এমনকি সেই ছবি প্রাক্তন স্বামীকে পাঠিয়ে দেন বলেও অভিযোগ। এরপরই থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন যুবতী। অভিযুক্তের মোবাইল, ল্যাপটপ, ক্যামেরা বাজেয়াপ্ত করে ফরেন্সিক পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়েছে। বারুইপুর মহকুমা আদালতে তোলা হয়েছে ধৃতকে। তদন্তে নেমেছে পুলিশ। অতিরিক্ত পুলিশ সুপার রূপান্তর সেনগুপ্ত জানিয়েছেন, অভিযোগের ভিত্তিতে দ্রুত পদক্ষেপ করা হয়েছে, তদন্ত চলছে।

কাশ্মীরে প্রতিনিধি দল যায়, মোথাবাড়িতে কেন নয়? মুখ্যমন্ত্রীকে কটাক্ষ অগ্নিমিত্রার

নিজস্ব প্রতিবেদন: কাশ্মীর সফর সেরে রাজ্যে ফিরবেন তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতিনিধিদল। এবার তাঁদের তৈরি করা বিশদ রিপোর্ট মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে তুলে দেওয়া হবে মঙ্গলবার। দলীয় সূত্রে খবর, রাজ্যসভার তৃণমূল নেতা ডেরেক ও'ব্রায়েন এই প্রতিবেদন মুখ্যমন্ত্রীর কাছে জমা দেবেন। ডেরেকের নেতৃত্বে কাশ্মীর সফরে গিয়েছিলেন সাংসদ নাদিমুল হক, মমতাবালা ঠাকুর, সাগরিকা ঘোষ এবং রাজ্যের সেচমন্ত্রী মানস ভুঁইয়া। তিন দিনের সফরে তাঁরা রাজৌরি ও পুঞ্চ জেলার গোলাগুলিতে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাগুলির পরিস্থিতি সরেজমিনে পরিদর্শন করেন। স্থানীয় বাসিন্দা, জখমদের পরিবার, চিকিৎসক ও কাশ্মীরি রাজনৈতিক নেতৃত্বের সঙ্গেও বৈঠক করেন প্রতিনিধি দলের সদস্যরা। তাঁদের এই পদক্ষেপকে আগেই সমর্থন জানিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। শনিবার রাতে সোশ্যাল মিডিয়ায় তিনি লেখেন, 'সংকটের সময় মানুষের পাশে দাঁড়ানোই জন প্রতিনিধিদের ধর্ম। আমাদের প্রতিনিধি দল মানবিক সহানুভূতির এক উজ্জ্বল নিদর্শন তৈরি করেছে।' তৃণমূল সূত্রে জানা গিয়েছে, মুখ্যমন্ত্রীকে দেওয়া ওই রিপোর্টে জম্মু-কাশ্মীরের সামগ্রিক নিরাপত্তা পরিস্থিতি, সীমান্তবর্তী জেলাগুলির ক্ষয়ক্ষতি এবং সেখানে বর্তমান রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট বিস্তারিত ভাবে তুলে ধরা হয়েছে। তবে এই সফরকে কেন্দ্র করে শাসকদলের কড়া সমালোচনা করেছেন বিজেপি নেত্রী অগ্নিমিত্রা পল। তাঁর কটাক্ষ, 'তৃণমূলের প্রতিনিধি দল কী মোথাবাড়ি, মুর্শিদাবাদে পাঠানো হয়েছিল? সেখানে হাজারে হাজারে হিন্দু ভাই-বোনেদের শরণার্থী করে শরণার্থী শিবিরে রাখা হয়েছিল। ঠিক যেমন কাশ্মীরি পণ্ডিতদের বেছে বেছে খুন করে কাশ্মীর ছাড়া করা হয়েছিল। একইভাবে মুর্শিদাবাদেও হিন্দুদের তাড়ানো হয়েছিল। কাশ্মীরে মুসলিমরা থাকে বলে প্রতিনিধি দল পাঠান, আর মুর্শিদাবাদ মোথাবাড়িতে হিন্দুরা থাকে বলে সেখানে প্রতিনিধি দল পাঠানোর প্রয়োজন মনে করেন না।' তৃণমূলের কাশ্মীরমুখী সহানুভূতিকে তাই প্রশ্নের মুখে ফেলেছেন অগ্নিমিত্রা। তাঁর দাবি, মুখ্যমন্ত্রীর মানবিকতার নিরিখেই বৈষম্য স্পষ্ট। বিজেপির বক্তব্য, কাশ্মীর হোক বা মুর্শিদাবাদ, মানবিক সংকটে এক রকম সহানুভূতি প্রাপ্য সবারই।

সোম থেকে এক সপ্তাহ বিক্ষিপ্ত বৃষ্টির পূর্বাভাস

নিজস্ব প্রতিবেদন: সোমবার দক্ষিণবঙ্গ ও উত্তরবঙ্গে বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে বলে জানাল আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর। দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলায় দফায় দফায় মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে। কলকাতাতেও বিক্ষিপ্ত বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। উত্তরবঙ্গে মালদা, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুরে তুলনামূলক বেশি বৃষ্টির পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে। দিনভর মেঘলা আকাশ এবং গরমে কিছুটা স্বস্তির সম্ভাবনা থাকলেও, বৃষ্টির দাপটে বঙ্গের জেলায় জেলায় মাঝারি বৃষ্টিপাত, বজ্রবিদ্যুৎ, দমকা হাওয়ার সতর্কতা জারি করা হয়েছে। বুধবার থেকে বাড়তে পারে বৃষ্টির পরিমাণ। কলকাতা, হাওড়া, হুগলি, দুই পরগনা, দুই মেদিনীপুর, নদিয়ায় আগামী দিনে বৃষ্টির কারণে জারি হলুদ সতর্কতাও। সোমবার দুই ২৪ পরগনা, দুই বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ ও নদিয়ায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। আবহবিদদের মতে, বর্ষা আগেভাগেই রাজ্যে প্রবেশ করতে

পারে। সাধারণত ১০ জুন বর্ষা আসে বাংলায়, তবে এবার ৫ বা ৬ দিন আগে বর্ষা প্রবেশের প্রবল সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। আগামী সপ্তাহজুড়ে দক্ষিণ ও উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় বৃষ্টির ঘনঘটা চলবে বলেই পূর্বাভাস। বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতা বেশি থাকবে বলেই মনে করছে হাওয়া অফিস। রবিবার কলকাতার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩২.৬ ডিগ্রি এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৭.২ ডিগ্রি। সোমবার থেকে টানা এক সপ্তাহ দুই

দ্বিতীয় ধাপে মন্ত্রিসভায় রদবদলের চিন্তাভাবনা শুরু

নিজস্ব প্রতিবেদন: জেলায় জেলায় সংগঠনের রদবদলের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে আগেই। সর্বস্তরে বিশৃঙ্খলা বরদাস্ত না করার বার্তা দিয়েছে তৃণমূল নেতৃত্ব। এবার সেই প্রক্রিয়ারই দ্বিতীয় ধাপে মন্ত্রিসভায় রদবদলের চিন্তাভাবনা শুরু হয়েছে শাসক দলের অন্দরমহলে। সূত্রের খবর, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নজরে রয়েছে শিক্ষা, শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তর, যেখানে সাম্প্রতিক পারফরম্যান্সে অসন্তুষ্ট তিনি। মন্ত্রিসভায় মুখ বদলের পাশাপাশি কয়েকজন প্রবীণ মন্ত্রীর দায়িত্ব হালকা হতে পারে বলেও ইঙ্গিত মিলেছে। কিছু নতুন মুখ মন্ত্রিসভায় জায়গা পেতে পারেন নদিয়া, পূর্ব মেদিনীপুর কিংবা উত্তর কলকাতা থেকে। এমনই এক উত্তর কলকাতার বিধায়ককে নিয়ে 'চমক' আনতে পারেন মুখ্যমন্ত্রী। প্রয়োজনে বড় দপ্তর ভেঙে নতুন করে দায়িত্ব বণ্টনের ভাবনাও রয়েছে। শাসক দলের একটি সূত্র জানাচ্ছে, সমস্ত কিছুই পরিকল্পিতভাবে হচ্ছে কালীঘাট ও ক্যামাক স্ট্রিটের যৌথ

সমন্বয়ে। জুলাইয়ের ২১ তারিখ শহিদ দিবসের মঞ্চ থেকেই বিধানসভা ভোটের প্রস্তুতির বার্তা দিতে চান মুখ্যমন্ত্রী। তার আগে সংগঠন ও মন্ত্রিসভায় প্রয়োজনীয় রদবদল সেরে ফেলতে চাইছেন তিনি। এদিকে রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোসের স্বাস্থ্যজনিত কারণে ইস্তফার সম্ভাবনা ঘিরে জল্পনা বাড়ছে। কেন্দ্র পরবর্তী রাজ্যপাল নিয়োগে বিধানসভা ভোটের বিষয়টি মাথায় রাখবে বলেই মনে করছে নবান্ন। তৃণমূল শিবিরে অনেকের মতে, শহরাঞ্চলে দল বিরোধিতা যে বাড়ছে, তা লোকসভা নির্বাচনের ফলেই স্পষ্ট। সেই বাস্তব মেনেই এবার মন্ত্রিসভা এবং প্রার্থী তালিকায়ও বদলের ছোঁয়া আসতে পারে। সূত্রের খবর, পরবর্তী বিধানসভা ভোটে কিছু পুরনো বিধায়ককে বাদ দিয়ে 'ফ্রেশ ফেস' তুলে আনার পরিকল্পনাও চলছে দলের শীর্ষ মহলে। সংখ্যালঘু কমিশনের জন্য নতুন বিল আনার কথাও ভাবছে সরকার। সব মিলিয়ে ভোটের আগে প্রশাসনিক গতি বাড়িয়ে ভোটমুখী বার্তা দিতেই এই সাজানো গোছানো রদবদলের রূপরেখা তৈরি হচ্ছে শাসক শিবিরে।

চাকরিহারাদের জন্য সেন্ট্রাল পার্কে ছাউনি তৈরির কাজ শুরু

নিজস্ব প্রতিবেদন: হাইকোর্টের পরামর্শ মেনে প্রশাসনের তরফে সল্টলেকের সেন্ট্রাল পার্কে ছাউনি তৈরির কাজ শুরু হয়েছে। বিধাননগর পুরসভার তরফে শনিবার রাতেই বায়ো টয়লেট বসানো হয় আন্দোলনকারী শিক্ষক-শিক্ষিকাদের জন্য। এদিকে, আন্দোলনকারীরা সোমবার পর্যন্ত রাজ্য সরকারকে বেঁধে দিয়েছে ডেডলাইন। দাবি পূরণ না হলে বৃহত্তর আন্দোলনে নামার হুঁশিয়ারি দিয়েছে চাকরিহারারা।

২৬-এর নীতি আয়োগে বাংলার লোক মমতাকে আর পাঠাবেন না: শুভেন্দু

নিজস্ব প্রতিবেদন: রবিবার নন্দীগ্রাম বিধানসভা এলাকাতে প্রধানমন্ত্রীর 'মন কি বাত' সম্প্রচার অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে একহাত নেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তিনি বলেন, 'শমীক ভট্টাচার্য গতকাল যা বলেছেন তা সমর্থন করি। এটাই তার নীতি আয়োগের বৈঠকে যোগ দেওয়ার শেষ সুযোগ ছিল। ২৬-এর নীতি আয়োগের সভাতে বাংলার লোক মমতাকে আর পাঠাবেন না।' এছাড়াও তিনি বলেন, 'কলকাতা হাইকোর্ট ২০১০ সালের পর জারি হওয়া সব ওবিসি শংসাপত্র বাতিলের জেরে পড়ুয়ারা কলেজে ভর্তি হতে পারছে না, রাজ্য শিক্ষা দপ্তরের এখনও কোনও নির্দেশিকা বের হয় নি। সেটা নিয়ে কেউ কথা বলছে না।' পাশাপাশি রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে শুভেন্দু অভিযোগ করে বলেন, 'রাজ্যে সিভিক ভলান্টিয়ারদের বাড় বাড়ন্ত অত্যাধিক বেড়েছে, এরা তোলাবাজি, রাহাজানি সব কিছু করছে। এদেরকে কোনও পরীক্ষায় উত্তীর্ন হয়ে চাকরি পেতে হয় নি। মুখ্যমন্ত্রী নয়-দশ হাজার টাকা বেতন দেন, যাতে এদের সংসার চলে না। এরা তাই বিভিন্ন জায়গা থেকে তোলাবাজি চালিয়ে যাচ্ছে।' এছাড়াও তৃণমূল নেতা জয়ন্ত সিংয়ের বাড়ি প্রসঙ্গে বিরোধী দলনেতা বলেন, 'বাড়ি ভাঙবে না। ও তৃণমূলের হয়ে ভোট লুট করে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সংবিধানের বিধানসভা, আদালত, আমলা, সংবাদমাধ্যম কাউকেই মানে না। স্বাধীনতার পরে এই একমাত্র

মুখ্যমন্ত্রী যিনি মাননীয় বিচারপতি চন্দন চন্দকে আক্রমণ করে পাঁচ লক্ষ টাকা আদালতের বারে জরিমানা জমা দিয়েছেন। তৃণমূলের লিগ্যাল সেলের এক আইনজীবী আদালত অবমাননার দায়ে তিনদিন ধরে আলিপুর জেলে রয়েছেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিচারব্যবস্থার নির্দেশ মানেন না। আদালত যদি নির্দেশ অবমাননার দায়ে মুখ্যসচিব, নগরপাল আর কামারহাটির চেয়ারম্যানকে জেলে পাঠায় তাহলে জধ হয়ে যাবে।' রবিবার ফের মুর্শিদাবাদ প্রসঙ্গ তুলে তিনি বলেন, 'ধুলিয়ান সামশেরগঞ্জ থেকে হিন্দু পলায়ন হয়েছে, যা স্বাধীনতার পর কেউ দেখে নি। যদি উত্তর প্রদেশের সনাতনীরা এগিয়ে আসে, তাহলে ভালো, তারাও বাংলায় হিন্দুদের নিয়ে ভাবনা চিন্তা করছেন। সেখানে ৯৮ সাল থেকে তৃণমূলের এক সমর্থকের হোটেল বাড়ি ভাঙচুর হয়েছে, আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়েছেন সে নিজে বলছে আমি হিন্দু বলেই এটা হয়েছে। বামেরা যাদেরকে নিজেদের কর্মী বলে দাবি করেছিল, সেই পরিবার দাবি করেছে তারা হিন্দু বলেই তাদের পরিবারের দুজনকে হত্যা করা হয়েছে।'

উত্তরবঙ্গের নদী বাঁধে বাড়তি নজরদারি

নিজস্ব প্রতিবেদন: বর্ষা আসতেই উত্তরবঙ্গের নদী বাঁধে নজরদারি জোরদার করতে তৎপর রাজ্য সরকার। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে রাজ্যের সেচ দফতর গঠন করেছে ১২টি ক্যুইক রেসপন্স টিম। বর্ষার সময় কোনও নদী বাঁধে ভাঙনের সম্ভাবনা দেখা দিলে বা ক্ষয়ক্ষতির খবর এলেই দ্রুত সেই টিম ঘটনাস্থলে পৌঁছে যাবে। ডুয়ার্স ও আশপাশের অঞ্চলে ভুটান পাহাড় থেকে নেমে আসা একাধিক নদীর জলপ্রবাহ বর্ষায় বিপজ্জনক হয়ে ওঠে। কিন্তু রাজ্যের কাছে ভুটান সীমান্তের সব নদীর জলস্তরের তথ্য নেই। বর্তমানে মাত্র তিনটি নদীর জলপ্রবাহের তথ্য সরাসরি পায় রাজ্যের সেচ দপ্তর। বাকি বহু নদীর জলস্ফীতি সম্পর্কে ভুটানের উপর নির্ভর করতে হয়। এই পরিস্থিতি মোকাবিলায় সম্প্রতি ১৪ ও ১৫ মে ভুটানের পারোতে অনুষ্ঠিত হয় 'জয়েন্ট গ্রুপ অব এক্সপার্টস' কমিটির বৈঠক। সেই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের সেচ দপ্তরের দুই প্রতিনিধি। বৈঠকে ভুটান সরকারকে অনুরোধ করা হয়েছে, যাতে আরও বেশি হাইড্রোলজিক্যাল যন্ত্র বসানো হয় এবং নদীগুলির জলস্তর ও বৃষ্টির পরিমাণ সম্পর্কে আগাম তথ্য ভাগ করে নেওয়া যায়। বিশেষজ্ঞদের মতে, তথ্যের অভাব থাকলে ভাটির দিকে থাকা মানুষের জন্য বিপদের আশঙ্কা থেকেই যায়। রাজ্য তাই আগাম প্রস্তুতির অংশ হিসেবে ক্যুইক রেসপন্স টিম পাঠানোর পাশাপাশি তথ্য আদান-প্রদানের বিষয়টিকে গুরুত্ব দিচ্ছে। সেচ দপ্তরের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, 'উত্তরবঙ্গের নদী বাঁধে নজরদারি চালাতে এবং প্রয়োজনে দ্রুত ব্যবস্থা নিতে এই টিম গঠন করা হয়েছে। ভবিষ্যতে আরও প্রযুক্তিগত সহায়তা বাড়ানো হবে।'

সম্পাদকীয়

ইউক্রেনে শান্তি ফেরানোর প্রক্রিয়া সেই বিশ বাঁও জলেই রয়ে গেছে অবশেষে

ইউক্রেনে লাগাতার হামলা চলছেই রাশিয়ার। এমনটাই দাবি কিয়েভের। জানা যাচ্ছে, কয়েকদিন আগেই দু রাতে ২৫০টি ড্রোন ও ১৪টি ব্যালিস্টিক মিসাইল ছুড়েছে মস্কো। কিন্তু ইউক্রেনের ডিফেন্স সিস্টেম ৬টি মিসাইল ও ২৪৫টি মিসাইলকে প্রতিহত করে দিয়েছে! এই নিয়ে পরপর দু'দিন সারা রাত ধরে হামলা চালাল রাশিয়া। এক্স হ্যান্ডলে ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কি এই হামলার কথা লিখেছেন। তাঁকে লিখতে দেখা গিয়েছে, 'প্রতি রাতে, আমাদের বাহিনী জীবনরক্ষার জন্য কাজ করে। আজও একটি বিরাট এবং জঘন্য রুশ আক্রমণ হয়েছে। ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্রগুলির কয়েকটি সফলভাবে প্রতিহত করা হয়েছে। এছাড়াও ২৫০টি ড্রোন ছিল, যার বেশিরভাগই শাহেদ। আমাদের যারা এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম দিয়ে সাহায্য করেছে তাদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। আমাদের এমন প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সরবরাহ করার অর্থ এখানকার মানুষের জন্য প্রকৃত সুরক্ষা।' পরে পুতিনকে আক্রমণ করে তিনি বলেন, 'পুতিন যুদ্ধবিরতি প্রত্যাখ্যান করেছেন। এতে তাঁর কোনও লাভ হচ্ছে না। কেবল রোজ মানুষ মরছে। আর তাই রোজই রাশিয়াকে নিষিদ্ধ করার নতুন নতুন পরিস্থিতি তৈরি হচ্ছে।' ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হয়েছে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ। তারপর থেকে একাধিক উদ্যোগ সত্ত্বেও মুখোমুখি বসে যুদ্ধ থামানো নিয়ে আলোচনা করতে রাজি হননি দুই দেশের রাষ্ট্রপ্রধান। সম্প্রতি ইউক্রেনের সঙ্গে সরাসরি আলোচনায় বসতে আগ্রহী হয়েছিল রাশিয়া। যুদ্ধের কারণগুলি সমূলে উৎখাত করার পাশাপাশি দীর্ঘমেয়াদি শান্তি ফেরানো-এই দুই লক্ষ্য নিয়েই আলোচনায় বসতে চান পুতিন। কিন্তু তারপরও ভেস্তে যায় সেই সম্ভাবনা। ফলে শান্তি ফেরানোর প্রক্রিয়া বিশ বাঁও জলেই।

শব্দবাণ-২৮৪

১	■	২				
	■		■	■	■	■
	■	৩		৪		৫
	■		■		■	
৬					■	
■	■	■	■		■	
৭					■	

শুভজ্যোতি রায়

সূত্র—পাশাপাশি: ২. মৃগচর্মের আসন ৩. চিকিৎসা করানো ৬. কৃতার্থ ৭. সুখদায়ক।

সূত্র—উপর-নীচ: ১.যুদ্ধের জন্য সৈন্য সাজানো ২. নগররক্ষক ৪. উপাসনাগৃহ ৫. শ্রীরামের নামে দিব্যি।

সমাধান: শব্দবাণ-২৮৩

পাশাপাশি: ১. পিনাক ২. আসব ৫. দিদৃক্ষা ৮. টবর ৯. বিমার।

উপর-নীচ: ১. পিন্ধন ৩. বক্রাক্ষ ৪. অদৃশ্য ৬. মার্কেট ৭. আসর।

জন্মদিন

আজকের দিন

বিলাসরাও দেশমুখ

১৯৩২ *বিশিষ্ট চিত্রগ্রাহক বেনু সেনের জন্মদিন।*
১৯৪৫ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ বিলাসরাও দেশমুখের জন্মদিন।*
১৯৮৩ *বিশিষ্ট কুস্তিগীর সুশীল কুমারের জন্মদিন।*

বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের জন্মদিবসে শ্রদ্ধার্ঘ্য

বিদ্রোহী কবি জনস্বার্থে রাজনৈতিক দল গড়েছিলেন, ভোটে দাঁড়িয়ে হেরেও ছিলেন!

স্বপনকুমার মণ্ডল

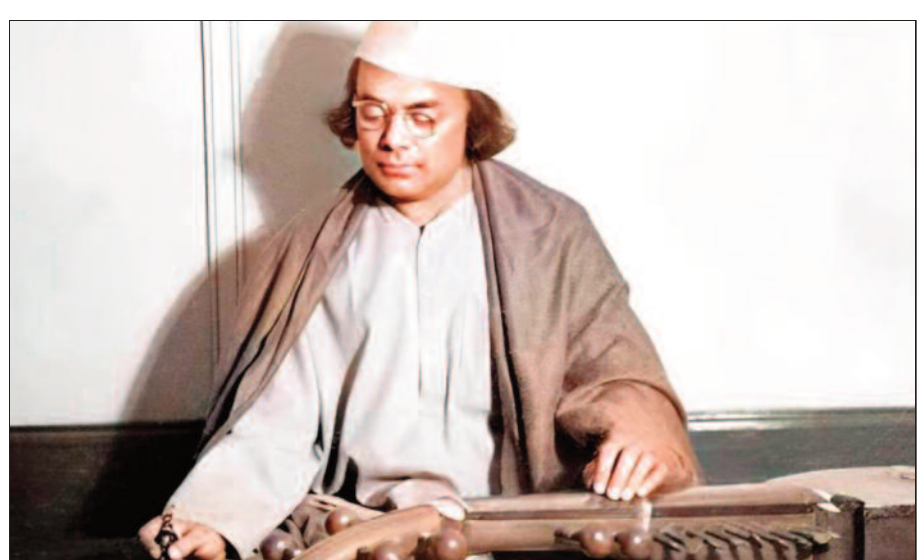

ভোটেও দাঁড়িয়ে ছিলেন কবি। ১৯২৬-এর অক্টোবরে কেন্দ্রীয় আইনসভার নির্বাচনে কংগ্রেস তথা স্বরাজ পার্টির হয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে নজরুল পরাজিত হয়েছিলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ঢাকা, ফরিদপুর বাকেরগঞ্জ ও ময়মনসিংহ জেলাকে নিয়ে গঠিত ঢাকা বিভাগে দুটি মুসলিমদের জন্য সংরক্ষিত আসনে শুধু মুসলিমরাই ছিলেন ভোট দেওয়ার অধিকারী। তাও আবার সম্পত্তির ভিত্তিতে তখন লোকে ভোটার হতে পারতেন। অন্যদিকে ভোটারদের মধ্যে তরুণদের চেয়ে বয়স্কদের সংখ্যা ছিল বেশি। ভোটে টাকা খরচ করার মতো সাধ্যও ছিল না নজরুলের। বিধানচন্দ্র রায়ের দেওয়া তিনশো টাকা দিয়ে যে সেই ভোটে লড়াই করা সম্ভব নয়, তা মুজফ্‌ফর আহমদ তাঁকে বুঝিয়ে নির্বাচনী ময়দান থেকে বিরত করেছেন। স্বাভাবিক ভাবেই বিত্তশালী জমিদার ও প্রভাবশালী মোট পাঁচ জনের প্রতিযোগিতায় নজরুল পিছিয়ে পড়েন এবং তাঁর পরাজয় সুনিশ্চিত হয়। এতে তাঁর মতো মানী কবির পক্ষে ভোটে দাঁড়ানো উচিত হয়নি বলে মুজফ্‌ফর আহমদ তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন।

জীবনযুদ্ধের অপরাজেয় সৈনিক ছিলেন কাজি নজরুল ইসলাম। তাঁর লড়াকু মনের নেপথ্যেই ছিল জীবনের তিক্ত অভিজ্ঞতা। বৈষম্যপীড়িত সমাজের শোষণ-শাসনের ছকবন্দি জীবন থেকে মুক্তিপিয়াসী মনের তীব্র প্রতিবাদই তাঁকে বিদ্রোহী করে তুলেছিল। সেখানে দেশের চেয়ে দশের কথাই তাঁকে বেশি ভাবিয়েছে, স্বাধীনতা আন্দোলনের চেয়ে মানুষের জীবন সংগ্রাম বা বেঁচে থাকার লড়াইয়ের প্রতি তাঁর অন্তর্দৃষ্টি জ্বলে উঠেছে। রুশ বিপ্লবোত্তর বাংলা সাহিত্যে সাম্যবাদী চেতনার বিস্তারে তাঁর অবিসংবাদিত ভূমিকা আপনাতেই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এখনও সমাজের বিভেদকামী শক্তির শোষণ- শাসনের বিরুদ্ধে তাঁর বিদ্রোহী সত্তাই বাঙালিমানসে অনির্বাণ দীপশিখা হয়ে ওঠে। উৎপীড়িতের ক্রন্দন বা অত্যাচারিতের আর্তনাদের বিরুদ্ধে তাঁর 'বিদ্রোহী'র অস্তিত্ব আজও সজীব ও সরব। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও কাজি নজরুল ইসলাম দুজনেই গ্রীষ্মের সন্তান। প্রথমজন গ্রীষ্মের মধ্যে ঋষিকে দেখেছেন। সমস্ত প্রতিকূল আবহের মধ্যে ঋষির সাধনায় সৃষ্টির প্রাণশক্তিকে খুঁজে ফিরেছেন কবি। অন্যদিকে সমস্ত প্রতিকূলতাকে ধ্বংস করে সৃষ্টিকে সুরক্ষা দিতে চেয়েছিলেন নজরুল। তাঁর কাছে কালবৈশাখীর ধ্বংসলীলাও নতুনের আগমনের বার্তা বয়ে আনে, জয়ধ্বনি আমন্ত্রণ জানায়। যেখানে রবীন্দ্রনাথ বৈশাখের আমন্ত্রণে সতৃষ্ণ, সেখানে নজরুল জ্যৈষ্ঠের ঝড়ে নতুনের আহ্বানে মুখর। ধ্বংসকামী চেতনায় থাকে প্রতিবাদের পরাকাষ্ঠা, নবজীবনের হাতছানি। সেখানে অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত নজরুল। আগুন শুধু পোড়ায় না, তাপও দেয়,আলোও দেখায়। সেদিক থেকে নজরুল আলোকদিশারি। স্বাভাবিক ভাবেই তাঁর স্বাধীনচেতা মনে কোনোরকম সংযমী আড়াল ছিল না, আলোর মতোই তা স্বচ্ছ ও স্পষ্ট আড়ালহীন। কোনো রকম ধানাইপানাই সেখানে নেই, নির্ভীক যোদ্ধার মতোই তাঁর স্পষ্টবাকমূর্তি। অসহযোগ আন্দোলনের সময় তাঁর আগমন আভিজাত্যে আবির্ভাব হয়ে ওঠে। দেশের মানুষের দুর্দশার কথাই শুধু তাঁর কবিতায় উঠে আসেনি, তার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদই সেখানে মূর্ত হয়ে ওঠে। এজন্য দেশের পরাধীনতায় তাঁর আত্মগ্লানিবোধে কবিজনোচিত সংযমী অনুশোচনা আত্মগোপন করেনি, বরং তীব্র প্রতিবাদে মুখর হয়ে উঠেছে। সেখানে নজরুল প্রতিবাদী কণ্ঠে সর্বপ্রথম দেশের পূর্ণ স্বাধীনতা বেরিয়ে আসে। শুধু তাই নয়, তিনি কবি হয়েও নিজেই একটি রাজনৈতিক দল গঠন গড়ে তোলেন।

আসলে নজরুল তাঁর জীবনের পাঠশালাতেই আতীব্র মানবতাবাদের পাঠ লাভ করেন। এজন্য তাঁর মনে বিদেশি সাদা ইংরেজের সঙ্গে দেশি কালো ইংরেজের একাকার হয়ে ওঠে। অন্যদিকে দেশের মানুষের প্রতি তাঁর সহমর্মিতার কোনো অভাব ছিল না। শুধু তাই নয়, সেখানে পদানত দেশবাসীর দাসত্বের জীবন যে তাঁকে কুরে করে খেত,তা তাঁর অচিরেই স্বাধীনতা লাভের তীব্র আকাঙ্ক্ষার কথা প্রকাশের মধ্যেই প্রকট হয়ে ওঠে এবং এজন্য তাঁকে কম মূল্য চোকাতেও হয়নি। মুজফ্‌ফর আহমদের সঙ্গে তাঁর যৌথ সম্পাদনায় ১৯২০-এর ১২ জুলাই সান্ধ্য দৈনিক 'নবযুগ' প্রকাশিত হয় এবং ১৯২১-এর জানুয়ারিতে তা বন্ধ হয়ে যায়। এতে নজরুলের অসংখ্য গদ্যরচনায় শাসকবিরোধী প্রতিবাদ ধ্বনিত হলেও সেগুলো তাঁর স্বনামে প্রকাশিত না হওয়ায় সেসব আড়ালে থেকে যায়। সম্পাদকীয় স্তম্ভে প্রকাশিত সেসব লেখাই যখন ১৯২২-এর অক্টোবরে 'যুগবাণী' নামে প্রবন্ধের বই হয়ে প্রকাশিত হয়,তখন বইটি রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগে নিষিদ্ধ হয়ে যায়। নজরুলের কবিতা বা কাব্যের নিষিদ্ধ হওয়ার অনেক আগেই প্রবন্ধের বইটি নিষিদ্ধ হয়েছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, নজরুলের আট বছরে পাঁচটি বই ইংরেজ সরকার নিষিদ্ধ করে। বাকি চারটি 'বিষের বাঁশী' (১৯২৪), 'ভাঙার গান' (১৯২৪), 'প্রলয়শিখা' (১৯৩০) ও গানের সংকলন 'চন্দ্রবিন্দু' (১৯৩১)। আরও যেগুলি নিষিদ্ধ হওয়ার সম্ভাবনা ছিল, সেগুলি হল 'অগ্নি-বীণা' (১৯২২), 'সর্বহারা' (১৯২৬), 'রুদ্রমঙ্গল' (১৯২৬), 'ফণিমনসা' (১৯২৭), 'সঞ্চিতা' (১৯২৮) প্রভৃতি। নজরুলের প্রতিবাদ যে থেমে থাকার নয়,বরং ক্রমশ বিদ্রোহে তীব্র আকার ধারণ করে,তার পরিচয় অচিরেই বেরিয়ে এসেছে। 'নবযুগ' বন্ধ হওয়ার অনতিকাল বিলম্বে তাঁর 'কামালপাশা' থেকে 'বিদ্রোহী'র আবির্ভাব ঘটে। ১৯২২-এর ৬ জানুয়ারি সাপ্তাহিক 'বিজলী'তে 'বিদ্রোহী' প্রকাশে তীব্র আলোড়ন সৃষ্টির অব্যবহিত পরিসরেই ১৯২২-এর ৩০ জানুয়ারি চিত্তরঞ্জন দাশের 'বাঙ্গালার কথা'য় বিদ্রোহী কবি 'ভাঙার গান' প্রকাশিত হয়। সেই কারার লৌহকপাট ভাঙার বার্তাতেই ছিল পরাধীনতার শৃঙ্খল মোচনের আহ্বান যা অচিরেই নজরুলকে আরও বেশি লক্ষ্যভেদী করে তোলে। শারদীয়ার দুর্গার মধ্যেই জেগে ওঠে তাঁর দেশমাতৃকার করুণ মূর্তি। এজন্য আনন্দবাজার পত্রিকার পূজা সংখ্যার আমন্ত্রণের লিখে ফেলেন 'আনন্দময়ীর আগমনে' দীর্ঘ কবিতাটি। তার ছত্রে ছত্রে কবির দাসত্ব মুক্তির তীব্র আহ্বান প্রতিধ্বনিত হয়েছে। এজন্য ইংরেজ সরকারের ভয়ে সেটি আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত হয়নি। তৎকালীন পত্রিকার ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক মৃণালকান্তি ঘোষ তার পরিবর্তে অন্য কবিতা চেয়ে নেন। অন্যদিকে নজরুল থেমে থাকার পাত্র নন। ইতিমধ্যে বৈষম্যপীড়িত সমাজের শোষণ-শাসনের বিরুদ্ধে তাঁর সম্পাদিত অর্ধ-সাপ্তাহিক 'ধূমকেতু' (১৯২২-এর ১১ আগস্টে সূচনা) প্রকাশিত হয়। 'আনন্দময়ীর আগমনে' কবিতাটি অবশেষে সেই 'ধূমকেতু'তে (২৬ সেপ্টেম্বর ১৯২২) প্রকাশিত হলে বিদেশি শাসকের রোষানলে পড়ে। যে কবিতা আনন্দবাজার পত্রিকায় seditions Act-এর ভয়ে ছাপা হয়নি,তাই নজরুল নিজের পত্রিকায় ছেপেছিলেন! আসলে তাঁর মধ্যে যে বিদ্রোহী সত্তা ছিল, তাতে কোনোরকম বাধা বিপত্তি মেনে চলার দৈন্য ছিল না। প্রকাশই তাঁর অস্তিত্বের সোপান হয়ে ওঠে। কবি হয়ে রাজনীতি করা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 'তলোয়ার দিয়ে দাড়ি চাঁছা'র ('আমার কৈফিয়ৎ' কবিতায়) রসিকতাকেই নজরুল শিরোধার্য করেছিলেন। 'ধূমকেতু'র জন্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা আশীর্বাণীতেও(২৪ শ্রাবণ ১১২৯) নজরুলের রাজনীতি করার সদিচ্ছাকে সমর্থন করেছেন বলে মনে করেন মুজফ্‌ফর আহমদ। সেই আশীর্বাণীতে শেষ দুই লাইনে কবি জানিয়েছেন 'জাগিয়ে দে তোর চমক মেরে/ আছে যারা অর্দ্ধচেতন।' সেই জাগিয়ে তোলার অব্যর্থ প্রয়াসে 'ধূমকেতু' তীব্র গতিতে ছুটে চলে। 'আনন্দময়ীর আগমনে' তারই প্রকাশ চমকে দেয় 'আর কতকাল থাকবি বেটী মাটির ঢেলার মূর্তি আড়াল?/ স্বর্ণ যে আজ জয় করেছে অত্যাচারী শক্তি-চাঁড়াল।' আসলে নজরুলের দুঃসাহসী প্রকৃতির মধ্যেই ছিল লক্ষ্যভেদী অর্জুনের আদর্শ। এ জন্য তাঁর কাছে রাজনীতিও স্বাভাবিকতা লাভ করে। দেশ ও দশের স্বার্থে তাঁর লেখনীর সক্রিয়তা পত্রিকা সম্পাদনাতেও সমান মুখর। সেখানে স্বচ্ছ ভাবমূর্তি ও ঋজু বক্তব্য শিক্ষিত মধ্যবিত্ত জনতার দরবারে বিপুল সাড়া ফেলে দেয়।

রাজনৈতিক মতবাদের চেয়ে মানবতার আদর্শই ছিল নজরুলের পাথেয়। 'ধূমকেতু'র আগে ১৯২২-এর মাঝামাঝি অসহযোগ আন্দোলনের প্রচারমূলক পত্রিকা 'সেবক'-এর সম্পাদনাতে কিছুদিন যুক্ত হয়েছিলেন। অন্যদিকে ১৯২২-এর মে-জুন মাসে গান্ধীজির অসহযোগ আন্দোলন স্তিমিত হয়ে পড়ে। সেই সময় কংগ্রেস মতাদর্শের নরম ও চরমপন্থী রূপ প্রকট ওঠে। তখন সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলনও নিষ্ক্রিয়প্রায়। সেই পরিসরে নজরুলের 'ধূমকেতু' নতুন করে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনকে শুধু জাগিয়ে তোলেনি, দাবিদাওয়া নিয়েও সোচ্চার হয়ে উঠেছে। সেখানে 'ধূমকেতু'র লক্ষ্য যে দেশের পূর্ণ স্বাধীনতা,তাও স্পষ্ট করে দেয়। ১৯২২-এর ১৩ অক্টোবর 'ধূমকেতু'র ত্রয়োদশ সংখ্যায় সম্পাদকীয়তে নজরুল সুস্পষ্ট করে জানিয়ে দেন 'সর্বপ্রথম, 'ধূমকেতু' ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা চায়। স্বরাজ টরাজ বুঝিনা, কেননা, ও কথাটার মানে এক এক মহারথী এক এক রকম করে থাকেন। ভারতবর্ষের এক পরমাণু অংশও বিদেশীর অধীন থাকবে না। ভারতবর্ষের সম্পূর্ণ দায়িত্ব, সম্পূর্ণ স্বাধীনতা রক্ষা, শাসন-ভার, সমস্ত থাকবে ভারতীয়দের হাতে।....' তখন নজরুল তেইশ বছরের যুবক। তারুণ্যের সহজাত স্পর্ধায় দেশের পূর্ণ স্বাধীনতার কথা তাঁর সম্পাদিত পত্রিকায় সর্বপ্রথম যেভাবে তুলে ধরেছেন,তাতেই বোঝা যায় নজরুল শুধু কবিতাকেই বক্তব্যের বাহন করে ক্ষান্ত হননি, সার্বিকভাবে শোষণ-শাসনমুক্ত স্বাধীন দেশের লক্ষ্যেই তাঁর লেখনী নিরন্তর সক্রিয় ছিল তাঁর লেখকজীবন জুড়ে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, নজরুল পরবর্তীতে তাঁর 'আমার কৈফিয়ৎ' (১৩৩২-এর আশ্বিন সংখ্যায় 'বিজলী' পত্রিকায় প্রকাশিত।) কবিতায় স্বরাজ নিয়ে একই কথা তুলে ধরেছেন। কবির ভাষায়, 'ক্ষুধাতুর শিশু চায় না স্বরাজ,চায় দুটি ভাত একটু নুন' বা, 'আমরা ত জানি, স্বরাজ আনিতে পোড়া বার্তাকু এনেছি খাস!' এজন্য পূর্ণ স্বাধীনতার পরিবর্তে নজরুলের অন্য কোনো বিকল্প ঠাঁই পায়নি। সেই লক্ষ্যে তাঁর জনমত গড়ে তোলায় অবিরাম পথচলা, অফুরান জনসংযোগ। সমাজের বৈষম্যপীড়িত শোষিত-শাসিত মানুষের স্বার্থে আরও বেশি সক্রিয় হওয়ার লক্ষ্যে রাজনৈতিক দল গড়ে তোলাতেও তাঁর স্বকীয় ভূমিকা অপূর্ব ইতিহাস সৃষ্টি করেছে। জনপ্রিয় কবি হয়েও এবং চরম আর্থিক কষ্টের মধ্যে অস্থির জীবনের প্রতিকূলতাকে উপেক্ষা করেও যেভাবে নজরুলের মধ্যে রাজনৈতিক দল গঠনের তীব্রতা লক্ষ করা যায়, তা শুধু অতুলনীয়ই নয়, বিস্ময়করও বটে। বাংলায় তাঁর নজির নেই আর। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, নজরুল 'আনন্দময়ীর আগমনে' লেখায় ইংরেজ শাসকের রোষানলে পড়েন। তাঁর বিরুদ্ধে ১৯২২-এর ৮ নভেম্বর গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি হওয়ার পর ২৩ নভেম্বরে কুমিল্লা থেকে তাঁকে গ্রেফতার করে। ১৯২৩-এর ১৬ জানুয়ারি বিচারে তাঁর এক বছরের সশ্রম কারাদণ্ড হয়। জেলেও তাঁর প্রতিবাদ থেমে থাকেনি। সেখানে তাঁর 'শিকল পরার গান'-এ শিকল ভেঙে মুক্তির বার্তা ঝরে পড়ে। ১৯২৩-এর ডিসেম্বরে জেল থেকে মুক্তি পাওয়ার পরেও তাঁর প্রতিবাদী সত্তা থেমে যায়নি, কলমও চলেছে,রাজনীতিও জড়িয়েছে। ১৯২৪-এর ২৫ এপ্রিল প্রমীলার সঙ্গে তাঁর বিয়ে হওয়ার পরে দাম্পত্য জীবনও তাঁকে বেঁধে রাখতে পারেনি। একাধিক কাব্য প্রকাশিত হয়ে নিষিদ্ধ হয়, রাজনীতিতে আরও সক্রিয় হন কবি। ১৯২৫-এ চিত্তরঞ্জন দাশ থেকে গান্ধীজির সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে। অথচ কারও প্রতি তাঁর অন্ধভক্তি ছিল না। শুধু তাই নয়,তিনি অচিরেই সমাজের শোষিত-শাসিত শ্রমজীবী মানুষের জন্য একটি দল তৈরি করেন। কুতবুদ্দীন আহমদ, হেমন্তকুমার সরকার ও শামসুদ্দীন হুসয়ন প্রমুখ বন্ধুর সঙ্গে নজরুলের 'The Labour Swaraj Party of the Indian National Congress' দলটি ১৯২৫-এর ১০ নভেম্বর গড়ে ওঠে। পরবর্তীতে দলটির নামে একাধিক বার পরিবর্তন ঘটে। 'The Bengal Peasants and Workersó Party' থেকে শেষে হয় 'The Workers and Peasants Party of Bengal'। সেই শ্রমিক-প্রজা-স্বরাজ দলের মুখপত্রের হিসাবে সাপ্তাহিক 'লাঙল' পত্রিকাটি (সম্পাদক বাঙালি পল্টনের বন্ধু মণিভূষণ মুখোপাধ্যায়) প্রকাশিত হয় ১৯২৫-এর ১৬ ডিসেম্বর। প্রথম সংখ্যাতেই নজরুলের 'সাম্যবাদী'র কবিতাগুচ্ছে সাতটি কবিতা('সাম্যবাদী', 'ঈশ্বর', 'মানুষ', 'পাপ',বারাঙ্গনা', 'নারী' ও কুলিমজুর') প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকার ১৯২৬-এর ৭ জানুয়ারিতে বেরোয় নজরুলের বিখ্যাত কবিতা 'সব্যসাচী'। তাতে সরাসরি গান্ধীজির কংগ্রেসি আন্দোলনকে কটাক্ষ করেছেন কবি 'সুতা দিয়া মোরা স্বাধীনতা চাই,ব'সে ব'সে কাল গুণি !/জাগোরে জোয়ান ! বাত ধ'রে গেল মিথ্যার তাঁত বুনি'! ১৯২৬-এর ১৫ এপ্রিল 'লাঙল' বন্ধ হয়ে যায়, তার মাস চারেক পরে ১২ আগস্টে সংগঠনের মুখপত্র রূপে সাপ্তাহিক 'গণবাণী' (সম্পাদক গঙ্গাধর বিশ্বাস) প্রকাশিত হয়। এই 'গণবাণী'তেও নজরুলের আন্তর্জাতিক সঙ্গীতের অনুবাদ থেকে 'রক্ত-পতাকার গান' প্রকাশিত হয়। সর্বত্র কবি শোষিত-শাসিত অসহায় মানুষের সংগ্রামে শরিক হয়েছেন। যেখানেই পরাধীনতার গ্লানি,দাসত্বের হীনমন্যতা, মানবতার সংকট অনুভব করেছেন, সেখানেই নজরুলের আত্মিক যোগ তাঁকে প্রতিবাদী করে তুলেছে, বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে তাঁর অন্তরাত্মা। সেখানে তাঁর সৃষ্টিকর্মের মধ্যেই শুধু নয়, ব্যক্তিজীবনেও তাঁকে সক্রিয় রাজনীতিতে সামিল হতে দেখা যায়। যখনই যেভাবে মনে হয়েছে, প্রতিবাদে বৈষম্যপীড়িত মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ভোটেও দাঁড়িয়ে ছিলেন কবি। ১৯২৬-এর অক্টোবরে কেন্দ্রীয় আইনসভার নির্বাচনে কংগ্রেস তথা স্বরাজ পার্টির হয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে নজরুল পরাজিত হয়েছিলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ঢাকা, ফরিদপুর বাকেরগঞ্জ ও ময়মনসিংহ জেলাকে নিয়ে গঠিত ঢাকা বিভাগে দুটি মুসলিমদের জন্য সংরক্ষিত আসনে শুধু মুসলিমরাই ছিলেন ভোট দেওয়ার অধিকারী। তাও আবার সম্পত্তির ভিত্তিতে তখন লোকে ভোটার হতে পারতেন। অন্যদিকে ভোটারদের মধ্যে তরুণদের চেয়ে বয়স্কদের সংখ্যা ছিল বেশি। ভোটে টাকা খরচ করার মতো সাধ্যও ছিল না নজরুলের। বিধানচন্দ্র রায়ের দেওয়া তিনশো টাকা দিয়ে যে সেই ভোটে লড়াই করা সম্ভব নয়,তা মুজফ্‌ফর আহমদ তাঁকে বুঝিয়ে নির্বাচনী ময়দান থেকে বিরত করেছেন। স্বাভাবিক ভাবেই বিত্তশালী জমিদার ও প্রভাবশালী মোট পাঁচ জনের প্রতিযোগিতায় নজরুল পিছিয়ে পড়েন এবং তাঁর পরাজয় সুনিশ্চিত হয়। এতে তাঁর মতো মানী কবির পক্ষে ভোটে দাঁড়ানো উচিত হয়নি বলে মুজফ্‌ফর আহমদ তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। 'কাজী নজরুল ইসলাম স্মৃতিকথা'য় তিনি অকপটে বলেছেন, 'তার জীবনে অনেক অবিবেচনার কাজের মধ্যে এটাও ছিল একটি।' আসলে নিজের কেরিয়ারের দিকে না তাকিয়ে জনপ্রিয় কবি হয়েও দেশের মানুষের স্বার্থে মানবতার পূজারি নজরুল ইসলাম যেভাবে নিজেকে বিলিয়ে দেওয়ার নজির সৃষ্টি করেছেন,তা শুধু অনন্য দৃষ্টান্তই স্থাপন করেনি,অপূর্ব ইতিহাসও সৃষ্টি করেছে। সেই ইতিহাস তাঁর সৃষ্টিকর্মের সঙ্গেও একাত্ম হয়ে আছে, নীরবে নিভৃতে কথা বলে চলে,হাতছানি দেয় অবিরত। সেখানে নজরুলের সৃষ্টিকর্মের কথা যেভাবে আলোচিত হয়,সেভাবে তাঁর আত্মত্যাগের কথা আলো পায় না, ভাবা যায়!

লেখক: অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ,
সিধো-কানহো-বীরসা বিশ্ববিদ্যালয়

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

কালনায় কৃষিক্ষেত্রে ড্রোনের ব্যবহার

নিজস্ব প্রতিবেদন, কালনা: পূর্ব বর্ধমান জেলার কালনায় কৃষিক্ষেত্রে ড্রোনের ব্যবহার শুরু হয়ে গেল। কালনা থানার ধাত্রীগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েতের বেলকুলি গ্রামে ড্রোনের সাহায্যে পাটের জমিতে কীটনাশক স্প্রে করা হয়। বিশেষজ্ঞদের কথায়, কৃষিক্ষেত্রে ড্রোন সম্পদের ব্যবহার সর্বোত্তম করে খরচ সাশ্রয় করে। ডেটা অ্যানালিটিক্স সার এবং কীটনাশকের ব্যবহার ৩০ শতাংশ পর্যন্ত কমাতে পারে। যার ফলে পরিচালন ব্যয় এবং পরিবেশগত প্রভাব হ্রাস পায়। কায়িক শ্রমের ওপর কম নির্ভরতার ফলে শ্রম ব্যয় উল্লেখযোগ্যভাবে সাশ্রয় হয়। ফলে এসব কারণেই পাটের উৎপাদন খরচ অনেকটাই কম হবে। তাতে লাভবান হবেন কৃষকরা। কৃষি দপ্তরের হিসাব অনুযায়ী কালনা মহকুমায় আট হাজার হেক্টর জমিতে এবছর পাট চাষ হয়েছে। ড্রোনের সাহায্যে এদিন পাটের জমিতে কীটনাশক স্প্রে করে। বেলকুলি গ্রামের কৃষকরা জানান, একটি কৃষি সমবায় কৃষকদের পরিষেবা দেওয়ার জন্য এই ড্রোনটি আনে। এক বিঘা জমিতে কীটনাশক স্প্রে করে তারা মজুরি নিচ্ছে ১২০ টাকা। কীটনাশক কৃষককে কিনে দিতে হচ্ছে। এতে জমিতে কীটনাশক কম তো লাগছেই, পাশাপাশি স্প্রে করার মজুরিও অনেকটা কম লাগছে। ফলে এই পদ্ধতিতে চাষ করলে কৃষকরা লাভবান হবেন।

শ্রীরামপুরে মর্মান্তিক দুর্ঘটনা, গঙ্গায় ডুবে মৃত ২

নিজস্ব প্রতিবেদন, শ্রীরামপুর: এক নাবালিকাকে বাঁচাতে পারলেও তলিয়ে যায় বাকি দু'জন। সঙ্গে তলিয়ে যায় ওই কিশোরও। তিন নাবালিকাকে তলিয়ে যেতে দেখে নিজের জীবনের পরোয়া না করে গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়েছিল ১৬ বছরের কিশোর। রবিবার মর্মান্তিক এই ঘটনাটি ঘটেছে হুগলির শ্রীরামপুরে। এই দুর্ঘটনায় ওই কিশোর-সহ এক নাবালিকার মৃত্যু হয়েছে। এদিন দুপুরে সুরকি ঘাটে এই দুর্ঘটনা ঘটে। তড়িঘড়ি খবর দেওয়া হয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীকে। স্পিডবোট নামিয়ে শুরু হয়েছে তল্লাশি। ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ। পুলিশ এবং স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, গঙ্গায় তলিয়ে যাওয়া ওই তিনজনের নাম নিশা রায় (১৭), অঞ্জলি মাহাতো (১২), রোহন প্রসাদ (১৬)। তারা শ্রীরামপুর পুরসভার ২১ নম্বর ওয়ার্ডের শীতলাতলার বাসিন্দা। এদিন সুরকি ঘাটে তারা স্নান করতে নামে এবং সেই ঘাট থেকেই তলিয়ে যায়। পুলিশ জানাচ্ছে, দ্রুত উদ্ধার কাজের জন্য সমস্ত চেষ্টা করা হচ্ছে।

ইতিমধ্যেই রোহন প্রসাদ এবং নিশা রায়কে উদ্ধার করা হয়েছে। এদিন তাদের শ্রীরামপুর ওয়ালস হাসপাতালে পাঠানো হলে চিকিৎসক তাদের মৃত বলে ঘোষণা করেন। ঘটনাস্থলে পৌঁছেছেন ডিসিপি ২ অর্ণব বিশ্বাস এবং রিষড়া পুরসভার চেয়ারম্যান বিজয় সাগর মিশ্র। আরও এক নাবালিকার খোঁজ চলছে। সন্ধ্যার আগেই উদ্ধারকাজ শেষ করার লক্ষ্য নিয়ে এগোচ্ছে বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী।

২১ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার শান্তনু গঙ্গোপাধ্যায় এবং রোহন প্রসাদের বাবা শ্রীরাম প্রসাদ জানান, তিনজন নাবালিকা এদিন গঙ্গাস্নান করতে নেমেছিল। তারা জোয়ারের জলে তলিয়ে যাচ্ছে দেখে রোহন তাদের বাঁচাতে ঝাঁপিয়ে পড়ে। তিন নাবালিকার মধ্যে একজন বেঁচে গেলেও বাকি দু'জন তলিয়ে যায়। সঙ্গে তলিয়ে যায় রোহনও। অন্যদিকে, এদিন সকালেই শেওড়াফুলির নিস্তারিণী গঙ্গার ঘাটে স্নান করতে নেমে তলিয়ে যায় হরিপালের এক যুবক। তারও খোঁজ করছে বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী।

ঝাড়গ্রামে ট্রাক্টর উল্টে ৩ জনের মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: রবিবার ঝাড়গ্রামের দুটি পৃথক জায়গায় ট্রাক্টর উল্টে তিনজনের মৃত্যু হয়েছে।

চাষের কাজ সেরে বাড়ি ফেরার পথে ট্রাক্টর উল্টে একই পরিবারের দু'জনের মৃত্যু হয়েছে বৈতা এলাকায়। অন্য ঘটনাটি ঘটেছে পুকুরিয়াতে। সেখানে উল্টে যাওয়া ট্রাক্টরে চাপা পড়ে মৃত্যু হয়েছে এক জনের। হাসপাতাল সূত্রে জানা যায়, ঝাড়গ্রামের বৈতাতে চাষের কাজ সেরে ফিরছিলেন এক পরিবারের বাপি মাহাতো ও রঘুনাথ মাহাতো। ট্রাক্টরটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে যায়। তড়িঘড়ি উদ্ধার করে ঝাড়গ্রাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল নিয়ে এলে মৃত ঘোষণা করেন চিকিৎসকেরা। অপরদিকে, পুকুরিয়ার বৈতার কাছে জমিতে ট্রাক্টর উল্টে মৃত্যু হয় আরও এক জনের। ঘটনার তদন্ত করছে ঝাড়গ্রাম থানার পুলিশ।

অনুপ্রবেশকারী ৮ জন বাংলাদেশি নাগরিককে গ্রেপ্তার করল মুর্শিদাবাদ থানার পুলিশ

নিজস্ব প্রতিবেদন, মুর্শিদাবাদ: অবৈধ অনুপ্রবেশকারী আট বাংলাদেশিকে গ্রেপ্তার করল মুর্শিদাবাদ থানার পুলিশ। শনিবার রাতে মুর্শিদাবাদ থানার পুলি গৌরিবাগ ব্রিজের কাছে একটি গাড়ি আটক করে পুলিশ। ওই গাড়িতে আটজন বাংলাদেশি নাগরিক এবং একজন ভারতীয় নাগরিক ছিল বলে জানা যায়। ভারতীয় নাগরিক জামাল শেখ (৪৪) রানিনগর থানার চেক কাতলামারী পালপাড়া বাসিন্দা। সন্দেহ করা হয় জামাল শেখ ওই ব্যক্তিদের অবৈধভাবে যাতায়াতের জন্য দালাল হিসাবে কাজ করছিল। বাকি আটজনের ভারতে থাকার কোনও বৈধ কাগজপত্র না থাকায় তাদেরকে বাংলাদেশি নাগরিক হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। অনুপ্রবেশকারী মামলায় গ্রেপ্তার করা হয়েছে। বাংলাদেশি ওই ৮ জন হল রবিউল ইসলাম (২৫) বাড়ি রাজশাহী, মহম্মদ ইদ্রিস শেখ (২৬) বাড়ি খুলনা, মিলন শেখ (২৪) বাড়ি নড়াইল, আনারুল শেখ (২৫) বাড়ি নড়াইল, মিলন গাজী (২২) বাড়ি সাতক্ষীরা, ফারজানা খাতুন (২৫) বাড়ি খুলনা, জেসমিন খাতুন (২৫) বাড়ি সাতক্ষীরা এবং জুলাইকা বিবি (২৬) বাড়ি খুলনা। পুলিশের প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, ধৃতরা সবাই সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে প্রবেশ করেছিল কোনও বৈধ অনুমতি ছাড়াই। রবিবার ধৃতদের সকলকে আদালতে পেশ করা হয়েছে। অতিরিক্ত পুলিশ সুপার

(লালবাগ) রাসপ্রীত সিং বলেন, কিভাবে এরা সীমান্ত পার হল এবং কি উদ্দেশ্যে এসেছিল খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ধৃত ভারতীয়র সঙ্গে বাংলাদেশিদের যোগসূত্র খুঁজে বের করা হচ্ছে।

এদিকে বিশ্বাসযোগ্য তথ্যের ভিত্তিতে, জলঙ্গি থানার পুলিশ আলিয়ার বটতলায় অভিযান চালায়। অভিযান চলাকালীন, আলি হোসেন (২৮) নামে জলঙ্গি থানার তালতলী এলাকার একজনকে গ্রেপ্তার করে। তার কাছ থেকে দুটি সেন এমএম পিস্তল, চারটি খালি ম্যাগাজিন এবং পাঁচ রাউন্ড গুলি উদ্ধার করা হয়। ধৃতকে আদালতে হাজির করা হলে বিচারক পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেন। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, ধৃত আগ্নেয়াস্ত্রের কারবারী।

পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক ব্যক্তির। ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ। মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানোর পাশাপাশি পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে পুলিশের তরফে। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার পতিরাম থানার অন্তর্গত কদমতলী এলাকার ঘটনা। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত ওই ব্যক্তির নাম অর্পণ রায়। পেশায় তিনি একজন ব্যবসায়ী ছিলেন। স্ত্রীকে নিয়ে স্থানীয় বাজারের দিকে হেঁটে যাওয়ার সময় পেছন থেকে একটি মোটর বাইক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে তাঁকে ধাক্কা মারে। ঘটনায় গুরুতর জখম অবস্থায় তাঁকে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার সময় পথেই তাঁর মৃত্যু হয়। অন্যদিকে, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ। মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য বালুরঘাট সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠানোর পাশাপাশি পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে পুলিশের তরফে।

NOTICE

e-Tender are invited for execution of different soil conservation schemes vide **NIT 01(e)/DDASC/KRVP/2025-26** in the district of Purulia. For details, please visit **www.wbtenders.gov.in**. Last date for submission of tender is **29.05.2025 up to 04.00 P.M.**

Sd/-
Deputy Director of Agriculture (Soil Conservation), K.R.V.P, Purulia

---

এজিআই গ্রিনপ্যাক লিমিটেড
রেজি.অফিস : ২, রেড ক্রস প্লেস, কলকাতা -৭০০০০১
CIN : L51433WB1960PLC024539
সাধারণ বিজ্ঞপ্তি
শেয়ার সার্টিফিকেট হারিয়েছে

শেয়ার সার্টিফিকেট নং ১৪০৯- প্রতিটি ২ টাকার ৮৩২ ইক্যুইটি শেয়ারের জন্য কোম্পানির ডিসটিংটিভ নং ১১০৮৭৮৬৩-১১০৮৮৬৯৪, ফোলিও নং এল০০৪০৬, লক্ষ্মী আর এস-ব্যাঙ্গালোর এর নামে নথিভুক্ত হারিয়ে গিয়েছে। এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে কোম্পানির নিকট বৈধ কোনও আপত্তি দাখিল না হলে সংশ্লিষ্ট মূল সার্টিফিকেটের পরিবর্তে বিকল্প শেয়ার সার্টিফিকেট ইস্যু করা হবে। সাধারণকে সংশ্লিষ্ট মূল শেয়ার সার্টিফিকেট কোনওভাবেই লেনদেন না করতে সতর্ক করা হচ্ছে।

এজিআই গ্রিনপ্যাক লি এর পক্ষে
স্থান : কলকাতা ওমপাল
তারিখ : ২৩.০৫.২০২৫ কোম্পানি সেক্রেটারি

Form No. URC-2
Advertisement giving notice about registration under Part I of Chapter XXI
[Pursuant to section 374(b) of the companies Act, 2013 and rule 4(1) of the companies (Authorised to Register) Rules, 2014]

1. Notice is hereby given that in pursuance of sub-section (2) of section 366 of the Companies Act, 2013, an application has been made to the Registrar at Kolkata that **M/s. GLS Hotel and Resorts LLP** a Limited Liability Partnership may be registered under Part I of Chapter XXI of the Companies Act 2013, as a company limited by shares.

2.The principal objects of the company are as follows:
To carry on the business to acquire, purchase, sell, construct or reconstruct, develop the residential and commercial buildings, Lands, hotels, restaurants and other complexes and deal with real estate activities on owned or leasehold lands.

3. A copy of the draft memorandum and articles of association of the proposed company may be inspected at the office at Premises No-02-336, Plot No. DE- 139, New Town, North 24 Parganas, New Town, Kolkata-700156, West Bengal, India.

Notice is hereby given that any person objecting to this application may communicate their objection in writing to the Registrar at Premises No-02-336, Plot No. DE- 139, New Town, North 24 Parganas, New Town, Kolkata-700156, West Bengal, India., within twenty one days from the date of publication of this notice, with a copy to the company at its registered office.

Dated this 26th day of May, 2025.

Name(s) of Applicant
1. Mr. Lakshmi Kanta Kar
2. Mr. Indranil Kar
3. Mrs. Binapani Kar

JARURA SAMABAY KRISHI UNNYAN SAMITY LIMITED
(Regd. No. 5/HG Dated 06/08/2008)
REGD. OFFICE: VILL + P.O.- JARURA, P.S. - POLBA, HOOGHLY, 712138 WEST BENGAL
SCHEDULE OF ELECTION OF 12 (TWELVE) NO. OF DIRECTORS (INCLUDING RESERVED CATEGORY) TO THE BOARD OF DIRECTORS OF THE SOCIETY

Sl. No	Particulars	Date	Time	Place
1	Publication of the Draft List of voters who can caste the vote	26-05-2025	11 am	On the Notice Board of the Registered Office of the society
2	Submission of Objection/ Correction/Complaints, if any, in writing addressed to the A.R.O. regarding the Draft Voter List	26-05-2025 & 02-06-2025	11 am to 2 pm	At the Registered Office of the society
3	Date of hearing regarding objection/correction/complaints (if any) against Draft List of voters	04-06-2025	12 Noon	At the Registered Office of the society
4	Publication of Final List of voters eligible to cast votes	04-06-2025	After completion of hearing	On the Notice Board of the Registered Office of the society
5	Issue of Nomination Papers	17-06-2025 & 18-06-2025	12 Noon to 3 pm	At the Registered Office of the society
6	Submission of Nomination Papers	17-06-2025 & 18-06-2025	12 Noon to 3 pm	At the Registered Office of the society
7	Scrutiny of Nomination Papers	20-06-2025	12 Noon	At the Registered Office of the society
8	Publication of List of Valid Nominations	20-06-2025	Immediately after scrutiny	On the Notice Board of the Registered Office of the society
9	Last Date of Withdrawal of Nomination Papers	21-06-2025	12 Noon up to 3 pm	At the Registered Office of the society
10	Publication of the List of Contesting Candidates	21-06-2025	After 3 pm	On the Notice Board of the Registered Office of the society
11	Election of the Board of Directors (if any)	13-07-2025	12 Noon to 3 pm	At Jarura Siksha Niketan
12	Counting of Votes (in case of election is held)	13-07-2025	Immediately after the closure of poll	At Jarura Siksha Niketan
13	Publication of the Result of Election	13-07-2025	Immediately after the counting is over	On the Notice Board of the Registered Office of the society

Sd/- Gouranga Chowdhury
Date: 26.05.2025 Assistant Returning Officer, Jarura SKUS Ltd.

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank ইলাহাবাদ ALLAHABAD

জোনাল অফিস - কলকাতা দক্ষিণ
১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, ৪র্থ তল, কলকাতা-৭০০০০১

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

পরিশিষ্ট - IV-A [দ্রষ্টব্য সংস্থান রুল ৮(৬) এবং ৯(১)]

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ স্থাবর/অস্থাবর সম্পদের জন্য ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্টর অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) এবং ৯(১) সংস্থান অধীনে

এতদ্বারা সাধারণকে সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদাতাগণকে বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে, নিম্নে বর্ণিত বন্ধকী/দায়বদ্ধ স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তি **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (জামিন অধীনে ঋণদাতা)** নিকট যা নির্ধারিত ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **প্রতীকী দখলীকৃত** বিক্রয় করা হবে **"যেখানে যেমন অছে", "যেখানে যা আছে", এবং "যেমন অবস্থায় আছে ভিত্তিতে" ১১.০৬.২০২৫ অনুযায়ী, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, লস্করপুর শাখা (জামিন অধীনে ঋণদাতা) ১২,৬৯,৭৬৭.৯৩ টাকা** (বারো লাখ উনসত্তর হাজার সাতশ সাতষট্টি টাকা এবং তিরানব্বই পয়সা) **৩০.০৭.২০২৪** অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, চার্জ এবং ব্যয় আদায়ের জন্য **শ্রীমতী কুহেলি চক্রবর্তী (ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা)** স্বামী শ্রী সুমিত চক্রবর্তী, দক্ষিণ রায় পল্লী, ওয়ার্ড নং ১, সুবিদ্ধিপুর, পো. এবং থানা - বারুইপুর, কলকাতা - ৭০০১৪৪ **আরও ঠিকানা** - ৫ম তল, ফ্ল্যাট নং ৪/সি, ব্লক ৩, "মায়া কানন" অ্যাপার্টমেন্ট, বেহারাপাড়া রোড বাই লেন, দক্ষিণ রায়পল্লী, পো. এবং থানা বারুইপুর, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন - ৭০০১৪৪ কাছ থেকে।
ই-নিলাম প্রক্রিয়া অধীনে বিক্রয় অধীন সম্পত্তির নিম্নোক্ত মতে নির্দিষ্ট বিস্তারিত :

ক্র. নং.	ক) অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতার নাম খ) শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত বিবরণ	জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া পরিমাণ	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি পরিমাণ গ) ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ ঘ) সম্পত্তির আইডি ঙ) সম্পত্তির দায়বদ্ধতা চ) দখলের ধরন
১	**ক) শ্রীমতি কুহেলী চক্রবর্তী (ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা)** স্বামী শ্রী সুমিত চক্রবর্তী, দক্ষিণ রায় পল্লি, ওয়ার্ড নং ১, সুবুদ্ধিপুর, পো এবং থানা : বারুইপুর, কলকাতা : ৭০০১৪৪। **আরও ঠিকানা :** ৫ম তল, ফ্ল্যাট নং ৪/সি, ব্লক -৩, মায়া কানন অ্যাপার্টমেন্ট, বেহারাপাড়া রোড বাই লেন, দক্ষিণ রায়পল্লি,পো এবং থানা বারুইপুর, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন : ৭০০১৪৪। **খ) লস্করপুর শাখা।**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বসবাসের ফ্ল্যাট ৫মতলে, নং ৪/সি, ব্লক -৩,ফ্ল্যাটের পরিমাণ এরিয়া কমবেশি ৬৪০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া নির্মিত জমির পরিমাণ ২১ ডেসিমেল, টাইলসের মেঝে , ৮ ফুট বেহারাপাড়া রোড বাই লেনের উপর, দক্ষিণ রায়পল্লি, মায়া কানন অ্যাপার্টমেন্ট নামে পরিচিত, মৌজা : সুবুদ্ধিপুর, জেএল নং ৩২, আরএস নং ৭০, তৌজি নং ২৬৭,আরএস এবং এলআর দাগ নং ৭৮,আরএস খতিয়ান নং ৩৬৫, এলআর খতিয়ান নং ৮১৭, বিভাজনের পর ৪১৫৫, ৪০২৫, ৪১৫৪ এবং ৫৩২০, অবস্থিত হোল্ডিং নং ৫০৫/এফ, ৫০৫ডিস ৫০৫ই, ১১০৪, বারুইপুর পুরসভার ওয়ার্ড নং ১ অধীন, থানা : বারুইপুর, কলকাতা : ৭০০১৪৪, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, নথিভুক্ত বুক নং ১, ভলুম নং ১৬১১-২০২১,পৃষ্ঠা ১৩৮৬ থেকে ১৪৪০, দলিল নং ১৬১১০০০১২-২০২১ সালের অতিরিক্ত জেলা সাব রেজিস্ট্রার অফিস এডিএসআর-বারুইপুর, **সম্পত্তি শ্রীমতি কুহেলী চক্রবর্তী, স্বামী সুমিত চক্রবর্তীর নামে। চৌহদ্দি :** উত্তরে : দেবব্রত চ্যাটার্জির ভবন এবং ১৬ ফুট চওড়া বেহারাপাড়া রোড, দক্ষিণে : শম্ভু নন্দীর ভবন এবং ৮ ফুট পুরসভা সড়ক, পূর্বে : অনন্ত মন্ডল এবং প্রদীপ মন্ডল এবং অন্যান্য, পশ্চিমে : সুমিত্রা চট্টোপাধ্যায় এংব শান্তনু চট্টোপাধ্যায়।	**১২,৬৯,৭৬৭.৯৩ টাকা** (বারো লাখ উনসত্তর হাজার সাতশ সাতষট্টি টাকা এবং তিরানব্বই পয়সা) **৩০.০৭.২০২৪** অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, মূল্য, অন্যান্য চার্জ এবং ব্যয় সহ	**ক) ১৫,২০,০০০.০০ টাকা (*)** (পনের লাখ কুড়ি হাজার টাকা) **খ) ১,৫২,০০০.০০ টাকা** (এক লাখ বাহান্ন হাজার টাকা) ই-নিলাম তারিখ এবং সময়ের পূর্বে পোর্টালে জমা করতে হবে **গ) ১০,০০০.০০ টাকা** (দশ হাজার টাকা) **ঘ) IDIB58004801698** **ঙ) অনুমোদিত অফিসারের জ্ঞান এবং তথ্যমতে, উপরে উল্লিখিত সম্পত্তির কোনও দায়বদ্ধতা নেই** **চ) প্রতীকী দখলীকৃত**

যোগাযোগের বিস্তারিত - ৭০০৩৩ ১৫২২৩

(*) সংরক্ষিত মূল্যের উপরে বিক্রয় মূল্য হতে হবে।

পর্যবেক্ষণের তারিখ : ২৬.০৫.২০২৫ থেকে ১০.০৬.২০২৫ সময় : সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত
ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : তারিখ : ১১.০৬.২০২৫, সময় - সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত
ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারীর প্ল্যাটফর্ম https://baanknet.com

দরদাতাদের অনলাইন বিডে অংশ নিতে আমাদের ই-নিলাম পরিষেবা প্রদানকারী **পিএসবি অ্যালায়ান্স প্রা. লি.**-এর ওয়েবসাইট **https://baanknet.com** দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে ফোন করুন **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রা. লি. হেল্পডেস্ক নং ৮২৯১২ ২০২২০ ইমেল আইডি : support.BAANKNET@psballiance.com** এবং পরিষেবা প্রদানকারীর হেল্পলাইন নম্বরে। রেজিস্ট্রেশন স্ট্যাটাস এবং ইএমডি স্ট্যাটাসের জন্য মেল করুন **support.BAANKNET@psballiance.com**
সম্পত্তির বিশদ বিবরণ এবং সম্পত্তির ফটোগ্রাফ এবং নিলামের নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন **https://baanknet.com** এই পোর্টাল সম্পর্কিত ব্যাখ্যার জন্য, অনুগ্রহ করে **যোগাযোগ নং ৮২৯১২২০২২০**-এ যোগাযোগ করুন।
দরদাতাদের https://baanknet.com-এর সাথে ওয়েবসাইটে সম্পত্তি অনুসন্ধান করার সময় উপরে উল্লিখিত সম্পত্তি আইডি নম্বর ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

দ্রষ্টব্য : সংশ্লিষ্ট এই নোটিশ ঋণগ্রহীতা(গণ)/জামিনদাতা(গণ)/বন্ধকদাতা(গণ)-এর উদ্দেশ্যেও

তারিখ - ২১.০৪.২০২৫/স্থান- কলকাতা অনুমোদিত অফিসার/ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড
(পূর্বে যা এল&টি ফাইনান্স হোল্ডিংস লিমিটেড নামে পরিচিত ছিল)
রেজিস্টার্ড অফিস: এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড, বৃন্দবন বিল্ডিং, প্লট নং 177, কালিনা, সিএসটি রোড, মার্সিডিজ শোরুমের কাছে, সান্তাক্রুজ (পূর্ব), মুম্বাই 400 098
CIN No.: L67120MH2008PLC181833
ব্রাঞ্চ অফিস: কলকাতা

L&T Finance

দাবি সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট 2002 (এতদ্‌পরবর্তীতে আইন হিসাবে উল্লেখিত)-এর ধারা 13(2)-এর অধীনে

যেহেতু আপনারা আপনাদের ঋণ অ্যাকাউন্টের সুদ এবং মূলের কিস্তিগুলি প্রদানের ক্ষেত্রে খেলাপ করেছেন, এবং উল্লেখিত বকেয়া প্রদেয়গুলি পরিশোধের ক্ষেত্রে ব্যর্থ হয়েছেন এবং অবহেলা করেছেন, আমরা, আইনটির ধারা 13(2)-এর অধীনে আপনাদের সকলের (ঋণ গ্রহীতা / গণ, সহ-ঋণগ্রহীতা / গণ এবং জামিনদার / গণ) নিকট প্রদানের রসিদসহ নিবন্ধীত ডাক-এর মাধ্যমে দাবি সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি প্রদান করেছি। ফলস্বরূপ, ঋণ অ্যাকাউন্টটি, ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক-এর দ্বারা সম্পদ শ্রেণীকরণের উপর প্রদত্ত নির্দেশিকাগুলি অনুসারে হিসাব বইতে নন-পারফর্মিং অ্যাসেট (এনপিএ) হিসাবে শ্রেণীভুক্ত হয়েছে। নোটিশ বা বিজ্ঞপ্তিটি ফেরত এসেছে "আনডেলিভার্ড" হিসাবে এবং এই কারণে আমরা এখন এই বিজ্ঞপ্তিটি ইস্যু করছি আপনাকে সমস্ত 13(2) আইনের অধীনে এবং এতৎদ্বারা ঘোষণা করছি যে এই বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত অ্যামাউন্টটি প্রদান করার জন্য এল & টি ফাইনান্স লিমিটেড। (পূর্বে, এল& টি হোল্ডিংস ফাইন্যান্স লিমিটেড) 60 দিনের সময়সীমায় এই পেপার নটিফিকেশন-এর তারিখ থেকে একত্রে পরবর্তী সুদের হারের সঙ্গে এবং অন্যান্য চার্জসমূহ ডিমান্ড নোটিশের তারিখ পেমেন্ট বা আদায় পর্যন্ত। আপনার দ্বারা, এই বিজ্ঞপ্তির শর্তাবলীর অধীনে আপনার দায়গুলি পালন করার বিষয়ে আপনার ব্যর্থতার ক্ষেত্রে, আমরা আইনটির ধারা 13(4) অথবা ধারা 14-এর অধীনে আরোপিত অধিকারগুলির মধ্যে যেকোনটি অথবা সবগুলির ব্যবহার করতে বাধ্য হব। 'এটি, এই আইনটির এবং / অথবা সময়ে সময়ে বলবত থাকা অন্য যেকোন আইনের অধীনে আমাদের নিকট উপলব্ধ যেকোন অধিকারের ক্ষেত্রে কোন প্রকার সংস্কারবিহীন'।

ঋণ অ্যাকাউন্ট নম্বর	ঋণ গ্রহীতা / গণ এবং সহ-ঋণ গ্রহীতা / গণ নাম	দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ / এনপিএ তারিখ / বকেয়া রাশি: এনপিএ তারিখ	দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ / এনপিএ তারিখ / বকেয়া রাশি: বকেয়া রাশি (₹)	স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ (বন্ধকীকৃত)
H03502250123015109, H03502140623023921, H03502250123015109L, H03502250123015109G	1. পি প্রতীত কুমার 2. স্বাতী গুপ্ত	দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ : 09/05/2025 গগুক তারিখ : 02/04/2025	06/05/2025 তারিখের হিসাবে টাঃ37,27,303.95/- (টাকা সাঁইত্রিশ লাখ সাতাশ হাজার তিনশো তিন এবং পঁচানব্বই পয়সা)	**অনুসূচি - I** টাউনশীপের মধ্যে "কোলকাতা ওয়েষ্ট ইন্টারন্যাশনাল সিটি"-র মধ্যে নং এ/08/09 থাকা আবাসনিক রো হাউস যার পরিমাপ 130.49 বর্গ মিটার, যা পশ্চিমবঙ্গের, হাওড়া জেলার, থানা – ডোমজুড়ে, মৌজা : বাঁকড়া, জে.এল. নং 55 অধীনে পড়া আর.এস. দাগ নং 250, বর্তমানে এল.আর. দাগ নং 270, খতিয়ান নং – 1004–এ কথিত জমির 968.76 বর্গফুট পরিমাপের বাস্তু জমি সহ 1405 বর্গফুট সুপার বিল্ট–আপের সমতুল্য, একত্রে যেটা 1.345 কাঠার সমতুল্য এবং কথিত জমি নিম্নরূপে সীমানাবদ্ধ :– ফ্ল্যাটের চতুর্সীমা: উত্তর – পাশাপাশি ইউনিট নং এ/08/36; দক্ষিণ – 12 মিটার চওড়া রাস্তা; পূব – পাশাপাশি ইউনিট নং এ/08/08; পশ্চিম – পাশাপাশি ইউনিট নং এ/08/10
H17299290921030011	1. পি মেসার্স জে.এস.এন্টারপ্রাইস (ইহার মালিক শ্রী রাজশ্রী সাহা'র মাধ্যমে) 2. জয়ন্ত রঞ্জিৎ প্রসাদ সাহা 3. রাজশ্রী জয়ন্ত সাহা	দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ : 09/05/2025 NPA তারিখ : 02/04/2025	06/05/2025 তারিখের হিসাবে টাঃ 41,11,589.64/- (একচল্লিশ লাখ এগারো হাজার পাঁচশো উননব্বই এবং চৌষট্টি)	**অনুসূচি- I** সেকেণ্ড ফ্লোরে, দক্ষিণ দিকে, ফ্ল্যাট নং এ, পরিমাপ সুপার বিল্ট–আপ এরিয়া কম–বেশী 1300 বর্গফুট, যেটা সকল পথাধিকারের সঙ্গে একত্রে জমি ও কমন অংশ তথা ভাগে আনুপাতিক ভাগীদারি ও স্বার্থ সহ একত্রে 24 পরগণা (উত্তর) জেলাতে মিউনিসিপ্যাল হোল্ডিং নং 15/10, ইটালগাছা রোড, ওয়ার্ড নং 10 হওয়া, দমদম মিউনিসিপ্যালিটির স্থানীয় এক্তিয়ারের মধ্যে কাশীপুর দমদমে অ্যাডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট সাব রেজিস্ট্রেশন অফিস অধীনে, মৌজা – সুলতানপুর, থানা – দমদম, জে.এল. নং 10, আর.এস. নং 148, তৌজি নং 172/173, দাগ নং 667, 668, খতিয়ান নং 648, 448 এবং 121–এ থাকা ও অবস্থিত জমিতে আনুপাতিক ভাগীদারি ও স্বার্থ সহ একত্রে দমদম মিউনিসিপ্যালিটির অধীনে হোল্ডিং নং 15/10, ইটালগাছা রোড, ওয়ার্ড নং 10–এ মৌজা – সুলতানপুর, থানা – দমদম, দাগ নং 667, 668, খতিয়ান নং 648, 448 এবং 121 অধীনস্থ।
H03502070522085621, H03502070522085621G	1. বিক্রমজীৎ নাথ	দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ : 09/05/2025 NPA তারিখ : 02/04/2025	06/05/2025 তারিখের হিসাবে টাঃ73,77,768.87/- (তিয়াত্তর লাখ সাতাত্তর হাজার সাতশো আটষট্টি দশমিক সাতাশি)	**অনুসূচি - I** ফ্ল্যাট/ইউনিটের সমস্ত খণ্ড ও অংশের হওয়া কম–বেশী 1281.25 বর্গফুট (কার পার্কিং জায়গা ছাড়া) পরিমাপের সুপার বিল্ট–আপ এরিয়া যুক্ত দক্ষিণ দিকে (পিছনের ভাগে) থার্ড ফ্লোরে ফ্ল্যাট নং –3, যেটা দক্ষিণ 24 পরগণা জেলাতে, মিউনিসিপ্যাল পরিসর নং – 24/1–এর অংশে, রাজা সুবোধচন্দ্র মল্লিক রোড, থানা – যাদবপুর, কোলকাতা – 700 032 এবং কথিত পরিসর কোলকাতা মিউনিসিপ্যাল অফ কর্পোরেশনের সীমার মধ্যে, ওয়ার্ড নং 96–এ, মৌজা – যাদবপুর, জে.এল. নং 35, সি.এস. খতিয়ান নং 66, সি.এস. দাগ নং 19–এ আছে ও অবস্থিত।

তারিখ: 26.05.2025
স্থান: কলকাতা

স্বাক্ষরিত
অনুমোদিত আধিকারিক
এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড-এর তরফে

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank ইলাহাবাদ ALLAHABAD

জোনাল অফিস - কলকাতা দক্ষিণ
১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, ৪র্থ তল, কলকাতা-৭০০০০১

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

পরিশিষ্ট - IV-A [দ্রষ্টব্য সংস্থান রুল ৮(৬) এবং ৯(১)]

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ স্থাবর/অস্থাবর সম্পদের জন্য ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্টর অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) এবং ৯(১) সংস্থান অধীনে

এতদ্বারা সাধারণকে সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদাতাগণকে বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে, নিম্নে বর্ণিত বন্ধকী/দায়বদ্ধ স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তি **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (জামিন অধীনে ঋণদাতা)** নিকট যা নির্ধারিত ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **প্রতীকী দখলীকৃত** বিক্রয় করা হবে **"যেখানে যেমন অছে", "যেখানে যা আছে", এবং "যেমন অবস্থায় আছে ভিত্তিতে" ১১.০৬.২০২৫ অনুযায়ী, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, বোরাল শাখা (জামিন অধীনে ঋণদাতা) ১৯,৮৩,১৬২.০০ টাকা** (উনিশ লাখ তিরাশি হাজার একশ বাষট্টি টাকা) **০৩.০৫.২০২৪** অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, চার্জ এবং ব্যয় আদায়ের জন্য **শ্রী রবীন্দ্র নাথ হালদার (ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা)** পিতা শশ ধর হালদার এবং **শ্রী রাহুল হালদার (ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা)** পিতা রবীন্দ্র নাথ হালদার **উভয়ের ঠিকানা** - ফ্ল্যাট নং ১ডি, সানি ভিলা, পূর্বাচল মেন রোড, প্রেমিসেস নং ১২৫২, ৩এ, লাল বাহাদুর শাস্ত্রী ফার্স্ট লেন, পো- হালতু, থানা - গরফা, ওয়ার্ড নং ১০৬, কলকাতা - ৭০০০৭৮ কাছ থেকে।
ই-নিলাম প্রক্রিয়া অধীনে বিক্রয় অধীন সম্পত্তির নিম্নোক্ত মতে নির্দিষ্ট বিস্তারিত :

ক্র. নং.	ক) অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতার নাম খ) শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত বিবরণ	জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া পরিমাণ	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি পরিমাণ গ) ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ ঘ) সম্পত্তির আইডি ঙ) সম্পত্তির দায়বদ্ধতা চ) দখলের ধরন
১	**ক) ১. শ্রী রবীন্দ্র নাথ হালদার (ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা),** পিতা শশধর হালদার, ফ্ল্যাট নং ১ডি, সানি ভিলা,পূর্বাচল মেন রোড, প্রেমিসেস নং ১২৫২, ৩এ,লাল বাহাদুর শাস্ত্রী ফার্স্ট লেন, পো : হালতু,থানা : গরফা, ওয়ার্ড নং ১০৬, কলকাতা-৭০০০৭৮। **২. শ্রী রাহুল হালদার (ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা),** পিতা রবীন্দ্র নাথ হালদার, ফ্ল্যাট নং ১ডি, সানি ভিলা,পূর্বাচল মেন রোড, প্রেমিসেস নং ১২৫২, ৩এ,লাল বাহাদুর শাস্ত্রী ফার্স্ট লেন, পো : হালতু,থানা : গরফা, ওয়ার্ড নং ১০৬, কলকাতা-৭০০০৭৮। **৩. শ্রীমতি সরস্বতী হালদার (জামিনদাতা),** স্বামী রবীন্দ্র নাথ হালদার, ফ্ল্যাট নং ১ডি, সানি ভিলা,পূর্বাচল মেন রোড, প্রেমিসেস নং ১২৫২, ৩এ,লাল বাহাদুর শাস্ত্রী ফার্স্ট লেন, পো : হালতু,থানা : গরফা, ওয়ার্ড নং ১০৬, কলকাতা-৭০০০৭৮। **খ) বোরাল শাখা**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ ফ্ল্যাট নং ১ডি, পরিমাণ কমবেশি ৭৭০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া নির্মিত জমির পরিমাণ আনুমানিক ৬ কাঠা ১০ ছটাক ২০ বর্গফুট, ২ বেড রুম, ১ লিভিং তথা ডাইনিং, ১ কিচেন, ১ টয়লেট, ১ ডব্লু সি এবং ১ বারান্দা, মার্বেল মেঝে অবস্থিত উত্তর-পশ্চিম দিকে একতলায় উক্ত দোতলা ভবনে অবস্থিত প্রেমিসেস নং ১২৫২, পূর্বাচল মেন রোড, পো : হালতু, কলকাতা : ৭০০০৭৮, থানা : গরফা, ওয়ার্ড নং ১০৬,কলকাতা পৌর সংস্থা অধীন, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, উল্লেখ্য দলিল নং ১৬০৩০৩৮৭৮-২০১৭ সালের তারিখ ০৪.০৯.২০১৭ নথিভুক্ত বুক নং ১, ভলুম নং ১৬০৩-২০১৭, পৃষ্ঠা ১০৭২৪৬ থেকে ১০৭২৮৪, **সম্পত্তি শ্রী রবীন্দ্র নাথ হালদার এবং শ্রী রাহুল হালদারের নামে । চৌহদ্দি :** উত্তরে : প্লট নং বি সি এবং ডি, আরএস দাগ নং ১৭৪৭, ১৭৪৭/২৫৪১, দক্ষিণে : জমি আরএস দাগ নং ১৭৪৬ এবং ১৭৪৯, পূর্বে : সড়ক, পশ্চিমে : ৫ ফুট চওড়া সড়ক এবং প্লট নং জি -আরএস দাগ নং ১৭৪৭।	**১৯,৮৩,১৬২.০০ টাকা** (উনিশ লাখ তিরাশি হাজার একশ বাষট্টি টাকা) **০৩.০৫.২০২৪** অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, মূল্য, অন্যান্য চার্জ এবং ব্যয় সহ	**ক) ১৮,৬৩,০০০.০০ টাকা (*)** (আঠার লাখ তেষট্টি হাজার টাকা) **খ) ১,৮৬,৩০০.০০ টাকা** (এক লাখ ছিয়াশি হাজার তিনশ টাকা) ই-নিলাম তারিখ এবং সময়ের পূর্বে পোর্টালে জমা করতে হবে **গ) ১০,০০০.০০ টাকা** (দশ হাজার টাকা) **ঘ) IDIB50404373223A** **ঙ) অনুমোদিত অফিসারের জ্ঞান এবং তথ্যমতে, উপরে উল্লিখিত সম্পত্তির কোনও দায়বদ্ধতা নেই** **চ) প্রতীকী দখলীকৃত**

যোগাযোগের বিস্তারিত - ৭০০৩৩ ১৫২২৩

(*) সংরক্ষিত মূল্যের উপরে বিক্রয় মূল্য হতে হবে।

পর্যবেক্ষণের তারিখ : ২৬.০৫.২০২৫ থেকে ১০.০৬.২০২৫ সময় : সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত
ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : তারিখ : ১১.০৬.২০২৫, সময় - সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত
ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারীর প্ল্যাটফর্ম https://baanknet.com

দরদাতাদের অনলাইন বিডে অংশ নিতে আমাদের ই-নিলাম পরিষেবা প্রদানকারী **পিএসবি অ্যালায়ান্স প্রা. লি.**-এর ওয়েবসাইট **https://baanknet.com** দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে ফোন করুন **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রা. লি. হেল্পডেস্ক নং ৮২৯১২ ২০২২০ ইমেল আইডি : support.BAANKNET@psballiance.com** এবং পরিষেবা প্রদানকারীর হেল্পলাইন নম্বরে। রেজিস্ট্রেশন স্ট্যাটাস এবং ইএমডি স্ট্যাটাসের জন্য মেল করুন **support.BAANKNET@psballiance.com**
সম্পত্তির বিশদ বিবরণ এবং সম্পত্তির ফটোগ্রাফ এবং নিলামের নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন **https://baanknet.com** এই পোর্টাল সম্পর্কিত ব্যাখ্যার জন্য, অনুগ্রহ করে **যোগাযোগ নং ৮২৯১২২০২২০**-এ যোগাযোগ করুন।
দরদাতাদের https://baanknet.com-এর সাথে ওয়েবসাইটে সম্পত্তি অনুসন্ধান করার সময় উপরে উল্লিখিত সম্পত্তি আইডি নম্বর ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

দ্রষ্টব্য : সংশ্লিষ্ট এই নোটিশ ঋণগ্রহীতা(গণ)/জামিনদাতা(গণ)/বন্ধকদাতা(গণ)-এর উদ্দেশ্যেও

তারিখ - ২১.০৪.২০২৫/স্থান- কলকাতা অনুমোদিত অফিসার/ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

মহারাজপুর সমবায় সমিতির ভোটে উত্তেজনা, হামলার অভিযোগ তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিবেদন, দৌলতাবাদ: মহারাজপুর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি ভোটে সংঘর্ষে উত্তেজনা ছড়ালো। সংঘর্ষে আহত হলেন এক প্রার্থী। পরিস্থিতি সামাল দিতে মোতায়েন করা হয় পুলিশ বাহিনী। হামলার অভিযোগ উঠেছে তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীর দিকেই। যদিও বহরমপুর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি তথা তৃণমূল নেতা আইজুদ্দিন মণ্ডল এই অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। দৌলতাবাদ থানার অন্তর্গত গুরুদাসপুর পঞ্চায়েতের মহারাজপুর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতির ভোট ঘিরে রবিবার সকাল থেকেই শুরু হয় চরম উত্তেজনা। নিশীথ বরণী সিনহা উচ্চ বিদ্যালয় (উঃ মাঃ) প্রাঙ্গণে ভোটগ্রহণ চলাকালীন ঘটনাস্থলে একাধিক সংঘর্ষের অভিযোগ উঠেছে। ১,০৫৬ জন ভোটারের এই নির্বাচনে মোট ৮৬ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। যাদের মধ্য থেকে নির্বাচিত হবেন ৪৩ জন। ভোট শুরুর পর থেকেই পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। দুপুর নাগাদ অভিযোগ ওঠে, সিপিআইএম এবং কংগ্রেস জোটের প্রার্থীদের টেন্টে হামলা চালায় তৃণমূল কংগ্রেসের সমর্থকরা। তারা তাঁবু ভাঙচুর করে এবং জোট

প্রার্থীদের ওপর চড়াও হয়ে মারধর করে বলে অভিযোগ। সংঘর্ষে গুরুতর আহত হন প্রদীপ মণ্ডল নামে এক প্রার্থী। বর্তমানে তিনি চিকিৎসাধীন বলে জানা গিয়েছে।

ঘটনার তীব্র প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন বহরমপুর বিধানসভার প্রাক্তন বিধায়ক ও কংগ্রেস নেতা মনোজ কুমার চক্রবর্তী। তিনি অভিযোগ করেন, 'সকাল থেকেই তৃণমূল কংগ্রেসের মদতে কিছু বহিরাগত এলাকা ঘিরে রাখে এবং সাধারণ ভোটারদের ভোট দিতে বাধা দেয়। এমনকী পুলিশ প্রশাসনের একাংশও এই ঘটনায় নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করেছে বলে অভিযোগ মনোজ চক্রবর্তীর।' সিপিআইএম নেত্রী জয়ন্তী দাস কড়া ভাষায় তৃণমূলকে আক্রমণ করে বলেন, 'তৃণমূল কংগ্রেসের হাতে মারধর করেও আমাদের দমন করা যাবে না। গণতন্ত্র রক্ষায় শেষ পর্যন্ত লড়াই করব।'

অন্যদিকে, তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে সমস্ত অভিযোগ খারিজ করে জানানো হয়েছে, এই অভিযোগগুলো সম্পূর্ণ মিথ্যা এবং সাজানো নাটক। তাঁদের বক্তব্য, 'ভোট শান্তিপূর্ণভাবেই চলছে। জনগণই ঠিক করবে কে জয়ী হবে। গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ভোট হচ্ছে এবং বিরোধীদের ভিত্তিহীন অভিযোগ ভোটকে কলুষিত করার চেষ্টা ছাড়া কিছু নয়।'

পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ঘটনাস্থলে অতিরিক্ত বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে এবং পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। তবে এখনও পর্যন্ত কাউকে আটক বা গ্রেপ্তার করা হয়েছে কিনা, সে বিষয়ে কিছু জানানো হয়নি।

এই ঘটনার জেরে দৌলতাবাদ থানা এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। ভোটের ফলাফল ও পরবর্তী পরিস্থিতির দিকে তাকিয়ে গোটা এলাকা।

আরামবাগে কৃষক বিক্ষোভের জেরে বন্ধ হয়ে গেল রাস্তার কাজ, উত্তেজনা

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: কৃষক বিক্ষোভের জেরে গ্রামীণ রাস্তা তৈরির কাজ বন্ধ হয়ে গেল। কৃষকদের দাবিকে মান্যতা না দিয়ে জোর করে কাজ করার অভিযোগ স্থানীয় প্রশাসনের বিরুদ্ধে। রবিবার সকালে ঠিকাদাররা বহিরাগত লোকজন নিয়ে গিয়ে কৃষকদের জমির ওপর দিয়ে রাস্তা নির্মাণ শুরু করে। এরপরেই কৃষক বিক্ষোভ শুরু হয়। ঘটনাটি ঘটেছে, আরামবাগ ব্লকের মাধবপুর অঞ্চলের খরদা কানপুরে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রধানমন্ত্রী গ্রামীণ সড়ক যোজনার রাস্তা হুগলি জেলা পরিষদের নিয়ন্ত্রণে। দীর্ঘদিন আগেই কানপুর এলাকার কৃষকরা প্রশাসনের বিভিন্ন জায়গায় রাস্তা নির্মাণের জন্য জমি থেকে মাটি তোলার বিষয়ে আপত্তি তোলে। প্রায় ১৫০ জনের মতো কৃষকরা আপত্তি তোলেন। তাদের দাবি, এই রাস্তা তৈরি করতে হলে কৃষকদের অনুমতি নিতে হবে। রাস্তার জন্য কৃষকরা জমি দিতে রাজি। কিন্তু জমি থেকে মাটি তুলে রাস্তা করা চলবে না। কারণ জমি থেকে মাটি নিয়ে রাস্তা করলে জমি গর্ত হয়ে যাবে। ফসল হবে না। বাইরে থেকে মাটি এনে রাস্তা তৈরি করা হোক। প্রয়োজনে গ্রামের কৃষকরা পুকুর থেকে মাটি দিতে রাজি। কিন্তু অভিযোগ ওঠে স্থানীয় পঞ্চায়েত ও তৃণমূল নেতারা বাইরে

থেকে লোকজন এনে জোর করে জমি থেকে মাটি তুলে রাস্তা তৈরি শুরু করে। এদিন তাই কৃষকেরা আপত্তি তোলে এবং বিক্ষোভ দেখায়। কাজ বন্ধ হয়ে যায়।

এই বিষয়ে কানপুরের কৃষক জয়দেব ঘোষ, সাগর মাল, কাজল মাল-রা জানান, 'আমাদের রাস্তা তৈরিতে কোনও আপত্তি নেই। জমি আমরা দেব। কিন্তু রাস্তা তৈরির জন্য জমি থেকে মাটি নেওয়া চলবে না। বাইরে থেকে মাটি এনে রাস্তা তৈরি করতে হবে। জমির মাটি নিলে চাষ করা যাবে না। প্রয়োজনে গ্রামের পুকুর থেকে মাটি নিয়ে এসে রাস্তা তৈরি হোক।' প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, ডিহিবাগনান থেকে বলরামপুর পর্যন্ত রাস্তাটি হচ্ছিল। মাঝে কানপুর এলাকায় রাস্তা নিয়ে জট তৈরি হয়েছে। এই বিষয়ে হুগলি জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ বিজন বেসরা বলেন, 'ওখানে রাস্তা তৈরি নিয়ে একটা সমস্যা রয়েছে। আমরা কৃষকদের সঙ্গে নিয়ে সমস্যার সমাধান করব।' স্থানীয় পঞ্চায়েত প্রধান, খাদেমুল ওয়াহাব (দুলাল) বলেন, 'কৃষকরা আপত্তি তুলে ছিল বলে অনেকদিন কাজ বন্ধ ছিল। এদিন আবার কাজ শুরু করতে গেলে বাধা আসে। কাজ বন্ধ আছে। বিডিও অফিসে কৃষকদের নিয়ে আলোচনা হবে। রাস্তা তৈরির মাটি নিয়ে সমস্যা আছে। মূলত রাস্তা তৈরির জন্য যে জমির ওপর দিয়ে রাস্তা যাচ্ছে সেখান থেকেই মাটি নেওয়া হয়। কিন্তু কৃষকরা মানতে চাইছে না।' সবমিলিয়ে মাটি জট নিয়ে কৃষক বিক্ষোভ। এখন দেখার কৃষকদের দাবিকে মান্যতা দিয়ে প্রশাসন কি পদক্ষেপ নেয়।

ধসের কারণে বেহাল রাস্তা, প্রতিবাদে বিক্ষোভ কর্মসূচিতে সামিল বিজেপি

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: সেতু সংযোগকারী রাস্তা ধসের কারণে বসে যাওয়ার প্রতিবাদে বিক্ষোভ কর্মসূচিতে সামিল ভারতীয় জনতা পার্টি। রবিবার স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্বে তরফে ঘটনার প্রতিবাদ জানানো হয়। উল্লেখ্য, বালুরঘাট ব্লকের জলঘর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত রাধানগর গ্রামে রয়েছে কাশিয়া খাঁড়ি। সেই খাঁড়ির ওপরে থাকা সেতুর সংযোগকারী রাস্তা সম্প্রতি তৈরি করা হলেও ধসের কারণে সেটি বসে গিয়েছে। এর ফলে স্থানীয় প্রশাসনের তরফে ওই ব্রিজের ওপর দিয়ে ভারী যান চলাচল নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে। জানা গিয়েছে, জলঘর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত রাধানগর, চককাশি, গুপিনগর, জলঘর এলাকার বাসিন্দাদের যাতায়াতের ক্ষেত্রে নির্ভর করতে হয় এই সেতুটির উপরে। কিন্তু কয়েকদিনের বৃষ্টির ফলে সেতু সংযোগকারী রাস্তা (অ্যাপ্রোচ রোড) বসে যাওয়ার ফলে বিপদের আশঙ্কা করছেন স্থানীয়রা। অন্যদিকে, সেতু সংযোগকারী রাস্তা বসে যাওয়ার ফলে এদিন বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্ব। ঘটনাস্থল পরিদর্শনে যান ভারতীয় জনতা পার্টির জেলা সভাপতি স্বরূপ চৌধুরী। অবিলম্বে এই সেতু সংযোগকারী রাস্তা সংস্কার করতে হবে, তা নাহলে আগামীতে আরও বৃহত্তর আন্দোলনে সামিল হবেন বলেই বিজেপি নেতৃত্বের তরফে জানানো হয়েছে।

এ বিষয়ে ভারতীয় জনতা পার্টির তপন মণ্ডল-১ এর সভানেত্রী কল্যাণী সরকার জানান, 'বর্তমানে যা পরিস্থিতি তাতে আর এক বছরও হয়তো ব্রিজ টিকবে না। ভেঙে পড়বে! এই কাজের সময় কাটমানি খাওয়া হয়েছে। ব্রিজের জায়গায় জায়গায় ফাটল ধরে গিয়েছে। আমরা এই ঘটনায় মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগ দাবি করছি।'

জল সংকট মেটাতে শোলার জলছত্র বসালেন পুরশুড়ার বিজেপি বিধায়ক

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: পুরশুড়া বিধানসভার অন্তর্গত দিগরুইঘাট ঘোরুই পাড়াতে বিধায়ক তহবিলের প্রাপ্ত অর্থ থেকে এলাকাবাসীর জলকষ্ট দূর করতে শোলার জলছত্রের উদ্বোধন করলেন বিধায়ক বিমান ঘোষ। এই জলছত্র চালু হওয়ায় বহু মানুষ উপকৃত হবেন। প্রসঙ্গত, জল জীবন মিশনের আওতায় 'হর ঘর জল' প্রকল্পের কাজ দ্রুত সম্পূর্ণ করার দাবিত পিএইচই দপ্তরের বিধায়ক বিমান ঘোষ আগে ডেপুটেশন দিয়েছিলেন। কিন্তু কোনও কাজই হচ্ছে না বলে অভিযোগ। কেন্দ্রীয় সরকারের জল জীবন মিশনের অন্তর্গত 'হর ঘর জল' প্রকল্পের অধীনে পুরশুড়া বিধানসভা এলাকায় একাধিক কাজ বর্তমানে চলমান রয়েছে। সেখানে দেখা যাচ্ছে অধিকাংশ কাজ এখনও অসম্পূর্ণ অবস্থায় রয়েছে। কোথাও কেবলমাত্র পাইপ বসানো হয়েছে, কোথাও আবার কেবল জলাধার (জলের ট্যাংক) নির্মিত হয়েছে কিন্তু সম্পূর্ণ কাজ এখনো সম্পন্ন হয়নি। জল প্রকল্পের কাজ পুরশুড়া বিধানসভার যে সব জায়গায় হচ্ছে সেই সব জায়গায় কাজ সম্পূর্ণ না হওয়ার কারণে সাধারণ মানুষ কাঙ্খিত সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। সেজন্য জল জীবন মিশনের আওতায় 'হর ঘর জল' প্রকল্পের কাজ যাতে দ্রুত সম্পূর্ণ করা হয় সেজন্য পুরশুড়া বিধায়ক বিমান ঘোষ আরামবাগ মহকুমার পিএইচই দপ্তরের ইঞ্জিনিয়ারের সঙ্গে দেখা করার পাশাপাশি লিখিতভাবে জানান। এদিন দিগরুইঘাট এলাকার মানুষের দাবি মেনে জল সংকট মেটাতে উদ্যোগ নেয় বিজেপি বিধায়ক। এই বিষয়ে তিনি বলেন, প্রচন্ড গরমে ওই এলাকার মানুষ জল কষ্টের মধ্যে দিন কাটাচ্ছিল। এই জল সংকট মেটানোর জন্য শোলার জলছত্র তৈরি করা হল। এদিন তারই উদ্বোধন করা হয়।

বাংলাদেশের বাসিন্দা হয়েও ভারতের ভুয়ো ভোটার স্বামী-স্ত্রী, বিডিওর কাছে অভিযোগ দায়ের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাগদা: উত্তর ২৪ পরগনার বাগদা ব্লকের সিন্দ্রানী গ্রাম পঞ্চায়েতের নলদুগারি নিচুপাড়া পার্টে-র ভোটার তালিকায় নাম রয়েছে সোহরব তরফদার ও তার স্ত্রী রূপা তরফদারের। কিন্তু সাম্প্রতিক বাগদার বিজেপি নেতা অমৃত লাল বিশ্বাস বাগদা বিডিওর কাছে ৭ নম্বর ফর্ম জমা দিয়ে এই দুই ভোটারের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন ভারতে ভোটার তালিকায় নাম থাকা সোহারব তরফদারের ও তার স্ত্রী রূপা তরফদারের বাংলাদেশের ভোটার তালিকায় নাম রয়েছে রহিমা বেগম নামে। বাংলাদেশের যশোর জেলার বেনাপোলের ভোটার কার্ড আছে। তাদের কি করে ভারতের ভোটার হল? যদিও সোহরাব তরফদারের বউমা নাজমুর তরফদার জানিয়েছেন, আমার শ্বশুর-শাশুড়ি দু'জনই বাংলাদেশের বাসিন্দা। পাসপোর্টে বাংলাদেশ থেকে ভারতে এসে অবৈধভাবে ভোটার বানিয়েছেন। কি করে ভোটার কার্ড বানিয়েছেন আমার জানা নেই। তারা এখনো বাংলাদেশে থাকে। এই বিষয়ে অভিযোগকারী অমৃত লাল বিশ্বাস জানিয়েছেন, বাংলাদেশের বাসিন্দার ভারতের ভোটার হল কি করে। তিনি তৃণমূল কংগ্রেসের দিকে আঙুল তুলেছেন। পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য বিধান হাওলাদার জানিয়েছেন, সোহারব তরফদার ও তার স্ত্রী রূপা তরফদার বাংলাদেশের বাসিন্দা কিন্তু ভারতীয় ভোটার এটা জানার পরেই আমরা এই অভিযোগ করেছি। যদিও তৃণমূলের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ অস্বীকার করে বাগদা পশ্চিম ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সহ-সভাপতি নিউটন বালা জানিয়েছেন, বিডিওর কাছে অভিযোগ রয়েছে বিষয়টি বিডিও সাহেব খতিয়ে দেখবেন। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে তৃণমূল কংগ্রেসের এই ভুয়ো ভোটার ধরার কাজ শুরু করেছে। বিজেপি খবরে থাকার জন্য এই সমস্ত অভিযোগ করছে।

বারাসাতে নানা দাবি নিয়ে আইএনটিটিইউসি'র মহামিছিল

নিজস্ব প্রতিবেদন, বারাসাত: কেন্দ্রের জনবিরোধী নীতি, নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের ও জীবনদায়ী ওষুধের মূল্যবৃদ্ধি এবং সর্বনাশা শ্রম কোড বাতিলের দাবিতে বারাসাত সাংগঠনিক জেলা আইএনটিটিইউসি'র উদ্যোগে মহামিছিল অনুষ্ঠিত হয় বরিবার বিকেলে। বারাসাত সাংগঠনিক জেলা আইএনটিটিইউসি'র সভাপতি তাপস দাশগুপ্ত এর নেতৃত্বে হওয়া এই মহামিছিলে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যসভার সাংসদ তথা রাজ্য আইএনটিটিইউসি'র সভাপতি ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজ্য তৃণমূল কংগ্রেসের সহ সভাপতি জয়প্রকাশ মজুমদার, বিধায়ক জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক, রফিকুর রহমান, রহিমা মণ্ডল, জেলা পরিষদের অধ্যক্ষ আরসাদ উদ জামান, মেন্টর ধীমান রায়, বারাসাতের পুরপ্রধান অশনি মুখোপাধ্যায়, হাবড়ার পুরপ্রধান নারায়ণ সাহা, বারাসাত শহর তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি অরুণ ভৌমিক, শহর যুব তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি দেবাশিস মিত্র, শ্রমিক নেতা কালী রুদ্র সহ বহু নেতা ও শ্রমিক সংগঠনের কর্মীরা। এদিন প্রায় হাজার পাঁচেক নেতা শ্রমিক মহামিছিলে পা মেলান। এদিন প্রায় ৫০০ জন শ্রমিক সিটু ইউনিয়ন থেকে আইএনটিটিইউসিতে যোগদান করে। তাদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দেন ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়। ঋতব্রত বলেন, বারাসাতে সাংগঠনিক শিল্প নেই তবুও এখানকার সভাপতি তাপস দাশগুপ্ত যে ভাবে বারো মাসে ১৩ পার্বণের মতো কর্মসূচি করে যান তার জন্য তাকে ধন্যবাদ জানাই। তিনি আরও বলেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথম শ্রম কোড বাতিলের জন্য বিরোধিতা করেন। তিনি চিনের প্রাচীরের মতো দাঁড়িয়ে থাকায় কেন্দ্র সরকার এই শ্রম কোড চালু করতে পারছে না। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অসংগঠিত শ্রমিকদের জন্য বিনামূল্যে সামাজিক সুরক্ষা যোজনা চালু করে যে কাজ করেছেন তা দেশের মধ্যে নজির গড়েছেন।

মোদির সভার আগে উত্তরবঙ্গে দিকে দিকে তৃণমূলে ভাঙন, শক্তিবৃদ্ধি বিজেপির

নিজস্ব প্রতিবেদন: প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ২৯ মে-র জনসভাকে ঘিরে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে উত্তরবঙ্গের রাজনৈতিক পরিবেশ। কুমারগ্রাম বিধানসভা কেন্দ্রে তৃণমূল নেত্রী লতিকা লাকড়া সহ ২০টি পরিবার তৃণমূল ত্যাগ করে বিজেপিতে যোগ দিলেন। তাঁদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দেন সাংসদ মনোজ টিগ্গা ও বিধায়ক দীপক বর্মন।

একইভাবে মাদারিহাটের খয়েরবাড়ি অঞ্চলে তৃণমূলের প্রাক্তন পঞ্চায়েত সদস্য বিশ্বনাথ দাস বিজেপিতে নাম লেখান। কুমারগ্রাম ২ নম্বর মণ্ডলের তৃণমূল জেলা সভাপতির নিজের অঞ্চলের ১০/৩৯ নম্বর বুথ থেকেও আরও দুটি পরিবার বিজেপিতে যোগ দিয়েছে।

এছাড়াও তুফানগঞ্জ বিধানসভার অন্দরান ফুলবাড়ি অঞ্চলের ১৮৮ নম্বর বুথে পঞ্চায়েত সদস্য সুধির বর্মন সহ ৩৭ জন কর্মী তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে নাম লেখান।

প্রধানমন্ত্রীর সভার আগে প্রতিটি মণ্ডলে চলছে প্রস্তুতি বৈঠক ও সাংগঠনিক মিছিল, তৃণমূল ছাড়ার এই প্রবণতা ঘিরে জোর জল্পনা রাজনৈতিক মহলে।

পুলিশের 'ফুড ফ্রেন্ড' প্রকল্পে অসহায়দের খাবারের ব্যবস্থা

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: ঝাড়গ্রাম জেলা পুলিশের 'ফুড ফ্রেন্ড' প্রকল্পে সাঁকরাইল থানা এলাকার যে সমস্ত অসহায় মানুষরা বাড়িতে বসে প্রতিদিন পুলিশের দেওয়া খাবার পেয়ে থাকেন, রবিবার তাদের সবাইকে থানায় এনে বিশেষ মধ্যাহ্নভোজের আয়োজন করল সাঁকরাইল থানার পুলিশ। এদিন ৩০ জন অসহায় মানুষকে একসঙ্গে বসিয়ে রুচিসম্মত খাবার দেওয়া হয়। সেই সঙ্গে, এদিন ভালো কাজ করার নিরিখে থানার কয়েকজন সিভিক ভলান্টিয়ারকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। এদিনের কর্মসূচি সম্পর্কে ডিএসপি ডিএনটি সব্যসাচী ঘোষ বলেন, জেলা পুলিশের নির্দেশ মতো ঝাড়গ্রাম থানা এবং সাঁকরাইল থানার প্রায় ১৭০ জন অসহায় মানুষকে প্রতিদিন দুপুরের খাবার দেওয়া হয়। এদের মধ্যে একেবারে অসহায় অবস্থায় বাড়িতে একা থাকে এমন ৩০ জনকে রান্না করা খাবার বাড়িতে পৌঁছে দেওয়া হয়। সাঁকরাইল থানায় নিয়ে এসে সেই ৩০ জনকে একসঙ্গে বসিয়ে খাওয়ানো হল। সেইসঙ্গে তাদের হাতে বেশকিছু সাহায্য সামগ্রী তুলে দেওয়া হয়েছে। জেলা পুলিশের ডিএসপি ডিএনটি সব্যসাচী ঘোষ ছাড়াও গোপীবল্লভপুর সার্কেলের সিআই দেবাশিস ঘোষ, সাঁকরাইল থানার ওসি নীলমাধব দোলাই সহ অনেকেই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন।

হকার মার্কেটে দোকান বিতরণ নিয়ে হাবড়ায় বৈঠক জ্যোতিপ্রিয়র

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাবড়া: হকার মার্কেটের দোকান বিতরণ নিয়ে হাবড়ায় বৈঠকে জ্যোতিপ্রিয়র। হাবড়ায় পাইকারি বস্ত্র ব্যবসায়ী সংগঠনের সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ মিটিং করলেন হাবড়ার বিধায়ক জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক। হাবড়া পুরসভায় এদিনের বৈঠকে হাবড়া পুরসভার চেয়ারম্যান সহ কয়েকজন কাউন্সিলর ও হকার সংগঠনের প্রতিনিধিরা ছিলেন। সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত প্রত্যেককে দোকান দিতে হবে এই দাবি তোলা হয় বস্ত্র ব্যবসায়ী সংগঠনের তরফে। তবে বিধায়ক জানান, একই পরিবারের স্বামী স্ত্রী দু'জন যদি দাবিদার থাকে তাহলে একজনকে দোকান দেওয়া হবে। তবে এই দাবি মানতে রাজি নয় সংগঠনের সদস্যরা। হকার মার্কেটের কাজ গত বছর শেষ হলেও দোকান বিন্যাস তাই থমকে রয়েছে। ব্যবসায়ীরাও তাদের দাবিতে অনড় রয়েছে। এমত অবস্থায় ব্যবসায়ীদের তরফে জানানো হচ্ছে সবাইকে দোকান না দিলে তারা হকার মার্কেটে যাবেন না। এই নিয়ে পুরসভায় বৈঠক চলাকালীন পুরপ্রধানের ঘরের সামনে কিছুক্ষণ তাদের দাবি-দাওয়া নিয়ে সংগঠনের কর্মীদের ক্ষোভ দেখাতেও দেখা যায়।

চুরি যাওয়া মোবাইল উদ্ধার মালিকদের ফেরত দিল পুলিশ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: গত কয়েক মাস ধরে কাঁকসার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে হারিয়ে যাওয়া দশটি মোবাইল ফোন উদ্ধার করে মোবাইল মালিকদের হাতে তুলে দিল কাঁকসা থানার পুলিশ। ফিরে পাওয়া কর্মসূচির মাধ্যমে এদিন কাঁকসার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে হারিয়ে যাওয়া দশটি মোবাইল উদ্ধার করে রবিবার কাঁকসা থানা থেকে মালিকদের হাতে তুলে দেন কাঁকসার এসিপি। এছাড়াও ছিলেন কাঁকসা থানার আইসি প্রসূন খাঁ সহ কাঁকসা থানার আধিকারিকরা। হারিয়ে যাওয়া মোবাইল ফোন ফিরে পেয়ে খুশি মোবাইলের মালিকরা।

তারা জানিয়েছেন, মোবাইল হারিয়ে যাওয়ার পর তারা সেই ফোন ফিরে পাবেন বলে আশা ছেড়েই দিয়েছিলেন। তবুও তারা কাঁকসা থানায় এই বিষয়ে অভিযোগ জানান। থানা থেকে তাদের অশ্বাস দেওয়া হয়েছিল যে তারা যথাসাধ্য চেষ্টা করবেন। অবশেষে পুলিশের তৎপরতায় মোবাইলগুলো উদ্ধার হয়।

মেদিনীপুর কুইজ কেন্দ্রের সাধারণ সভা

নিজস্ব প্রতিবেদন, মেদিনীপুর: রবিবার মেচেদার একটি সভাগৃহে অবিভক্ত মেদিনীপুর জেলার স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন মেদিনীপুর কুইজ কেন্দ্র সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটির দশম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সংগঠনের পতাকা উত্তোলন, শহিদ বেদীতে মাল্যদান ও সংগঠনের প্রয়াত প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক ড. মৌসম মজুমদারের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান ও পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ ও শোক প্রস্তাব উত্থাপনের মধ্য দিয়ে সভা শুরু হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি রিঙ্কু চক্রবর্তী। সম্পাদকীয় প্রতিবেদন ও আয় ব্যয়ের হিসাব পেশ করার পাশাপাশি জবাবী ভাষণ দেন সম্পাদক সুজন বেরা। আলোচনা অংশ নেন ২২ জন প্রতিনিধি। এই সংগঠন বছরের বিভিন্ন সময় কুইজ, রক্তদান, মরোণোত্তর অঙ্গদান, দেহদান, পরিবেশ সচেতনতা, বৃক্ষরোপণ, বস্ত্র বিতরণ, সংস্কৃতি চর্চা সহ বিভিন্ন কর্মসূচি নিয়ে থাকে। আগামী দিনে সংগঠনের পক্ষ থেকে কি কি কর্মসূচি নেওয়া হবে, এদিনের সভায় তা বিস্তৃত আলোচনা ও গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সভায় সংগীত ও আবৃত্তি পরিবেশন করেন অমিতেশ চৌধুরী, সুপর্ব মুখোপাধ্যায়, পূর্বা মুখোপাধ্যায়, অঞ্জন মণ্ডল।

এভারেস্ট জয়ী সৌমেন সরকারকে সংবর্ধনা

নিজস্ব প্রতিবেদনল পূর্ব বর্ধমান: এভারেস্ট জয় করলেন সৌমেন সরকার। বৃহস্পতিবার বর্ধমান শহরের বাসিন্দা সৌমেন ৮৮৪৯ মিটার উঁচুতে উঠে মাউন্ট এভারেস্টের চূড়ায় জাতীয় পতাকা তোলেন। রবিবার ট্রেনে করে বর্ধমান স্টেশনে নামতেই তাকে ফুলের মালা দিয়ে সংবর্ধনা জানান সকলে। সৌমেন সরকার, বর্ধমানের রানিসায়ারের পূর্ব পাড়ের বাসিন্দা। তার নেশা পর্বত অভিযান। তিনি পূর্ত দপ্তর (সড়ক) বিভাগের জাতীয় সড়ক সাব ডিভিশনের সহকারী বাস্তুকার হিসাবে কর্মরত রয়েছেন। ১ এপ্রিল থেকে তিনি প্রায় ২ মাসের জন্য এভারেস্ট অভিযানে বের হন।

গত প্রায় ২০ বছর ধরে তিনি পর্বত আরোহণের সঙ্গে যুক্ত। দেশ বিদেশের বহু পর্বতশৃঙ্গ জয়ের স্বাদ পেয়েছেন তিনি। ২০২৪ সালে ৬০০১ মিটারের মাউন্ট দেও টিব্বা, ২০২৩ সালে রাশিয়ার মাউন্ট একব্রুশ, ২০২২ সালে মাউন্ট ইউনুম জয় করার পাশাপাশি ২০১৮

এবং ২০১৯ সালে মাউন্ট নুন এবং মাউন্ট স্টক কাংরি জয় করেন বছর ৫৬-র সৌমেন। এসব ছাড়াও অনেক ছোট পর্বতশৃঙ্গ অভিযানের প্রচুর স্মৃতি রয়েছে তার পর্বত অভিযানের ঝুলিতে।

এবার তিনি নেপালের মাউন্ট এভারেস্ট এবং মাউন্ট লোটসে পর্বতশৃঙ্গ জয়ের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন ১ এপ্রিল বর্ধমান থেকে। ৭ এপ্রিল বেসক্যাম্প থেকে শুরু হয় এভারেস্ট অভিযান। ৩৯ দিনের মাথায় তিনি এভারেস্ট অভিযান সফল করেন দিনে টানা অভিযান করেন তিনি। সৌমেন রায় উত্তরাখণ্ডে অবস্থিত নেহেরু ইন্সটিটিউট অফ মাউন্টেনেরিং (এন আই এম) থেকে প্রাথমিক পর্বত আরোহণের কোর্স করেন। সেখানে ৯৯ জনের মধ্যে সেরা সম্মান পান তিনি। বিখ্যাত পর্বতারোহী ও ভারতের প্রথম মহিলা এভারেস্ট বিজয়ী বাচেন্দ্রী পালের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে অভিনন্দন নিয়ে এভারেস্ট অভিযানে যান সৌমেন সরকার।

অভিযানের জন্য ৪০ লক্ষ টাকা বাজেট ধরা হয়। যার মধ্যে ৩১ লক্ষ টাকা প্রথমদিকে জোগাড় করতে সমর্থ হন তিনি। কারণ ওই টাকা যে সংস্থার মাধ্যমে অভিযানে যান তাদের দিতে হয়। সৌমেনের বহুদিনের ইচ্ছে তার অভিযানগুলো নিয়ে একটি বই করবেন। এবার তার ইচ্ছে বাস্তবায়িত হবে।

সময়ের আগেই বর্ষার আগমন, স্বস্তির নিঃশ্বাস জেলাবাসীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: দক্ষিণবঙ্গে নির্ধারিত সময়ের আগেই হাজির বর্ষা। আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, বর্ষা প্রবেশ করেছে নির্ধারিত সময়ের প্রায় আটদিন আগেই। এরই মাঝে বঙ্গোপসাগরে নিম্নচাপ তৈরির ইঙ্গিত মিলেছে, যা আগামী মঙ্গলবারের মধ্যে পূর্ণ রূপ নিতে পারে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া দপ্তর। এর প্রভাবে বুধবার থেকে দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ উল্লেখযোগ্য হারে বাড়বে। রবিবার থেকেই দক্ষিণবঙ্গের প্রায় সব জেলায় বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি শুরু হয়েছে। পূর্ব বর্ধমানে মুষলধারায় বৃষ্টির পাশাপাশি শোনা গিয়েছে আকাশে গর্জন ও ঝোড়ো হাওয়ার প্রকোপ। কিছুটা হলেও স্বস্তির নিঃশ্বাস বর্ধমানবাসীদের।

আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে, পূর্ব বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ ও নদিয়ায় ঘণ্টায় ৪০ থেকে ৫০ কিমি বেগে ঝড়ো হাওয়া বয়ে যেতে পারে। সোমবার উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ এবং নদিয়ায় ঝড়-বৃষ্টির বিষয়ে সতর্কতা জারি করা হয়েছে। মঙ্গলবার ঝাড়গ্রাম, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনায় বজ্রবিদ্যুৎ সহ

ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। বুধবার দক্ষিণবঙ্গের সমস্ত জেলায় প্রবল বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। বিশেষ করে উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, দুই মেদিনীপুর ও ঝাড়গ্রামে সতর্কতা জারি হয়েছে।

শুক্রবার ও শনিবার প্রবল বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম, হুগলি, পশ্চিম মেদিনীপুর, পুরুলিয়া ও বাঁকুড়া জেলায়। আবহাওয়া দপ্তর সবাইকে সতর্ক থাকার পরামর্শ দিয়েছে এবং প্রশাসনও পরিস্থিতির দিকে কড়া নজর রাখছে বলে জানা গিয়েছে।

দলীয় শৃঙ্খলা এবং পারিবারিক অনুশাসন না মানায় তেজপ্রতাপকে বহিষ্কার লালুর

পাটনা, ২৫ মে: ভোটের মুখে বিহারের রাজনীতি তোলপাড়। বড় ছেলে তেজপ্রতাপ যাদবকে আরজেডি থেকে তাড়িয়ে দিলেন লালুপ্রসাদ যাদব। শুধু দল থেকেই নয়, পরিবার থেকেও তাঁকে ত্যাজ্য পুত্র করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন আরজেডির প্রতিষ্ঠাতা।

যাদব পরিবার সূত্রের খবর, দলীয় শৃঙ্খলা এবং পারিবারিক অনুশাসন না মানায় তেজপ্রতাপকে বহিষ্কার করা হয়েছে। লালু মনে করছেন, তেজপ্রতাপের কার্যকলাপে দল এবং পরিবার দুই ক্ষেত্রেই ভাবমূর্তি নষ্ট হচ্ছে। বিহারের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বলছেন, 'আমার বড় ছেলের আচরণ, দায়িত্বজ্ঞানহীন কাজকর্ম আমার পরিবারের মূল্যবোধের বিরোধী। তাই সবদিক ভেবে আমি ওকে দল এবং পরিবার থেকে বের করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। এখন থেকে দলেও ওঁর কোনও ভূমিকা থাকবে না। পরিবারেও থাকবে না। ছ'বছরের জন্য ওকে দল থেকে বরখাস্ত করা হল।'

লালুর বড় ছেলেকে কেন্দ্র করে বরাবরই বিতর্ক তৈরি হয়েছে। দলের অনুশাসন কোনওদিনই মানেন না। মাঝে মাঝেই বিতর্কিত কারণে শিরোনামে থাকেন। যার ফলে দলকে বারবার অস্বস্তিতে পড়তে হয়েছে। সদ্যই এক মহিলার সঙ্গে সম্পর্ক নিয়ে বিতর্কে জড়িয়েছেন তেজপ্রতাপ। শনিবার তাঁর ফেসবুক প্রোফাইলে একটি পোস্টে দাবি করা হয়েছিল, তিনি ১২ বছর ধরে এক যুবতীর সঙ্গে সম্পর্কে রয়েছেন। প্রোফাইলে 'ইন এ রিলেশনশিপ' স্টেটাস দেওয়া হয়েছিল। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই সেই পোস্ট মুছে ফেলা হয় এবং তেজপ্রতাপ দাবি করেন, তাঁর ফেসবুক অ্যাকাউন্ট 'হ্যাক' করা হয়েছিল। তারপরই লালু ওই বিস্ফোরক বয়ানে ছেলেকে দল থেকে বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত নিলেন।

তেজপ্রতাপ অবশ্য দীর্ঘদিন ধরেই আরজেডির মূল সংগঠন থেকে দূরে। একটা সময় ভাই তেজস্বীর সঙ্গে দলের 'দখল' নিয়ে দ্বন্দ্বও ছিল তাঁর। কিন্তু লালুর আশীর্বাদের বরাবরই ছিল তেজস্বী যাদবের মাথায়। ভাইয়ের কাছে পরাজিত হয়ে তেজপ্রতাপ মূল সংগঠন থেকে দূরে সরে যান। কখনও তাঁকে নাটকে অভিনয় করতে দেখা গিয়েছে, কখনও সিনেমায় হাত পাকানোর চেষ্টা করেছেন, তবে সমান্তরাল ভাবে রাজনীতিটাও চালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছেন। এবার সেই সুযোগটুকুও কেড়ে নেওয়া হল। চলতি বছরই বিহারে ভোটে তেজপ্রতাপের বহিষ্কার যে বিরোধীদর ইস্যু হতে চলেছে তা বলাই বাহুল্য।

ভারতে ফের পাক চর সন্দেহে গ্রেপ্তার এক

জয়সলমীর, ২৫ মে: ভারতে ফের পাকিস্তানের চর সন্দেহে গ্রেপ্তার এক। ধৃতের নাম কাসিম। বয়স ৩২ বছর। অপারেশন সিঁদুর চলাকালীন পাক গুপ্তচরদের সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ, ভারতের একাধিক তথ্য পাক হ্যান্ডেলারদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার অভিযোগে রবিবার রাজস্থানের ডিগ থেকে একজনকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ।

জানা গিয়েছে, পাক গুপ্তচর সংস্থা আইএসআইয়ের একাধিক আধিকারিকের সঙ্গে তাঁর সরাসরি যোগাযোগ ছিল বলে তদন্তকারী আধিকারিকদের দাবি। ওই ব্যক্তি একাধিকবার পাকিস্তানেও গিয়েছিলেন বলে জানা গিয়েছে। অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করার পাশাপাশি তাঁর ফোনও বাজেয়াপ্ত করেছেন গোয়েন্দারা। পুলিশ জানিয়েছে, ফোনটি ফরেনসিক পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়েছে। অভিযুক্তকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।

কয়েকদিন আগেই গুজরাট পুলিশের গোয়েন্দারা কচ্ছের ভারত-পাক সীমান্ত এলাকা থেকে পাক চর সন্দেহে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে। অভিযুক্ত সহদেব সিং গোহিল পেশায় একজন স্বাস্থ্যকর্মী। পাক গুপ্তচর সংস্থা আইএসআইয়ের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা এবং দেশের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য তাদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার অভিযোগে ওই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়। গোয়েন্দারা জানান, অভিযুক্ত জেরায় অপরাধের কথা স্বীকার করে নিয়েছেন। উল্লেখ্য, অপারেশন সিঁদুরের পর গোয়েন্দারা জানতে পারেন বেশ কয়েকজন ব্যক্তি দেশের নিরাপত্তা সংক্রান্ত একাধিক তথ্য পাকিস্তানের হাতে তুলে দিচ্ছেন। এরপরই গ্রেপ্তার করা হয় ইউটিউবার জ্যোতি মালহোত্রাকে। তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করে একাধিক বিস্ফোরক তথ্য হাতে আসে গোয়েন্দাদের। এরপরই দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বেশ ক'জনকে পাকিস্তানের হয়ে চরবৃত্তির অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়। এবার একই অভিযোগে রাজস্থান থেকে আরও একজনকে গ্রেপ্তার করলেন গোয়েন্দারা।

১৬ বছরে এই প্রথমবার আগাম এসেছে আষাঢ় আকাশ ছেয়ে...

নয়াদিল্লি, ২৫ মে: 'আবার এসেছে আষাঢ় আকাশ ছেয়ে....।' রবি ঠাকুরের এই কবিতার লাইন ধার করে বলা যেতেই পারে, আগাম এসেছে আষাঢ় আকাশ ছেয়ে। কারণ ১৬ বছরে প্রথমবার আগাম বর্ষার প্রবেশ দেশে। ইতিমধ্যেই প্রাক-বর্ষার বৃষ্টি শুরু হয়েছে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে। আবহাওয়াবিদদের অনুমান, এ বছর কেরলের মতোই বাকি রাজ্যগুলিতেও আগেভাগেই বর্ষা প্রবেশ করবে। রবিবার থেকে একটানা ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা দেশের অধিকাংশ রাজ্যে। কোথাও কোথাও আবার অতি ভারী বৃষ্টির সতর্কতাও জারি রয়েছে।

মৌসম ভবন জানিয়েছে, পশ্চিম, মধ্য ও উত্তর বঙ্গোপসাগর সং লগ্ন এলাকায় আগামী ২৮ মে নিম্নচাপ তৈরির প্রবল সম্ভাবনা। আগামী কয়েক ঘণ্টার মধ্যে আরও শক্তি বাড়াবে এই নিম্নচাপ। অসম এবং হরিয়ানাতে রয়েছে সক্রিয় ঘূর্ণাবর্ত। পূর্ব-মধ্য আরব সাগর ও দক্ষিণ কঙ্কনে নিম্নচাপ সুস্পষ্ট নিম্নচাপে পরিণত হয়েছে। এটি উত্তরমুখী হয়ে আরও শক্তি সঞ্চয় করতে পারে।

আগামী সপ্তাহের প্রথম দিকে কর্নাটক, মহারাষ্ট্র, কঙ্কন, গোয়া, কেরল, মাহে সংলগ্ন এলাকায় ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সতর্কতা রয়েছে। ৩০ মে পর্যন্ত অরুণাচল প্রদেশ, অসম, মেঘালয়, ত্রিপুরা, মণিপুর, মিজোরাম, নাগাল্যান্ডে ভারী বৃষ্টির সতর্কতা রয়েছে। আগামী সপ্তাহে সিকিম, মধ্য মহারাষ্ট্র, উত্তর কর্নাটক, তামিলনাড়ু, পুদুচেরি, করাইকালেও ভারী বৃষ্টির আশঙ্কা রয়েছে। পাশাপাশি দিল্লি, পঞ্জাব, চণ্ডীগড়, হরিয়ানা, ছত্তিশগড়, উত্তরপ্রদেশ, ওড়িশা, উত্তরাখণ্ড, তেলেঙ্গানায় তুমুল বৃষ্টির সঙ্গে ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে। হিমাচল প্রদেশ ও উত্তরাখণ্ডে শিলাবৃষ্টির সম্ভাবনাও রয়েছে।

বঙ্গোপসাগরে নিম্নচাপের প্রভাবে বাংলায় ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। মঙ্গলবার পর্যন্ত বিক্ষিপ্ত ভাবে বজ্রবিদ্যুৎ সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হলেও, বুধবার থেকে শুক্রবারের মধ্যে উত্তরবঙ্গ ও দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলায় ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। জারি করা হয়েছে সতর্কতাও। বিশেষত, উপকূলবর্তী জেলাগুলিতে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি।

নাকা তল্লাশিতে গাড়ি থেকে ১ কোটি ৯৭ লক্ষ টাকা উদ্ধার

বুলধানা (মহারাষ্ট্র), ২৫ মে: নাকা তল্লাশিতে একটি গাড়ি থেকে নগদ ১ কোটি ৯৭ লক্ষ টাকা উদ্ধার হওয়ায় চক্ষু চড়কগাছ পুলিশের। গাড়িতে থাকা দু'জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। মহারাষ্ট্রের বুলধানা জেলা থেকে এই বিপুল পরিমাণ টাকা বাজেয়াপ্ত করে পুলিশ। জানা গিয়েছে, মালকাপুর থানার ইনস্পেক্টর গণেশ গিরি খবর পান একটি আরটিকা গাড়ি করে বিপুল পরিমাণ নগদ টাকা পাচার করার জন্য নিয়ে যাওয়া হবে। সেই মতো গাড়িটি যে পথে যেতে পারে সেই সব জায়গায় নাকা তল্লাশি শুরু করা হয়। এরই মধ্যে সন্দেহভাজন গাড়িটি ওই এলাকায় পৌঁছতেই সেটিকে আটক করে তল্লাশি চালাতেই নগদ ১ কোটি ৯৭ লক্ষ টাকা উদ্ধার হয়। এরপরই গাড়িতে থাকা দু'জনকে আটক করার পাশাপাশি গাড়ি ও টাকা বাজেয়াপ্ত

করে পুলিশ। পুলিশ জানিয়েছে, বেশ কয়েকঘণ্টা ধরে ওই দু'জনকে জিজ্ঞাসাবাদ করার পরও তারা টাকার উৎস সম্পর্কে সঠিক তথ্য দিতে না পারায় তাদের গ্রেপ্তার করা হয়। বাজেয়াপ্ত হওয়া টাকাগুলি আয়কর বিভাগের হাতে তুলে দেওয়া হয়। এত বিপুল পরিমাণ নগদ টাকা কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল সে বিষয়ে জানতে অভিযুক্তদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন তদন্তকারী আধিকারিকরা।

ফের বোমাতঙ্ক তাজমহলে

আগ্রা, ২৫ মে ফের বোমাতঙ্ক তাজমহলে। শনিবার সকালে কর্তৃপক্ষের কাছে বোমা বিস্ফোরণে তাজমহল উড়িয়ে দেওয়ার হুমকি ইমেল আসে। মেল পাওয়ার পরই তাজমহলের নিরাপত্তা বাড়ানোর পাশাপাশি একাধিক জায়গায় তল্লাশি চালানো হয়। রবিবার এই খবর প্রকাশ হতেই চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়। পুলিশ জানিয়েছে, তাজমহল চত্বরের একাধিক জায়গায় তল্লাশি চালালেও সন্দেহজনক কিছু পাওয়া যায়নি। সাব্বুক শঙ্কর নামে অজ্ঞাতপরিচয় এক ব্যক্তির নামে কেরল থেকে ওই মেলটি করা হয়েছিল। মেল আসার পরই গোটা চত্বর ফাঁকা করে দেওয়া হয়। সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় পর্যটকদের। আধাসেনা ও পুলিশ গোটা এলাকা ঘিরে রেখে প্রায় তিন ঘণ্টা ধরে তল্লাশি চালায়। এই মেল আসার পরই বাড়ানো হয়েছে তাজমহলের নিরাপত্তা। মোতায়েন করা হয়েছে বাড়তি আধাসেনার জওয়ান। আগ্রা সিটির ডেপুটি পুলিশ কমিশনার সোমন কুমার বলেন, 'মেল আসার পরই গোটা এলাকা ফাঁকা করে ৩ ঘণ্টা ধরে তল্লাশি চালানো হয়। তবে তেমন কিছু পাওয়া যায়নি। যতদূর জানা গিয়েছে, ওই মেলটি কেরল থেকে এসেছিল। তদন্তের জন্য সাইবার সেলে অভিযোগ জানানো হয়েছে।' প্রসঙ্গত, এর আগেও অনেকবার এই ধরনের হুমকি বার্তা এসেছে।

আগুনে ঝলসে মৃত ২

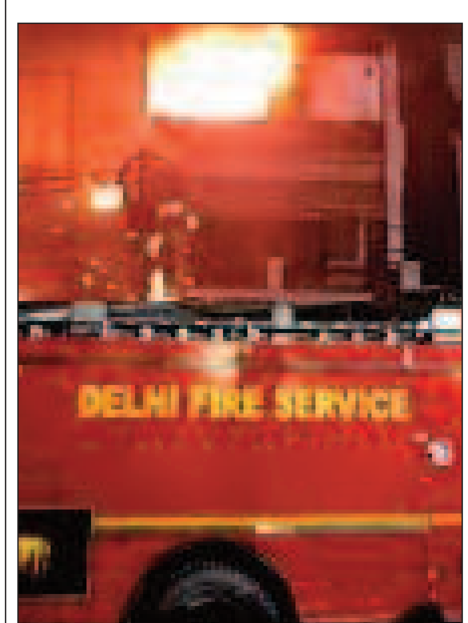

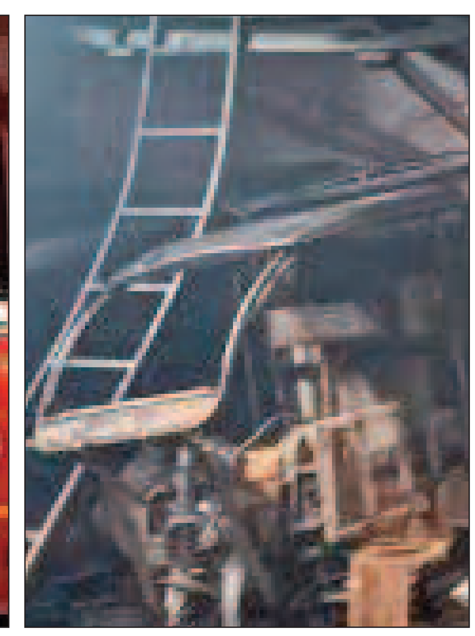

নয়াদিল্লি, ২৫ মে: দিল্লিতে ই-রিকশা চার্জিং স্টেশনে আগুন লেগে ঝলসে মৃত্যু হল দু'জনের। প্রাথমিক ভাবে মনে করা হচ্ছে, চার্জিং স্টেশনে চার্জ দেওয়ার সময় শর্ট সার্কিট থেকে অগ্নিকাণ্ড ঘটে। ২৫ মে, রবিবার সকালে দিল্লির শাহদারার রামনগর এলাকায় একটি ই-রিকশা চার্জিং এবং পার্কিং স্টেশনে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। সকাল সাড়ে ছ' টা নাগাদ ঘটনাটি ঘটে বলে জানা গিয়েছে।

জানা গিয়েছে, মৃত দু' জনই মধ্যপ্রদেশের টিকমগড় জেলার বাসিন্দা ব্রিজেশ (১৯) এবং মণিরাম (১৮)। ব্রিজেশ এবং মণিরাম ঘুমোচ্ছিল। তার মাঝেই আগুন লাগে ওই চার্জিং স্টেশনে। তারা আর বেরতে পারেনি। শাহদারার ডেপুটি কমিশনার বিবৃতিতে জানিয়েছেন, আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার পর ওই দু'জনের দেহ উদ্ধার করা হয়েছে। অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় দগ্ধ আরও চার। তাঁরা হলেন মধ্যপ্রদেশের টিকামগড়ের ভাওয়াইয়ের বাসিন্দা হরিশঙ্কর (১৯), উত্তরপ্রদেশের রায়বেরেলি জেলার মহারাজগঞ্জের বাসিন্দা রিঙ্কু (১৮), মুকেশ (২২) এবং বিপিন (১৯)। ঘটনার তদন্ত চলছে বলে জানিয়েছে পুলিশ। একই সঙ্গে জানানো হয়েছে, আটক করা হয়েছে একজনকে।

চিনের সাহায্যে নিজেদের অস্ত্র ভাণ্ডার মজবুত করছে পাক, দাবি মার্কিন সংস্থার

ইসলামাবাদ, ২৫ মে: ভারতকে নিজেদের অস্তিত্বের পক্ষে বিপজ্জনক বলে মনে করে পাকিস্তান। তাই পারমাণবিক অস্ত্র ভাণ্ডার ঢেলে সাজানোর দিকে ঝুঁকছে পাক সেনা, এমন তথ্য তুলে ধরা হয়েছে আমেরিকার ডিফেন্স ইন্টেলিজেন্স এজেন্সির রিপোর্টে। উল্লেখ্য, গত কয়েকদিন ধরেই মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প লাগাতার দাবি করেছেন, তাঁর মধ্যস্থতাতেই ভারত-পাক সংঘর্ষবিরতি হয়েছে। তারপরেই প্রকাশ্যে এল এই রিপোর্ট।

মার্কিন প্রতিরক্ষা দপ্তরের অন্তর্ভুক্ত এই আমেরিকার ডিফেন্স ইন্টেলিজেন্স এজেন্সি। চলতি বছরের জন্য তারা যে রিপোর্ট পেশ করেছে সেখানে উল্লেখ করা হয়েছে, 'চিনকে প্রধান প্রতিপক্ষ হিসাবে বিবেচনা করে ভারত। অন্যদিকে নয়াদিল্লির কাছে পাকিস্তান কেবলমাত্র নিরাপত্তাজনিত সমস্যা। সাম্প্রতিককালে পাকিস্তানের সঙ্গে সংঘর্ষ হলেও তাদের যুযুধান প্রতিপক্ষ হিসাবে ধরছে না নয়াদিল্লি।' তবে ভারত-পাক সংঘর্ষবিরতিতে মার্কিন ভূমিকা নিয়ে কিছুই উল্লেখ করা হয়নি ওই রিপোর্টে।

আগামী দিনে কোন পথে হাঁটবে ভারতের বিদেশনীতি, সেই নিয়েও বিস্তারিত মন্তব্য করা হয়েছে রিপোর্টে। সেখানে বলা হয়েছে, প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে 'মেড ইন ইন্ডিয়া'তেই আরও জোর দেবে ভারত। দেশের মাটিতে অস্ত্র উৎপাদন বৃদ্ধি, সেনাকে আরও আধুনিক করে তোলার পাশাপাশি অস্ত্র আমদানি কমানোর চেষ্টা করবে ভারত। এছাড়াও দীর্ঘদিনের বন্ধু রাশিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক অটুট রাখবে নয়াদিল্লি। মোদি জমানায় অস্ত্র আমদানির ক্ষেত্রে রাশিয়ার উপর নির্ভরতা অনেকখানি কমেছে। তা সত্ত্বেও রাশিয়া-চিন গভীর সম্পর্কের কথা মাথায় রেখেই মস্কোর সঙ্গে বন্ধুত্বে চিড় ধরতে দিচ্ছে না ভারত।

মার্কিন রিপোর্টে আরও বলা হয়েছে, ভারতের সঙ্গে ছোটখাট সংঘর্ষ জিইয়ে রাখাটাই পাকিস্তানের লক্ষ্য। কারণ ভারতকে বিপজ্জনক বলে মনে করে পাকিস্তান। তাই সেনার আধুনিকীকরণ, পারমাণবিক অস্ত্রভাণ্ডারকে নতুন করে ঢেলে সাজানোর পাশাপাশি পারমাণবিক অস্ত্রের নিরাপত্তা আরও জোরদার করছে তারা। এই ক্ষেত্রে পাকিস্তানকে প্রচুর সাহায্য করেছে চিন, তা সত্ত্বেও চিনা নাগরিকদের লক্ষ্য করে হামলা হয়েছে পাকভূমে।

মেলবোর্নে শপিং মলে ছুরিকাঘাত, জখম একাধিক

সিডনি, ২৫ মে: হঠাৎ করেই ছুরি হাতে একদল ব্যক্তি ঢুকে পড়ে শপিং মলের ভিতরে। শুরু হয় মারামারি। একলহমায় রণক্ষেত্রের চেহারা নেয় শপিং মল। এমনই ঘটনা ঘটেছে মেলবোর্নের প্রেস্টন এলাকার নর্থল্যান্ড শপিং মলে। প্রত্যক্ষদর্শীদের চোখের সামনে ঘটে যায় এই বীভৎস ঘটনা। ছুরিকাঘাতের ঘটনায় একাধিক ব্যক্তিকে আঘাত করা হয়। আহতদের মধ্যে একজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানা গেছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, এই ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে একজনকে আটক করা হয়েছে। ঘটনার পরই শপিং মলটি সাময়িকভাবে বন্ধ করে দেওয়া হয়। পুলিশের তদন্ত চলছে, তবে এখনও পর্যন্ত প্রশাসনের তরফে আহতের সংখ্যা বা অভিযুক্তদের পরিচয় নিয়ে কোনও আনুষ্ঠানিক বিবৃতি দেওয়া হয়নি। এই পুরো ঘটনার সময় শপিং মলে উপস্থিত ছিলেন বহু সাধারণ মানুষ। আতঙ্কে হুড়োহুড়ি করে বেরিয়ে আসেন অনেকে। কেউ কেউ দোকানের ভিতরে লুকিয়ে পড়েন। এই ঘটনা প্রসঙ্গে এক প্রত্যক্ষদর্শী সামাজিক মাধ্যমে জানিয়েছেন, 'চোখের সামনে দেখেছি এই পুরো ঘটনা। ছুরি হাতে লোকজন মারামারি করছে। আমি ভিতরে লুকিয়ে পড়েছিলাম।' আরো এক প্রত্যক্ষদর্শী জানিয়েছেন, 'তাঁর স্ত্রী ওই শপিং মলে কর্মরত। এই ঘটনার পর চারপাশের দোকানগুলো বন্ধ করে দেওয়া হয়। প্রচণ্ড চিৎকার-চেঁচামেচি শুরু হতে থাকে। কিছুই বুঝতে পারছি না কী হচ্ছে।' পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে সকলকে নিরাপদে বাইরে নিয়ে আসে। ঘটনার বেশ কিছু ছবি ও ভিডিও ইতিমধ্যেই ছড়িয়ে পড়েছে সোশ্যাল মিডিয়ায়, যদিও সেগুলোর সত্যতা এখনও যাচাই হয়নি। সপ্তাহের ছুটির দিনে এমন ভয়াবহ ঘটনার জেরে শপিং মলে আসা সাধারণ মানুষজনের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে আতঙ্ক। সকলেই ভয়ে ছোটাছুটি শুরু করে দেয়। পুলিশ এই পুরো ঘটনার তদন্ত চালিয়ে যাচ্ছে। তবে কেন এবং কী কারণে এই হামলা তা এখনও স্পষ্ট নয়।

ট্রাম্পের অভিবাসী নীতির ফলে ব্রিটিশ নাগরিকত্ব নেওয়ার ঢল নেমেছে

ওয়াশিংটন, ২৫ মে: ২০২৫ সালের গোড়াতেই মার্কিন প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ নিয়েছিলেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। আর তারপর থেকেই ব্রিটিশ নাগরিকত্ব নেওয়ার যেন ঢল নেমেছে মার্কিনদের মধ্যে। পরিসংখ্যান বলছে ২০০৪ সালের রেকর্ড ভেঙে নয়া নজির গড়েছে সেই সংখ্যা। ব্রিটেনের স্বরাষ্ট্র দপ্তরের তরফে প্রকাশ করা তথ্য তেমনই বলছে। জানা যাচ্ছে, জানুয়ারি থেকে মার্চের মধ্যে ১ হাজার ৯৩১ জন আমেরিকান আবেদন করেছেন ব্রিটিশ নাগরিকত্বের জন্য। যা আগের ত্রৈমাসিক হিসেবের তুলনায় ১২ শতাংশ বেশি এবং যে কোনও ত্রৈমাসিকের হিসেবেই সর্বকালের সর্বোচ্চ!

অবশ্য ট্রাম্প নতুন করে নির্বাচিত হওয়ার পর থেকেই এই প্রবণতা বাড়তে শুরু করেছিল। গত বছরের এপ্রিল থেকে এবছরের মার্চ পর্যন্ত সব মিলিয়ে ৬ হাজার ৬১৮ জন ব্রিটেনের নাগরিক হতে চেয়েছেন। এক বছরের নিরিখে এটাও সর্বোচ্চ।

গত জানুয়ারিতে দ্বিতীয়বার মসনদে বসেছেন ট্রাম্প। আর বসার পর, এমনকী শপথগ্রহণের আগে থেকেই তাঁকে নানা বিষয়ে গর্জন করতে দেখা গিয়েছে। তারপর ক্ষমতায় বসার পর থেকেই একের পর এক বিতর্কিত সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তিনি। যার মধ্যে অভিবাসীদের দেশে ফেরানো কিংবা শুল্ক নীতির মতো নানা পদক্ষেপ রয়েছে। গত এপ্রিলেই ট্রাম্পের বিরুদ্ধে আমেরিকার রাজপথে নেমেছিল মানুষের ঢল। নিউ ইয়র্ক থেকে ওয়াশিংটন, লস অ্যাঞ্জেলস থেকে হিউস্টন- সর্বত্রই একই দৃশ্য। হাজার হাজার মানুষ নেমে আসেন পথে। হাতে প্ল্যাকার্ড। মার্কিন মুলুকের ১২০০-র বেশি জায়গায় দেখা গিয়েছিল 'হ্যান্ডস অফ' প্রোটেস্ট। সকলেরই দাবি, আমরা আমাদের গণতান্ত্রিক অধিকার হারাচ্ছি। তাঁদের গর্জন, ট্রাম্প একজন বদ্ধ উন্মাদ। উনি আমাদের বিশ্বব্যাপী মন্দার দিকে ঠেলে দিচ্ছেন।

পরিস্থিতি এতটাই গুরুতর ছিল যে হোয়াইট হাউসকে রীতিমতো ট্রাম্পের পক্ষে বিবৃতি দিতে হয়েছিল। যা থেকে পরিষ্কার, আমেরিকায় ট্রাম্পকে ঘিরে কীভাবে উদ্বেগ বাড়ছে। আর এই পরিস্থিতিতেই বহু মার্কিন নাগরিক

লাস্ট বয়ের কাছে পরাস্ত ফার্স্ট বয়!

গিলকে টেক্কা ধোনির, চেন্নাইয়ের কাছে বিধ্বস্ত গুজরাতের প্রথম দুইয়ে থাকা অনিশ্চিত

শুভমান গিলকে আউট করে অংশুল কম্বোজের উচ্ছ্বাস। ছবি: আইপিএল

নিজস্ব প্রতিনিধি: চেন্নাই সুপার কিংসের কাছে ৮৩ রানে পরাস্ত গুজরাত টাইটান্স। নিজেদের শেষ হোম ম্যাচে বিধ্বস্ত হয়ে লিগ পর্বের অভিযান শেষ করল শুভমান গিলের দল। ভারতের টেস্ট অধিনায়ক হওয়ার পরদিনই। যদিও রবিবার আমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদী স্টেডিয়ামে হারলেও গুজরাত ১৪ ম্যাচে ১৮ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষেই থাকল। আজ পঞ্জাব কিংস যদি মুম্বই ইন্ডিয়ান্সকে হারায় তাহলে শীর্ষস্থান খোয়াতে হবে গুজরাতকে। পঞ্জাবের মতো আরসিবিও নিজেদের শেষ ম্যাচ জিতলে ১৯ পয়েন্টে পৌঁছে যেতে পারবে। ফলে গুজরাতের প্রথম দুইয়ে থাকা অনিশ্চিত হয়ে পড়ল।

টস জিতে ব্যাটিং নেন সিএসকে অধিনায়ক মহেন্দ্র সিং ধোনি। নির্ধারিত ২০ ওভারে ৫ উইকেটে ২৩০ রান তোলে চেন্নাই সুপার কিংস। ডেওয়াল্ড ব্রেভিস ২৩ বলে ৫৭, ডেভন কনওয়ে ৩৫ বলে ৫২ রান করেন। আয়ুষ মাত্রে ৩৪, উর্বিল প্যাটেল ৩৭, শিবম দুবে ১৭ রান করেন। রবীন্দ্র জাদেজা অপরাজিত থাকেন ২১ রানে। প্রসিদ্ধ কৃষ্ণ ২টি, সাই কিশোর, রশিদ খান ও এম শাহরুখ খান ১টি করে উইকেট পান।

এরপর পাওয়ারপ্লেতে তিন উইকেট খুইয়ে সমস্যায় পড়ে গুজরাত। ফলে বড় টার্গেট তাড়া করতে নেমে তারা কখনও জেতার পরিস্থিতি তৈরি করতে পারেনি। ১৮.৩ ওভারে ১৪৭ রানেই গুটিয়ে যায় গুজরাত টাইটান্স। সাই সুদর্শন সর্বাধিক ৪১ রান করেন। গিল ৯ বলে ১৩ রানে আউট হন। তিনটি করে উইকেট নেন নূর আহমেদ ও অংশুল কম্বোজ। নূর আপাতত সর্বাধিক উইকেটশিকারী। বোলিং ওপেন করে রবীন্দ্র জাদেজা নেন ২ উইকেট। ১টি করে উইকেট পান খলিল আহমেদ ও মাথিশা পাথিরানা।

আইপিএলে আর খেলা নিয়ে সিদ্ধান্ত ৪-৫ মাসেই: ধোনি

নিজস্ব প্রতিনিধি: জয় দিয়েই আইপিএল অভিযান শেষ করল চেন্নাই সুপার কিংস। ১৪ ম্যাচে ৮ পয়েন্ট নিয়ে, দশম স্থানে থেকে। আমেদাবাদে গুজরাত টাইটান্সের বিরুদ্ধে ম্যাচটিই ক্রিকেটার ধোনির শেষ ম্যাচ কিনা তা নিয়ে জল্পনা জিইয়ে রাখলেন খোদ 'থালা'। সিএসকে অধিনায়ক বলেন, পরের আইপিএল খেলার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে চার-পাঁচ মাস হাতে আছে। পেশাদার ক্রিকেট খেলতে হয়ে সেরাটাই দিতে হয়। পারফরম্যান্সের চেয়েও জরুরি খিদে কতটা রয়েছে। ফলে সিদ্ধান্ত নিতে অনেকটা সময় হাতে আছে। রাঁচিতে ফিরছি। ফলে এখনই বলছি না আমার খেলা শেষ। আবার এটাও বলছি না আর ফিরব না। আমি ব্যাটিং বিভাগ নিয়ে কিছুটা চিন্তিত ছিলাম। তবে পরের দিকে সকলে অবদান রেখেছেন। ফলে সামনের বছর ঋতুরাজ গায়কোয়াড়ের তেমন চিন্তার কিছু নেই। ধোনি মজা করে বলেন, বৈভব সূর্যবংশী যখন প্রণাম করছিলেন তখন মনে হচ্ছিল অনেক বয়স হয়ে গিয়েছে। গুজরাত টাইটান্স ম্যাচের পারফরম্যান্সকে পারফেক্ট বলে উল্লেখ করেন ধোনি। দলের ক্যাচিংয়েও তিনি সন্তুষ্ট।

অবসর নিয়ে জল্পনা জিইয়ে রাখলেন ধোনি। ছবি: চেন্নাই সুপার কিংস

ভারতের টেস্ট অধিনায়ক শুভমান গিলকে সংবর্ধনা গুজরাত ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের। মহেন্দ্র সিং ধোনির সঙ্গেও শুভেচ্ছা বিনিময় গিলের।

টেস্ট অধিনায়ক হয়ে সম্মানিত, 'বড় দায়িত্ব' সামলাতে প্রস্তুত গিল

নিজস্ব প্রতিনিধি: ভারতের ৩৭তম টেস্ট অধিনায়ক হয়েছেন বছর পঁচিশের শুভমান গিল। ভারতের সর্বকনিষ্ঠ টেস্ট অধিনায়কদের তালিকায় গিল পাঁচ নম্বরে। বিসিসিআইয়ের প্রকাশ করা ভিডিওতে শুভমান গিল জানান, সকলের মতো তিনিও খেলা শুরুর সময় স্বপ্ন দেখতেন দেশের হয়ে টেস্ট খেলার।

শুধু খেলা নয়, দীর্ঘদিন ধরে খেলার। সেখানে টেস্টের অধিনায়ক হতে পারা তাঁর কাছে অত্যন্ত সম্মানের। এটা বড় দায়িত্ব। ইংল্যান্ড সফর থেকেই সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে চান গিল। তিনি স্পষ্ট করেছেন, অধিনায়ক হিসেবে নিজের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালনের পাশাপাশি সতীর্থদের স্বাধীনতা দেবেন নিজেদের মেলে ধরতে, দলের চাহিদা অনুযায়ী স্বাভাবিক খেলা চালিয়ে যেতে। নিজের ব্যাটিংয়ের সময় অধিনায়কত্বের কথা মাথায় রেখে নিজের উপর চাপ বাড়াতে নারাজ গিল।

মিশন ইংল্যান্ড

শামির ভবিষ্যৎ স্পষ্ট করলেন অজিত

■ মহম্মদ শামিকে ইংল্যান্ড সফরের টেস্ট দলে রাখা হয়নি। নির্বাচক প্রধান অজিত আগরকরের দাবি, বিসিসিআইয়ের মেডিক্যাল টিম জানিয়েছে শামি পাঁচ টেস্টের আসন্ন সিরিজে খেলতে পারবেন না। আগরকরের কথায়, আমরা এই সিরিজে শামিকে রাখতে চেয়েছিলাম। তবে সপ্তাহখানেক আগে কিছু সমস্যা দেখা দেয়। শামির এমআরআই হয়েছে। টেস্টের ওয়ার্কলোড নেওয়ার মতো জায়গায় তিনি নেই। সিরিজের কয়েকটি ম্যাচে পাওয়ার আশা করছিলাম। কিন্তু ফিটনেসের যা পরিস্থিতি, তাতে অপেক্ষা করাটাও কঠিন। উল্লেখ্য, ২০২৩ সালে আইসিসি বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালের পর শামি টেস্ট খেলেননি। তখন থেকে আজ অবধি মাত্র একটি প্রথম শ্রেণির ম্যাচে খেলেছেন শামি, গত নভেম্বরে।

বুমরাহ সব টেস্টে খেলবেন?

■ রোহিত শর্মার অবসরের পর ভারতের টেস্ট দলের অধিনায়ক হওয়ার দৌড়ে এগিয়ে ছিলেন জসপ্রীত বুমরাহ। কিন্তু শেষ অবধি বছর পঁচিশের শুভমান গিলকে টেস্ট দলে অধিনায়ক করা হলো। বুমরাহ ইংল্যান্ডে পাঁচ টেস্টের সব কটিতেই খেলবেন কিনা তা নিয়ে ধোঁয়াশা রয়েছে। সম্ভাবনা কম। নির্বাচক প্রধান অজিত আগরকরের দাবি, বুমরাহর সঙ্গে কথা হয়েছে। বুমরাহ নিজে তাঁর শরীর সম্পর্কে ওয়াকিবহাল। তিনি বোলিং করার মতো নিজেকে ফিট রাখতে চান। আগরকর বলেন, বুমরাহর বোলিং আমাদের দরকার। আমরা চাই তিনি ফিট থাকুন। দলের ১৫-১৬ জনকে অধিনায়ক হিসেবে সামলানো সহজ নয়। বোলিংয়ের পাশাপাশি নেতৃত্ব দেওয়ার ধকল থাকে। ফলে বুমরাহর উপর অধিনায়কত্বের বোঝা আমরা চাপাতে চাইনি। তিনি নিজেও এই পদক্ষেপে সহমত পোষণ করেছেন।

অর্শদীপের ভাগ্য খুলল কাউন্টির অভিজ্ঞতা

■ অস্ট্রেলিয়া সফরের দল থেকে বাদ পড়লেন হর্ষিত রানা। টেস্ট দলে প্রথমবার ডাক পেলেন অর্শদীপ সিং। ২০২৪-২৪ মরশুমে দলীপ ট্রফির তিনটি ও রঞ্জি ট্রফির দুটি ম্যাচ খেলেছেন। ২০২৩ সালে কেন্টের হয়ে কাউন্টি খেলেছিলেন অর্শদীপ। ইংল্যান্ড সফরের টেস্ট দলে তাঁকে নেওয়ায় এটি বড় ফ্যাক্টর হলো। অজিত আগরকরের কথায়, বুমরাহ সব টেস্টে খেলবেন, এমন নিশ্চয়তা নেই। ফলে পাঁচ সিমার রাখতে হলো। ডিউকস বলে বাঁহাতি পেসারকে রাখা দলের বোলিং বিভাগে বৈচিত্র্যও আনবে। তিনি ফর্মেও রয়েছেন। উচ্চতাকে কাজে লাগিয়ে অর্শদীপ স্যুইং-অস্ত্রে ইংল্যান্ডের ব্যাটারদের অস্বস্তি বাড়াবেন, আশা আগরকরদের।

সরফরাজ বাদ, ভরসা করুণে

■ ফের ভারতের টেস্ট দলে জায়গা হলো না সরফরাজ খানের। সুযোগ পেলেন করুণ নায়ার। নির্বাচক প্রধান অজিত আগরকরের দাবি, দলের স্বার্থে এই সিদ্ধান্ত। তিনি বলেন, সরফরাজ নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে তিনটি টেস্ট খেলেন। প্রথমটিতে শতরান পেলেও পরে রান পাননি। খেলার সুযোগ পাননি অস্ট্রেলিয়াতেও। তবে টিম ম্যানেজমেন্টকেও কিছু সিদ্ধান্ত নিতে হয়।

আগরকর আরও বলেন, কয়েক মরশুম ধরে করুণ নায়ার প্রচুর রান করছেন। কিছু টেস্ট খেলেছেন। কাউন্টিতে খেলার অভিজ্ঞতা আছে। বিরাট কোহলি না থাকায় ব্যাটিংয়ে অভিজ্ঞতা দরকার। যশস্বী জয়সওয়াল এই প্রথম ইংল্যান্ডে যাচ্ছেন। শুভমান গিল ইংল্যান্ডে একটিই টেস্ট খেলেছেন। লোকেশ রাহুল ও ঋষভ পন্থের শুধু পুরো সিরিজ ওই দেশে খেলার অভিজ্ঞতা আছে। নায়ারের ব্যাটিং ভালো। অভিজ্ঞতা কাজে লাগতে পারে সেই আশাতেই এই বিকল্প বেছে নিতে হয়েছে। যদিও কারও মনে হতেই পারে কারও প্রতি ন্যায়বিচার হলো না। কিন্তু এমন সিদ্ধান্ত নিতেও হয়।

শার্দুলের টক্কর নীতীশের সঙ্গে

■ অস্ট্রেলিয়া সফরের সময় শার্দুল ঠাকুর ফিট ছিলেন না। মনে করা হচ্ছে, অস্ট্রেলিয়ায় বিপর্যয়ের বড় কারণ ছিল অলরাউন্ডারদের বল হাতে সেভাবে সাফল্য না পাওয়া। শার্দুল ঠাকুর সিম বোলিং অলরাউন্ডার। তিনি আটে ব্যাট হাতে কার্যকরী ইনিংস খেলার দক্ষতাও দেখিয়েছেন। নীতিশ কুমার রেড্ডি ব্যাট হাতে সাফল্য পেলেও বল হাতে তেমন দাগ কাটতে পারেননি। তিনি ব্যাটিং অলরাউন্ডার। ফলে চতুর্থ সিমারের দায়িত্ব পালনে একাদশে ঢোকার টক্কর হবে শার্দুল ও নীতীশের মধ্যে। বোলিংয়ের দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা এগিয়ে রাখতে পারে মুম্বইয়ের শার্দুলকেই।

ইংল্যান্ড সফরে রবিবার রওনা হয়ে গেল অভিমন্যু ঈশ্বরণের নেতৃত্বাধীন ভারতীয় 'এ' দল। ছবি: এক্স

অযোধ্যায় রামলালা দর্শন সেরে হনুমান গড়ী মন্দিরে বিরুষ্কা

নিজস্ব প্রতিনিধি: আইপিএল প্লে-অফের আগে অযোধ্যায় বিরাট কোহলি ও অনুষ্কা শর্মা। টেস্ট থেকে বিরাট অবসর নেওয়ার পর গিয়েছিলেন বৃন্দাবনে। এবার অযোধ্যায়। রাম মন্দিরে বিরাট ও অনুষ্কার ছবি প্রকাশিত না হলেও ভাইরাল হয় তাঁদের হনুমান গড়ী দর্শনের ছবি ও ভিডিও। যদিও জানা গিয়েছে, রবিবার সকাল সাতটায় বিরুষ্কা রাম মন্দিরে হাজির হতেই প্রোটোকল মেনে তাঁদের মন্দিরের ভিতরে নিয়ে যাওয়া হয় রামলালা দর্শনের জন্য। গর্ভগৃহে তাঁরা মিনিট দশেক ছিলেন। তাঁদের স্বাগত জানান পুরোহিত সন্তোষ তিওয়ারি। মিনিট ২০ বিরুষ্কা রাম মন্দিরে ছিলেন। ঘুরে দেখেন নির্মাণশৈলী।

এরপর সকাল ৮টা নাগাদ বিরাট ও অনুষ্কা পৌঁছে যান হনুমান গড়ী মন্দিরে। বিরাট পুজো দিতে নিয়ে গিয়েছিলেন লাড্ডু ও ফুলের মালা। বিরাট ও অনুষ্কাকে মালা পরিয়ে আশীর্বাদ করেন পুরোহিত ও মহন্ত। বিরাট ও অনুষ্কা মন্দির পরিক্রমাও করেন। মহন্ত জ্ঞান দাসের উত্তরসূরি তথা সঙ্কট মোচন সেনার সর্বভারতীয় সভাপতি সঞ্জয় দত্তের সঙ্গে তাঁরা দেখা করেন। তারকা দম্পতিকে নিষ্ঠাভরে পুজো দেওয়ার বিষয়টি তত্ত্বাবধান করেন হেমন্ত দাস। হনুমানজির দর্শন সেরে বিরাট ও অনুষ্কা লখনউ চলে যান। সেখান থেকেই গাড়িতে করে বিরাট ও অনুষ্কা অযোধ্যা পৌঁছেছিলেন। বিরাট পরেছিলেন ক্রিম রঙের কুর্তা-পায়জামা। অনুষ্কার পরনে ছিল লখনউ চিকেনের গোলাপি কুর্তা। তাঁদের রাম মন্দিরে যাওয়ার খবর ছিল না সংবাদমাধ্যমের কাছেও।

ক্লাসেনের বিধ্বংসী শতরান, সানরাইজার্সের কাছে কেকেআরের লজ্জার হার

নিজস্ব প্রতিনিধি: লজ্জার হার দিয়ে আইপিএল অভিযান শেষ করল কলকাতা নাইট রাইডার্স। রবিবার দিল্লিতে কেকেআরকে ১১০ রানে হারাল অরেঞ্জ আর্মি। টস জিতে ব্যাট করতে নেমে সানরাইজার্স হায়দরাবাদ ২০ ওভারে ৩ উইকেট হারিয়ে ২৭৮ রান তোলে। হেইনরিখ ক্লাসেন ৩৯ বলে ১০৫ রানে অপরাজিত থাকেন। সাতটি চার ও ৯টি ছয় মেরেছেন। ট্রাভিস হেড করেন ৪০ বলে ৭৬। সুনীল নারিন ২টি উইকেট নেন। জবাবে খেলতে নেমে ১৮.৪ ওভারে ১৬৮ রানে গুটিয়ে যায় কেকেআর। মণীশ পাণ্ডে ৩৭, হর্ষিত রানা ৩৪, নারিন ৩১, অধিনায়ক অজিঙ্ক রাহানে ১৫, অঙ্গকৃষ রঘুবংশী ১৪, রামনদীপ সিং ১৩ রান করেন। কুইন্টন ডি কক ও রিঙ্কু সিং দুজনেই ৯ রান করে আউট হন। জয়দেব উনাদকাট, হর্ষ দুবে ও ঈশান মালিঙ্গা তিনটি করে উইকেট নেন। ১৪ ম্যাচে ১২ পয়েন্ট নিয়ে আটে শেষ করল গতবারের চ্যাম্পিয়ন কেকেআর। এক পয়েন্ট বেশি নিয়ে ছয়ে থেকে অভিযান শেষ করল গতবারের রানার-আপ প্যাট কামিন্সের দল।

শতরান করে ম্যাচের সেরা হেইনরিখ ক্লাসেন। ছবি- আইপিএল

সল্টলেকে মোহনবাগানের নির্বাচনের প্রচারে সচিব দেবাশিস দত্ত। তাঁর দাবি, ব্যক্তিগত আক্রমণ শুরু করেছে বোস পরিবার, সোহিনী মিত্র চৌবে নন। সবুজ মেরুনে দু-একজন নন, সকলের অবদান আছে বলে মন্তব্য দেবাশিসের।

ডুরান্ড কাপ ৫ রাজ্যে, বাড়ছে দলের সংখ্যা, শুরু জুলাইয়ে

নিজস্ব প্রতিনিধি: এশিয়ার প্রাচীনতম ফুটবল টুর্নামেন্ট ডুরান্ড কাপ এই প্রথম হবে ৫ রাজ্যে। শুরু ২২ জুলাই, চলবে ২৩ অগাস্ট অবধি। মণিপুরে ২ বছর পর ফিরছে ডুরান্ড কাপ, খেলা হবে ইম্ফলে। অসমের কোকরাঝাড়, ঝাড়খণ্ডের জামশেদপুর বা রাঁচি, মেঘালয়ের শিলংয়েও হবে ডুরান্ড কাপের ম্যাচগুলি। এবার নিয়ে টানা ছয় মরশুম ধরে হোম বেস কলকাতাতেও বসবে এই ঐতিহ্যবাহী টুর্নামেন্টের আসর। ১৬ থেকে বেড়ে এবার ২৪ হচ্ছে অংশগ্রহণকারী দলের সংখ্যা। আইএসএলের সব দল এবার ১৩৪তম ডুরান্ড কাপে খেলবে বলে জানিয়েছেন আয়োজকরা। থাকবে ভারতীয় সেনাবাহিনীর দলগুলিও। ভারতীয় সেনাবাহিনীর ইস্টার্ন কম্যান্ড পূর্ব ও উত্তর-পূর্ব ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে এই টুর্নামেন্ট পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে গুরুত্ব আরোপ করছে।

খেলাগুলি হবে কলকাতার বিবেকানন্দ যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গন ও কিশোর ভারতী স্টেডিয়াম, ইম্ফলের খুমান লম্পক স্টেডিয়াম, রাঁচির মোরহাবাডি স্টেডিয়াম বা জামশেদপুরের জেআরডি টাটা স্পোর্টস কমপ্লেক্স, শিলংয়ের জওহরলাল নেহরু স্টেডিয়াম ও কোকরাঝাড়ের সাই স্টেডিয়ামে।

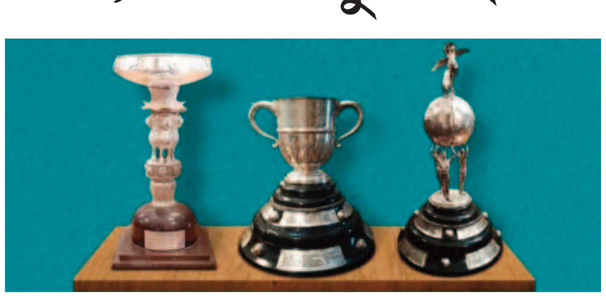

সিএবি পরিচালিত আন্তঃ জেলা অনূর্ধ্ব ১৫ ওয়ান ডে খেতাব জিতল মেদিনীপুর। রবিবার কল্যাণীতে অনুষ্ঠিত ফাইনালে ৬ উইকেটে হারাল দক্ষিণ ২৪ পরগনাকে।

সুবার্বানের বিরুদ্ধে অ্যাডভান্টেজ বেহালা ফ্রেন্ডস

নিজস্ব প্রতিনিধি: ইডেনে চলছে সিএবি পরিচালিত দ্বিতীয় ডিভিশন চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনাল। বেহালা ফ্রেন্ডস ইউনিয়নের বিরুদ্ধে বৃষ্টিবিঘ্নিত ম্যাচের প্রথম দিনে রবিবার সুবার্বান ৪২ ওভারে ৫ উইকেট হারিয়ে ২২৯ রান তুলেছে। অলোক শর্মা ১০১ ও প্রতীক দত্ত ৫৪ রান করেন। প্রতীক ও অলোকের জুটিতেই ওঠে ১২৭ রান। আজ সুবার্বান ২০ ওভার ব্যাট করবে। এরপর প্রয়োজনীয় রান তুলতে ৬২ ওভার ব্যাট করবে বেহালা ফ্রেন্ডস। কাল রিজার্ভ ডে। নিয়ম অনুযায়ী বৃষ্টিতে বেহালা ফ্রেন্ডসের ইনিংস ব্যাহত হলে রিজার্ভ ডে-তে অন্তত ৪০ ওভার খেলার সুযোগ পাবে বেহালা ফ্রেন্ডস। টার্গেট নির্ধারিত হবে রান রেটের মাধ্যমে। বেহালা ফ্রেন্ডস ইউনিয়নের আসপার্শ সিং ৫৭ রানে দুই উইকেট নেন। বৃষ্টিতে বোলিংয়ের ছন্দ কিছুটা ব্যাহত হলেও ভালো ব্যাটিংয়ের বিষয়ে আশাবাদী বেহালা ফ্রেন্ডস ইউনিয়নের কর্তা শ্রীমন্ত কুমার মল্লিক।

খেলা শুরু হওয়ার আগে সৌজন্য বিনিময়ে সুবারবান ক্লাবের কর্মকর্তা অয়ন গাঙ্গুলী ও বেহালা ফ্রেন্ডস ক্লাবের কর্মকর্তা শ্রীমন্ত কুমার মল্লিক।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001** **RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email- dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত। **RNI No. WBBEN/2006/17404,** ফোন: ০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল: dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক: সন্তোষ কুমার সিং**